~*SumoN*~ Email: anmsumon@ya

মাসুদ রানা

অগ্নিপুরুষ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালিয়ে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা।
সি.আই.এ এবং জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের
মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে ওর মাথার ওপর।
কদিন বিশ্রাম নেবে মনে করে
আশ্রয় নিল সে বন্ধু রেমারিকের ওখানে, ইটালীতে।
তারই সুপারিশে দেহরক্ষীর চাকরি নিল ইটালীর
এক ধনী পরিবারে।
সেখানে ছোট্ট একটি মেয়ে মিষ্টি একটা গান
উপহার দিল রানাকে। দিয়েই চিরবিদায় নিল
এ পৃথিবী থেকে।
খুন করেছে ওকে কিডন্যাপাররা।

কিছুর সাথে নিজেকে জড়াবে না—
প্রতিজ্ঞা করেছিল রানা; কিন্তু কখন যে ওকে
জয় করে নিয়েছিল কিশোরী মেয়েটা, টেরই পায়নি।
এখন আর ঘুমাতে পারে না ও।
দাউ দাউ জ্বলছে বুকে প্রতিশোধের আগুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

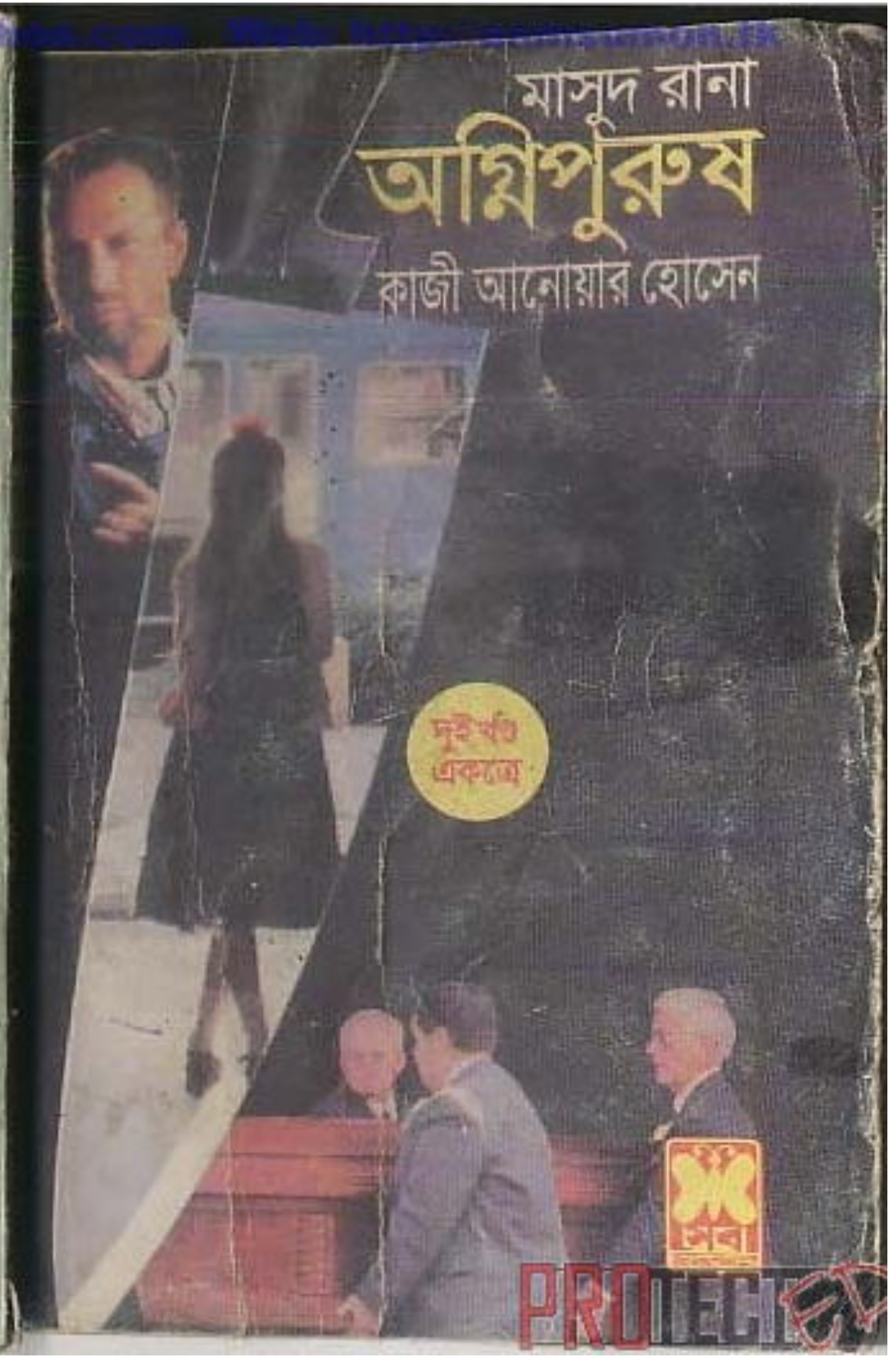

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সেবার আরও ক'টি সিরিজের ভলিউম

কিশোর থ্রিলার

ওয়েস্টার্ন

কুয়াশা

জুলভার্ন

অগ্নিপুরুষ ১

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ১৯৮৬

এক

ঝাঁকড়া মাথা পাইন, নারকেল বীথি আর [illegible] ডালপালা ঢেকে রেখেছে আকাশটাকে। বাতাসে দারুচিনি আর জলপাইয়ের গন্ধ। চারদিকে মিঠে-কড়া রোদ, ছায়ায় বসন্তের আমেজ। দল বেঁধে ঝিনুক-কুড়ানো কিশোরীরা স্কার্ট খানিকটা ওপরে তুলে ছুটোছুটি করছে, তেড়ে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে ভূমধ্যসাগর, তাদের ভেজা পায়ে ঝিকমিক করছে সোনালি রোদ। অলস দুপুর, রাস্তার পাশের একটা গাছ থেকে নিঃসঙ্গ এক কোকিল হঠাৎ করুণ আবেদনের সুরে কু-কু-কু করে ডেকে উঠছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে দু'একজন অন্যমনস্ক পথিক, নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ।

দ্বীপের নাম কর্সিকা। বাস্তিয়া বন্দর।

দিন দুই বেশ গরম পড়েছে অথচ সময়টা শীতকাল। একজন বার মালিক বুদ্ধি করে একটা টেবিল আর খান কতক চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ফেলেছে চওড়া ওই পেভমেন্টে। ওখানে বসে একা এক বয়স্ক লোক হুইস্কি খাচ্ছে, তার চোখ পড়ে আছে ডকের দিকে। ডকে যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে একটা ফেরি, লিভোরনো যাবে ওটা।

প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেল ওখানে বসে রয়েছে লোকটা। প্রথম দিকে পাঁচ-সাত মিনিট পরপরই গ্লাস ভরে নেয়ার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, শেষে বার মালিক গোটা একটা বোতল, প্লেট ভর্তি কালো জলপাই আর খোসা ছাড়ানো কাজু বাদাম রেখে গেছে তার টেবিলে। রাস্তায় আর পেভমেন্টে অনবরত বাকবাকুম আওয়াজ তুলে গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে এক ঝাঁক পায়রা, হঠাৎ খেয়াল হলে ওগুলোর দিকে এক মুঠো করে কাজু বাদাম ছুঁড়ে দিচ্ছে আগন্তুক।

রাস্তার ওপারে, পেভমেন্টের ওপর বসে রয়েছে ছোট এক ছেলে। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো এক করা, তার ওপর চিবুক রেখে গভীর মনোযোগের সাথে লোকটার জলপাই আর হুইস্কি খাওয়া লক্ষ্য করছে সে।

চারদিক শান্ত আর নিরিবিলি, টুরিস্টরা এ-সময় এদিকটায় আসে না। আগন্তুক ছাড়া ছেলেটার দৃষ্টি কাড়ে এমন কিছু নেই আশেপাশে। কচি মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে লোকটা। অদ্ভুত একটা স্থির, অচঞ্চল ভাব রয়েছে তার মধ্যে, প্রয়োজন ছাড়া তার শরীরের কোন অংশ এক চুল নড়ে না। দু'জনের মাঝখানে রাস্তা, মাঝে মধ্যে দু'একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু ছেলেটার দিক

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

একবারও তাকাচ্ছে না আগন্তুক। তাকিয়ে আছে ডক আর ফেরির দিকে।

মাঝে মধ্যে ছেলেটার দিকে চোখ পড়ছে তার। গম্ভীর মুখ, নিরাসক্ত দৃষ্টি। হাল মুখে দুটো দাগ, একটা বাঁ চোখের নিচে, আরেকটা কপালের ডান দিকে। সারা মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা কুচকুচে কালো দাড়ি, নাকটা টিকালো, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে মত। কিন্তু ছেলেটার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তার চোখ জোড়া। মায়াভরা দুই চোখের মাঝখানে একটু যেন বেশি দূরত্ব, ভারি পাতা—নরু মনে হয়, যেন সিগারেটের ধোঁয়া এড়াবার চেষ্টা করছে, অথচ লোকটা এই মুহূর্তে ধূমপান করছে না।

হুইস্কির অর্ডার দেয়ার সময় লোকটাকে ঝরঝরে ফ্রেঞ্চ বলতে শুনেছে সে, কিন্তু তবু তার মনে হয়েছে এ লোক ফরাসী হতে পারে না। তার পরনের ঘন নীল ট্রাউজার, গোলো নেক সোয়েটারের ওপর ডেনিম জ্যাকেট খুবই দামি, কিন্তু বহু ব্যবহারে মলিন। তার পায়ের কাছে রাখা লেদার সুটকেসটাও তাই। অচেনা, নতুন লোক অনেক দেখেছে ছেলেটা, বিশেষ করে আগন্তুকদের চরিত্র আর আর্থিক অবস্থা বুঝে নেয়ার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু এই লোকটা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। এর আগে এই প্রকৃতির লোক সে কখনও দেখেনি। তার মনে হল, এই লোক জন্ম থেকে একা, নিঃসঙ্গ যাযাবর। মনে হল, এই লোককে বিশ্বাস করে কেউ কোনদিন ঠকবে না। লোকটা হাতঘড়ি দেখল, বোতল থেকে শেষ হুইস্কিটুকু গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করল। বার মালিককে ডেকে টাকা দিল, কি যেন বলল তাকে; মুখ তুলে রাস্তার ওপারে বসা ছেলেটার দিকে একবার তাকাল বার মালিক। লেদার সুটকেস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা; তারপর রাস্তা পেরোবার জন্যে পা বাড়াল।

পেভমেন্টে স্থির বসে থাকল ছেলেটা, লোকটার এগিয়ে আসা দেখছে। লোকটা আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, বেশ লম্বা সে, প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। শরীরে একটু মেদ জমেছে, তবু আশ্চর্য হালকা পা ফেলে হাঁটতে পারে। হাঁটাটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের বাইরের অংশ বা কিনারাগুলো।

পাশ কাটাবার সময় ছেলেটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা। প্রায় দেড় বোতল মদ খেয়েও সহজ, সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছে সে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক ছুটে রাস্তা পেরোল ছেলেটা, টেবিলের ওপর ঝুঁকে খুঁজল তার জন্যে এঁটো কিছু পড়ে আছে কিনা। এই সময় বার থেকে বেরিয়ে এল প্রৌঢ় মালিক। তার গম্ভীর চেহারা দেখে পিছিয়ে আসতে শুরু করল বেচারা। পাঁচ হাত পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কারণ লোকটার হাতে দুটো প্লেট দেখতে পেয়েছে। কিন্তু বারের ভিতর বা বাইরে কোন খদ্দের নেই।

চোখ ইশারায় কাছে ডাকল বার মালিক। প্লেট দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। 'কেউ যদি পায়রাগুলোকে এই বাদাম খাওয়ায়,' প্লেট ভর্তি কাজু বাদাম

দেখিয়ে বলল, 'তাহলে,' দ্বিতীয় প্লেটটা দেখাল এবার, 'এই জলপাইগুলো মজুরি হিসেবে পাবে সে।'

বার মালিকের দিকে নয়, ঘাড় ফিরিয়ে ডকের দিকে তাকাল ছেলেটা। লোকটাকে দেখতে পেল সে, ওর দিকে পিছন ফিরে ফেরিতে উঠছে। ফেরিতে উঠে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এগিয়ে এসে প্লেট থেকে দুটো জলপাই তুলে নিয়েই ঘুরল ছেলেটা, ছুটল। পিছন থেকে মালিক সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কি হল?'

'পরে।' এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে কিনারায় এসে দাঁড়াল ছেলেটা। দুটো জলপাই মুখে পুরে দিয়েছে। পনেরো মিনিট পর ডক থেকে রওনা হল ফেরি। অল্প ক'জন যাত্রী, তাদের মধ্যে থেকে আগন্তুককে খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হল না। পিছন দিকে রেলিং ধরে একা দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

ধীরে ধীরে গতি বাড়তে লাগল ফেরির। কি এক সঙ্কোচ আর দ্বিধা জড়িয়ে ধরলেও, সব কাটিয়ে উঠে এক সময় একটা হাত মাথার ওপর তুলে নাড়ল ছেলেটা।

ফেরি তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আগন্তুকের চোখ এত দূর থেকে দেখা যায় না, কিন্তু নিজের মুখের ওপর তার দৃষ্টি অনুভব করল ছেলেটা। পরিষ্কার দেখল, রেইল থেকে হাত তুলল লোকটা, ছোট্ট করে একবার নাড়ল।

পরম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। 'তোমার ভাল হোক,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তোমার ভাল হোক!'

এই আশীর্বাদ আগন্তুকের দরকার ছিল।

দুই

আলো-আঁধারির ভেতর অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে লরা আভান্তি, ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা। এক সময়ে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে দাঁড়াল সে, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল লেক। লেকের নিস্তরঙ্গ, কালো পারদের মত টলটলে পানিতে ঝিলমিল করছে শেরাটন হোটেলের আলো।

লরা আভান্তির রূপের বুঝি কোন তুলনা হয় না। অভিজাত সমাজে তাকে বলা হয়, বিশুদ্ধ নিয়াপলিটান সৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট নমুনা। যৌবন নয়, যেন ফুলের কমনীয়তা; মুখ নয়, যেন শিশিরের স্নিগ্ধতা; চোখ নয়, যেন সাগরের গভীরতা। তবু, যার দেখার চোখ আছে, লরা আভান্তির চেহারায় বিদ্রূপ আর দুষ্টু ভাব সময় সময় ঠিকই দেখতে পায় সে। তার নিটোল ঠোঁটে যৌনাবেদন ফুটে থাকে, বড় বড় চোখে মদির আহ্বান। তার মুখের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে চওড়া চোয়ালের নিখুঁত গড়ন, প্রায় গোল কপালের সাথে ভারি সুন্দর মানিয়ে গেছে। ঘন

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কালো চুল সোজা নেমে এসে ভেতর দিকে ভাঁজ নিয়ে কাঁধ ছুঁয়েছে, তারপর অনেকগুলো ঢেউ তুলে সরু কোমর পর্যন্ত ঝুলে আছে। কোমর থেকে ওপরের দিকটা ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠে গেছে। পা জোড়া লম্বা। মেদহীন পাঁজর, গলায় কোন ভাঁজ নেই। অর্ধবৃত্ত আকারের স্তন, ভরাট, এতটুকু ঢিলেঢালা ভাব নেই কোথাও।

পুরুষের স্রোত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জানে লরা, কিন্তু পুরুষমানুষ নিয়ে খেলার প্রবণতা তার জন্মগত। অভিজাত সমাজের হোমরা-চোমরা লোকজন তার চারপাশে ভিড় করে থাকে, ধরা দেয়ার ভান করে তাদের কাছে ডাকে সে, কিন্তু কখনোই ধরা দেয় না। এটাই তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তার এই খেলার শিকার বেচারা স্বামী ভিটো আভান্তিও। স্ত্রীকে একান্ত কাছে পেতে রীতিমত সাধনা করতে হয় তার। গাধার সামনে মুলো ঝুলিয়ে রাখার মত পুরুষের সামনে নিজেকে ঝুলিয়ে রাখে লরা। এই খেলার স্বার্থে নিজেকেও তার বঞ্চিত করতে হয়, শরীরের খিদা অনেক সময়ই যথাযথ মেটে না। গত ডিসেম্বরেই তো ভিটো অনুযোগের সুরে বলেছিল, 'এ-বছর মোট ক'বার তোমাকে পেয়েছি গুনে বলে দিতে পারি।'

লরার চেহারায় বিষণ্ন একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, তার জবাব ছিল, 'বেশি কোন জিনিসই ভাল নয়। তাছাড়া, যতটা সম্ভব অক্ষত, কুঁড়ি থাকতে চাই আমি ঘাঁটাঘাঁটি করে নষ্ট করতে চাও কেন?'

আর এক ঘন্টা পর, রাত আটটায়, তার সাথে গল্প করতে আসবে আজকালকার লোরান। গল্প মানে মুগ্ধ চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা আর লরার রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা। লোরান আশা করবে লরা তাকে ডিনারের জন্যে থেকে যেতে বলবে, কিন্তু লরা তার ধার দিয়েও যাবে না। পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানে লোরানকে ডিনার খাওয়ান যায়, কিন্তু লরা ব্যক্তিগতভাবে কখনও সে অনুরোধ ওকে করবে না।

আজ সাত দিন পর বিদেশ থেকে ফিরছে ভিটোও। ভিটো পৌঁছুবে ন'টায়, তার মানে লোরানকে আজ বেশি সময় দেয়া যাবে না, ভাবল লরা।

জানালার কার্নিসে ভাঁজ করা হাতের কনুই, তালুতে চিবুক ঠেকে আছে, ছল ছল করছে চোখ জোড়া। কিন্নীর মন ভাল নেই।

সুবনা আভান্তি মায়ের সমস্ত সৌন্দর্য তো পেয়েইছে, পেয়েছে আরও অনেক বেশি করে। মা মেয়ের রূপে যেমন মিল আছে, তেমনি স্বভাবে আবার অমিলও আছে প্রচুর। মায়ের চেহারায় আছে গর্ব, মেয়ের চেহারায় সারল্য। মায়ের চোখে তির্যক কটাক্ষ, মেয়ের চোখে মায়া। লরা শান্ত, সতর্ক; সুবনা ছটফটে, প্রাণচঞ্চল। মা আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে রাখে; আর মেয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে ছটফট করে বেড়ায়।

কিন্তু এ এক শ্বাসরুদ্ধকর বন্দী জীবন। এই বয়সে তার খেলার সাথী দরকার, অথচ বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ। ওর দেখাশোনার জন্যে ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে জাখিয়া আর গভর্নেস আছে বটে, কিন্তু দু'জনের একজনকেও সহ্য করতে পারে না সুবনা। জাখিয়া চাকরানী, মনিব কন্যার ওপর খবরদারি করার সুযোগ পেয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এত কথা বলে না, এত কৌতূহল ঠিক নয়, এত হাসি ভাল নয়, বড় হচ্ছ এত লাফায় না—এই চারটে না ছাড়া আর কোন কথা নেই তার মুখে। গভর্নেস বুড়ি আরেক যন্ত্রণা। কেউ যে এমন অন্ধ-পাগল হতে পারে, বুড়িকে না দেখলে বিশ্বাস হত না সুবনার। দু'ক্লাস ওপরের বই থেকেও অঙ্ক শিখতে হয় সুবনাকে, আর রোজই শুনতে হয়—সুখী হতে হলে জীবনটাকে এখন থেকে অঙ্কের নিয়মে সাজিয়ে নাও।

আর আছে বাবা। কিন্তু বাবার দেখা পাওয়া সুবনার জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার। ব্যবসার কাজে বছরের বেশিরভাগ দিনই বাইরে থাকে বাবা। আর যখন ঘরে থাকে, তাকে দখল করে রাখে মা। সুবনার মনে হয়, বাবা তাকে ভালবাসলেও, আলাদা একটা অস্তিত্ব হিসেবে নয়, মায়ের একটা অংশ হিসেবে ভালবাসে।

আর মা যেন থেকেও নেই।

কেন কে জানে মাকে ভীষণ ভয় করে সুবনার। মা কখনও তাকে শাসন করে না, কখনও বকাঝকা করেছে বলে মনে পড়ে না, অথচ তবু মায়ের সামনে যেতে তার বুক কাঁপতে থাকে। নিজেকেই সে কতবার প্রশ্ন করেছে, মাকে আমার এমন পর পর লাগে কেন? তাকে দেখলেই মা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়, সেটাই কি তার কারণ? তার ভাল-মন্দ কিছু জানতে চেয়েছে, তার কথায় কখনও হেসেছে, তাকে কাছে ডেকে কখনও আদর করেছে—কই, মনে পড়ে না সুবনার। সামনে পড়ে গেলে মা যেন কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় তার দিকে। তখন শুধু ভয় নয়, কেমন যেন সংকোচ বোধ করে সুবনা, একটা আড়ষ্ট ভাব এসে তাকে আঁকড়ে ধরে।

এই নিরানন্দ, বন্দী জীবনে একমাত্র খোলা জানালা ছিল স্কুল। কিন্তু আজ দু'মাস হল স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে সুবনার, মনে পড়ে টিফিন আওয়ারে সবুজ ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে আইসক্রীম খাওয়া আর দল বেঁধে ছুটোপুটি করার কথা। আর মনে পড়লেই ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি, কান্না পায়।

নিঃসঙ্গ এক পাখির ছানা, কুড়িয়ে হাঁটিতে দেখে বাগান থেকে ধরে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরে রেখেছিল সুবনা—নিজেকে তার সেই কাতর পাখির মত লাগে। পাখিটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তবু তো সে ছিল, কিন্তু তার কে আছে?

সকাল থেকে দু'বার মায়ের কাছে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে সে। প্রথমবার ঘর থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু বারান্দা থেকে ফিরে এসেছে। দ্বিতীয়বার সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু তারপর আবারও সাহস হারিয়ে ফেলে। সুবনা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

জানে, বাবা আজ ফিরে আসছে। কথাটা বলতে হলে আজই মাকে তার বলে রাখতে হবে।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল লুবনা। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সে। দাঁড়ালে বোঝা যায়, লম্বায় মাকেও ছাড়িয়ে যেতে চলেছে সে। ঘর থেকে বেরুবার আগে আয়নায় চোখ পড়ল, নিজের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন লজ্জা লাগল তার। এখনও সে রোগা, কিন্তু মুখে ফোলা ফোলা একটা ভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। হাতে-পায়ে মাংস নেই, কিন্তু ওগুলো আশ্চর্যভাবে বলতে গিয়ে আরও সুন্দর একটা গড়ন নিচ্ছে। হঠাৎ খচ করে বিধল প্রশ্নটা, মা কি তাতে ঈর্ষা করে?

অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লুবনা। মা-বাবার বেডরুমের সামনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না। ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে নেই কেউ। মা কি তবে বাইরে কোথাও গেছে?

মা একা একা বেড়াতে চলে যায়, তাকে সাথেও নেয় না, বলেও যায় না।

ড্রইংরুমের দিকে এগোল লুবনা। ভারি, পুরুষালি একটা আওয়াজ আসছে ওদিক থেকে। দূর থেকেই আলোকিত জানালা দেখা গেল, কিন্তু দরজা বন্ধ। গলাটা চিনতে পারল লুবনা, বাবার বন্ধু আলবারগো লোরান কথা বলছে। মার হাসির আওয়াজও শুনতে পেল সে।

আমার সাথে মা কখনও এভাবে হাসে না, ভাবল সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, তারপর মৃদু টোকা দিল কবাটে।

ভেতর থেকে মা বলল, 'দাঁড়াও।'

লোরান কাকুর একটা কথাও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না লুবনা, কথাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে মার হাসিতে। একবার ইচ্ছে হল ফিরে যায়। কিন্তু মাকে কথাটা বলা একান্ত দরকার। বাবা হয়ত আবার কাল সকালেই দিন কতকের জন্যে অন্য কোথাও চলে যাবে।

আরও পাঁচ মিনিট কাটল। আবার নক করবে কিনা ভাবল লুবনা। মা হাসছে আর হাসছে। আওয়াজটা যেন ঘরের ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে···একবার কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে, ঘরের ভেতর ওরা ছুটোছুটি করছে নাকি! হঠাৎ, মাঝপথে থেমে গেল মার হাসি, কেউ যেন তার মুখে কিছু চাপা দিল। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

আরও দু'মিনিট পর দরজা খুলে গেল। মাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল লুবনা।

'ও, তুমি,' বলল লরা, এ-সময় মেয়েকে তার কাছে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়েছে সে।

অনেক দুঃখ আর অভিমান জমে আছে লুবনার বুকে, ইচ্ছে হল মাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে কাঁদে আজ। কিন্তু মার চোখে সেই দৃষ্টিটা ফুটে উঠতে দেখে আড়ষ্ট

হয়ে গেল লুবনা। মা হাসছে না, শুধু তাকিয়ে আছে, সে তাকানোতে আদরও নেই প্রশ্রয়ও নেই। লুবনার মনে হল, মার দৃষ্টি তার কাপড়, চামড়া, হাড়মেদ করে শরীরের ভেতর চলে গেছে। সে যেন একটা দর্শনীয় বস্তু, মা যেন তাকে এই প্রথম দেখছে।

'কিছু বলবে?' মেয়েকে পাশ কাটিয়ে ড্রেসিংরুমের দিকে এগোল লরা।

কয়েক সেকেণ্ড কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লুবনা। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল। ইতিমধ্যে ড্রেসিংরুমের ভেতর ঢুকে পড়েছে লরা, দরজার কবাট ধরে অপেক্ষা করছে।

ধীর ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল লুবনা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল, ড্রেসিংরুমের দরজা থেকে আট দশ হাত দূরে। বুঝতে পেরেছে, মা দরজা বন্ধ করতে চাইছে।

'আমি স্কুলে যেতে চাই,' প্রচণ্ড জেদের সাথে বলতে চাইলেও গলায় তেমন জোর পেল না লুবনা। 'বাবাকে বল···'

'ঠিক আছে,' বলল লরা। হঠাৎ অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। দরজা বন্ধ করার সময় মেয়ের দিকে তার খেয়ালও থাকল না।

ঘাড় একদিকে একটু কাত হয়ে আছে লুবনার, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। বন্ধ দরজাটা যখন ধীরে ধীরে আপসা হয়ে আসছে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটল। তার ফোঁপানর আওয়াজ কেউ শুনতে পেল না।

প্লেনে করে হংকং থেকে সিঙ্গাপুর, তারপর মিলান, মিলান থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে কোমো-তে ফিরছে ভিটো আভান্তি। সাত দিন পর বাড়ি ফিরছে সে, বাড়ি ফেরার একটা আনন্দ আছে। দেশের বাইরে কোথাও গেলে বরাবর যা হয়, লরা আর লুবনার জন্যে উদ্বেগের মধ্যে ছিল সে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল নয়, কোন দিক থেকে কি বিপদ আসে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া, বাড়িতে একটা সমর্থ পুরুষ মানুষ নেই।

একমাত্র ভরসা ওদের পারিবারিক বন্ধু লোরান। আলবারগো লোরান শুধু স্বনামধন্য ব্যক্তিই নয়, লোকটা পিপড়ের মত ব্যস্তও। কিন্তু দায়ে-বিপদে আভান্তি পরিবারের পাশে ঠিকই তাকে পাওয়া যাবে। ভিটো যখনই দেশের বাইরে কোথাও একা বা সস্ত্রীক গেছে, লোরান তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসে খোঁজ-খবর নিয়েছে, বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করল ভিটো, লোরানের মত বন্ধু হয় না।

কিন্তু বাড়ি ফেরার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না ভিটো। অনেক দিন থেকেই গুমোট একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এবার সেটা ঝড় তুলবে। কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবার নিতেই হবে। ভিটো জানে সিদ্ধান্তগুলো পছন্দ হবে না লরার। ঝড়টা তখনই উঠবে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তেরো বছর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ভিটো জানে এই সঙ্কটকে ছোট করে দেখা চলে না। বছরগুলো স্মরণ করল সে, নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি সুখী?

এর কোন জবাব নেই। লরা শুধু স্ত্রী নয়, নয় কেবলমাত্র সুন্দরী নারী, লরা তার কাছে প্রচণ্ড একটা নেশা। বিয়ের আগে, প্রথম যেদিন লরাকে দেখে সে, ওর রূপ তাকে মাতাল করে দিয়েছিল। সেই ঘোর আজও কাটেনি, কাজেই এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভালমন্দ কিছুই সে বলতে পারবে না।

আসলে সহজ সরল একটা পরিস্থিতির শিকার সে। ভাগ্যগুণে তার স্ত্রী অসম্ভব সুন্দরী আর আত্মকেন্দ্রিক, নিজের শখ সাধ ছাড়া কিছু বোঝে না, চলে আপন খেয়ালে। সে জানে লরা কোনদিন বদলাবে না, কাজেই হয় সে তাকে ত্যাগ করতে পারে, আর নয়ত মেনে নিতে পারে। সিদ্ধান্তটা কি হবে, অনেক দিন আগেই পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ভিটো। মেনে নেয়া সম্ভব, ত্যাগ করার কথা ভাবা যায় না।

বিয়ের পর প্রথম দিকে এই নেশা যতটা না ছিল মানসিক, তারচেয়ে বেশি ছিল শারীরিক। রূপ সায়রে অবগাহন করে বেহুঁশ হয়ে ছিল সে। রূপ-যৌবনের সেই আকর্ষণ আজও আগের মতই অনুভব করে ভিটো, কারণ বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে দিয়ে নিজেকে লরা দুর্লভ করে রেখেছে। তবে সেই আকর্ষণের সাথে নতুন আরও কিছু যোগ হয়েছে এখন। দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তুর মালিক হতে পারলে লোকে যেমন গর্ব বোধ করে, লরার মালিকানা স্বত্ব সেই গর্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছে ভিটোর মনে। লরা যাদের অধিকারে নেই তারা ঈর্ষা করে তাকে, কেউ কেউ শ্রদ্ধাও করে। তাদের ঘরে লরা আছে বলেই অভিজাত সমাজে আর বন্ধু মহলে তার এত খাতির, তার সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে লরা। খাতির আর মর্যাদার মোহ, এ-ও এক দুর্দান্ত নেশা।

লেকের কাছে এসে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ল্যানসিয়া ডান দিকে বাঁক নিল। মেয়ের কথা মনে পড়তেই খচ করে একটা অপরাধ বোধ জাগল বুকে। লুবনাকে সে ভালবাসে। কিন্তু স্নেহ আর আদরের যতটুকু লুবনার প্রাপ্য ততটুকু তাকে দেয়া হয়ে ওঠে না। এর জন্যে কিছুটা দায়ী তার ব্যস্ততা, কিছুটা লরার অন্যায় আবদার। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ভিটো, তার ধারে কাছে কাউকে ভিড়তে দেয় না লরা। কোথাও বেড়াতে বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে লরা চায় শুধু তারা দু'জনই যাবে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিটো।

ওরা তিনজন ডিনার খেতে বসেছে। চওড়া মেহগনি টেবিলের দু'মাথায় সামনাসামনি বসেছে ভিটো আর লরা। মাঝখানে লুবনা। পরিবেশন করছে মেইড। বসার এই ছক কেতাদুরস্ত আর আনুষ্ঠানিক, ঘরোয়া পরিবেশে আপনজনদের সান্নিধ্য ভাল লাগার যে অনুভূতি এনে দেয়, তিনজনের মাঝেই তার

বড় অভাব। লরার সাথে আজ কথা কাটাকাটি হবে, সেজন্যে টেনশনে ভুগছে ভিটো। আর ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে তার যুদ্ধ-কৌশল কি হবে ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লরা। তাছাড়া, ঘরে বসে ডিনার খেতে চিরকালই তার একঘেয়ে লাগে। সবচেয়ে ম্লান দেখাল লুবনাকে। বুক ভরা অভিমান তো আছেই, আবার তাকে ছুটে যেতে দেয়া হবে কিনা এই অনিশ্চয়তায়ও ভুগছে সে।

আদর্শ স্ত্রীর মতই স্বামীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে লরা। কোমর জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে দিয়েছে, টেনে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়েছে, নিজের হাতে মার্টিনি তৈরি করে দিয়েছে, গভীর আগ্রহের সাথে জানতে চেয়েছে বিদেশ-ভ্রমণ কেমন লাগল। কিন্তু লুবনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ভিটোকে সে অভিযোগের সুরে জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ের মন ভাল নেই, ও স্কুলে যেতে চায়, কিন্তু একটা ব্যবস্থা আর না করলেই নয়।

মাথা দিয়ে মাথা ঠোকিয়েছে ভিটো, বলেছে, 'ব্যাপারটা নিয়ে ডিনারের পর আলোচনা করব। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মা-বাবা দু'জনেই যে মায়ুযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ডিনারে বসে সেটা টের পেয়ে গেল লুবনা। তার অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু পরিবেশ অনুমতি না দেয়ায় চুপচাপই থাকল। ডিনার শেষ হতে না হতেই উঠে দাঁড়াল সে, মা-বাবাকে চুমো খেল, অভিযোগের সুরে বলল, 'ঘরের ভেতর বসে থাকতে থাকতে আমার মাথা ধরে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।'

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা পিছনে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লুবনা।

খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো লরা, 'গভর্নেসকে ওর পছন্দ নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভিটো। 'আসল সমস্যা সেটা নয়। ওর কোন বন্ধু নেই। আমরাও ওকে সঙ্গ দিতে পারি না। এই বয়সে মেয়েরা খেলতে চায়, বেড়াতে যেতে চায়। স্কুলে গেলে তবু বান্ধবীদের সাথে দেখা হত...' উঠে দাঁড়িয়ে বার-এর সামনে চলে এল সে, গ্লাসে খানিকটা কনিয়াক ঢেলে ছোট্ট করে চুমুক দিল। টেবিল পরিষ্কার করছে মেইড, তার বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হবার পর আবার সে মুখ খুলল, 'লরা, কিছু কিছু বিষয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমি চাই আলোচনাটা যেন যুক্তির বাইরে না যায়।'

চেহারায় বিরূপ কোন ভাব তো নেই-ই, স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে লরা, চোখে কৌতুক মেশানো প্রশ্রয়।

লরার এইভাব লক্ষ্য করে মনে মনে শঙ্কিত হল ভিটো। বুঝল, তর্ক-যুদ্ধে জেতার জন্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল ঠিক করে ফেলেছে লরা। সেটা কি, বুঝতে না পেরে তার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

'দুটো ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমি,' গ্লাসে আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল ভিটো। 'এক, লুবনাকে স্কুলে পাঠাতে হবে। আর দুই, তোমার বাজে খরচ

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কমাতে হবে।'

'আমার বাজে খরচ?' চোখের কৌতুক লরার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'এ-মাসেই তুমি নতুন ডিনার সেট আর অ্যান্টিকস কিনে নব্বই লাখ লিরা খরচ করেছ—কোন মানে হয়?'

'কিন্তু ভিটো, বাজারে ওগুলো এই প্রথম এল, কিনব না?' বিস্মিত দেখাল লরাকে।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ভিটো। 'তার আগে আমাদের সামর্থ্যের কথা ভেবে দেখবে। তুমি তো জান ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে আমাদের প্রোডাকশন কস্ট অনেক বেড়ে গেছে, তার ওপর সস্তা বোটে ছেয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড মার্কেট। এ-বছর যা প্রোডাকশন নিয়েছি তার সিকি ভাগও বিক্রি করতে পারব না। অনেক মিলিয়ন লিরা লোকসান দিতে হবে। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমি একেবারে ডুবে আছি।'

'কত লোন নিয়েছ?'

'বারো শো মিলিয়ন লিরা,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ভিটো।

'বাবা বলত, একজন মানুষের ওজন বোঝা যায় তার সম্পদ দেখে, নয়ত তার দেনা দেখে। শুধু পরিমাণটাই আসল কথা।'

রেগে উঠল ভিটো। 'তোমার বাবা অন্য এক জগতে বাস করতেন। তোমার ভায়েরা সমস্ত দেনা শোধ করতে পেরেছিল বলে, নয়ত বেঁচে থাকলে তোমার বাবাকে দেশের সেরা দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হত।'

ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে লরা বলল, 'বাবার সময়জ্ঞান ছিল টনটনে, মরার সময় সেটা দেখিয়ে গেছে। আমার কি ধারণা জান? যে যত বড়, তার ডার সহ্য করার ক্ষমতাও তত বেশি। তুমি খুব বড় পরিবার থেকে এসেছ, দেশের সেরা ধনী পরিবারের একটা থেকে, মাত্র বারো শো মিলিয়ন লোন করে ঘাবড়ে যাবে কেন?'

নিজেকে সামলে নিল ভিটো। 'ব্যাপারটা আর হালকা চোখে দেখার পর্যায়ে নেই, লরা। বাস্তবকে তোমার মেনে নিতে হবে। দু'এক মাসের মধ্যে ব্যাংকের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট না হলে সত্যিই আমি খুব বিপদে পড়ব।'

স্থির হয়ে সোফায় বসে থাকল লরা। খানিক চিন্তা করে জানতে চাইল, 'তা কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

খুব সাবধানে উত্তর দিল ভিটো। 'সমস্যার দুটো দিক। এক, ছোট বোটের একচেটিয়া বাজার আমরা হারাচ্ছি। প্রতিযোগিতা করতে হলে শৌখিন বড়লোকদের জন্যে দামি ইয়ট তৈরি করতে হবে। একমাত্র উপায় দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে চড়া দাম আদায় করা, সস্তাদরের বোটের বাজার যার খুশি দখল করুক গে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল লরা, ভিটো থামতেই জানতে চাইল, 'বেশ, তাই কর, কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?'

'ডকইয়ার্ড,' বলল ভিটো। 'লীজের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই এটা ছেড়ে দিয়ে নতুন ডকইয়ার্ড ভাড়া নিতে হবে। নতুন কিছু মেশিনপত্রও দরকার হবে আমাদের। সব মিলিয়ে এখনি তিনশো মিলিয়ন লিরা চাই আমার।'

'কিন্তু ব্যাংক সাহায্য করতে চাইছে না?'

বার-এর দিকে ফিরল ভিটো, গ্লাসে আরও খানিকটা কনিয়াক ঢালল। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই সমস্যার আরেক দিক। জমি ছাড়া ডকইয়ার্ডের সমস্ত কিছু এরইমধ্যে মর্টগেজ রাখা হয়েছে, এই বাড়ি আর রোমের অ্যাপার্টমেন্ট সহ। নতুন লোন আমাকে নিতেই হবে, অথচ মর্টগেজ রাখার মত আর কিছু নেই আমার। অন্য পথে চেষ্টা করছি, কিন্তু কতদূর কি করতে পারব জানি না।'

'লোরানের সাথে কথা বলেছ?'

'না,' মুহূর্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক দেখাল ভিটোকে। 'আগামী হপ্তায় একসাথে লাঞ্চ খাব আমরা, তখন আলোচনা হবে। লরা, আমি চাইছি, আমরা সমস্যায় পড়েছি এটা শুধু তুমি মনে রাখ।'

হাসিটা আবার সুন্দর মুখে ফিরে এসেছে, তাতে বিদ্রূপের ছিটেফোঁটাও নেই। 'ভিটো, ড্রিংক, আমাকেও খানিকটা কনিয়াক দাও।'

স্ত্রীর জন্যে ড্রিংক নিয়ে এগিয়ে এল ভিটো, তার পিছনে দাঁড়াল। হাতের গ্লাসটা রাখার জন্যে লরার কাঁধের ওপর দিয়ে টেবিলের দিকে ঝুঁকল সে। একেবারে স্থির বসে থাকল লরা, গ্লাসটা ছেড়ে দিয়ে তার চুলের ভেতর, গলার পিছনে চলে এল ভিটোর হাত। স্বামীর হাতের ওপর হাত রাখল লরা, তার আঙুলের ওপর চাপ দিল। মাথাটা ভিটোর পেটে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে ওপর-নিচে ঘষতে লাগল সে।

ভুলে গেছে, সমস্যার কথা এখন আর ভাবছে না ভিটো।

দাঁড়াল লরা, চেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে একটু সরে এসে চুমো খেল ভিটোর চোখে আর গালে। ঠিক চুমো নয়, কোমল ঠোঁটের আলতো স্পর্শ মাত্র। ভিটো জানে, এভাবেই তাকে অস্থির করে তোলে লরা, অস্থির করে তুলে মজা পায়। সে যত ব্যগ্র হয়ে উঠবে, লরা ততই ধীর লয়ে উন্মুক্ত করবে নিজেকে। এটাই তার রীতি।

স্বামীর হাত দুটো নিজের হাতে আটকে রেখেছে লরা। ভিটোর গালে ঠোঁট বুলাতে বুলাতে বলল, 'চিন্তা কোরো না, লোরান একটা উপায় ঠিকই বের করবে।'

স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে এল লরা। বিছানায় উঠে অনেকক্ষণ একাই ব্যস্ত হয়ে থাকল সে। ভিটো যখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না, শুধু তখনই নিজেকে তার হাতে তুলে দিল সে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে দম নিল ভিটো। কাপড় না পরেই নিচতলায় নেমে গেছে লরা, কনিয়াক আর সিগারেট আনার জন্যে। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে আছে ভিটোর ঠোঁটে, স্ত্রীর কথা ভাবছে। প্রেম করার এই রীতি লরার একান্ত

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নিজের। সে-ই প্রথমে উদ্যোগী হয়, সে-ই গাইড করে, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নারী-সুলভ আচরণ বিসর্জন দেয় না, একটু দেরিতে হলেও ঠিকই আত্মসমর্পণ করে। মিলন পর্ব সমাধা হলে নিজেকে ভিটোর নির্জীব, নিঃশেষিত বলে মনে না হলেও দুর্বল লাগে তার। যেন একটা ভায়োলিন অতিরিক্ত বাজানো হয়েছে, ফলে ঢিল হয়ে গেছে তারগুলো।

এক হাতে বেলুন গ্লাসে কনিয়াক, আরেক হাতে সিগারেট নিয়ে ফিরে এল লরা। গ্লাসটা স্বামীর হাতে দিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো সিগারেটে আগুন ধরাল সে। নিরাবরণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভিটোর মনে হল, এখনও ও যেন সদ্য ফোটা একটা গোলাপ, কিন্তু সবগুলো কাঁটাসহ। লরার ঘামের গন্ধ ঢুকল তার নাকে। বাস্তবে ফিরে আসতে মনের ওপর জোর খাটাতে হল ভিটোকে।

'লুবনা...,' খানিক ইতস্তত করে সরাসরি প্রসঙ্গটা পাড়ল সে, 'ওকে আবার স্কুলে পাঠানো দরকার। গভর্নেস রাখলেও বাড়িতে বসে ওর লেখাপড়া হবে না। বারোয় পা দিয়েছে ও, তাই না, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে।'

বিছানায় উঠল লরা, স্বামীর হাতে একটা সিগারেট দিল। ভিটোকে অবাক করে দিয়ে বলল সে, 'শুধু বারোয় পা দেয়নি, দিনে দিনে আমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে আর বাড়িতে আটকে রাখা চলে না। কালই তো লোরান আর অলিভার সাথে কথা হচ্ছিল। জান, ওরা আঞ্জেলিকা আর কার্লটোকে জেনেভায় পাঠাচ্ছে। স্কুলটা নাকি খুব ভাল, লেখাপড়াও শেখানো হয় আমাদের ভাষায়। ইতালীর অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে ওখানে।'

বসে পড়ল ভিটো। 'কিন্তু লরা, এর কোন মানে হয় না। লোরান দেশের একজন নামকরা লইয়ার, আমার মত শিল্পপতিকে দু'দশবার কিনতে পারে সে। বিদেশী ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে তার। তাছাড়া, বছরে দু'একবার জেনেভায় এমনিতেও বেড়াতে যায় ওরা, ওদের ছেলেমেয়েরা ওখানে পড়তেই পারে। তাই বলে...'

শান্ত ভাবে সিগারেটে টান দিল লরা। তাকে বিচলিত হতে না দেখে আবার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল ভিটো। 'ভিটো,' বলল লরা। 'আমি কি ঠিক করেছি, বলি তোমাকে। রোমের অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে দেব আমরা। রোম আমার কাছে একঘেয়ে লাগে। ঠিক এই সময় ভাল দামও পাওয়া যাবে। ওই টাকা দিয়ে জেনেভায় একটা বাড়ি কিনব। মিলান থেকে প্লেনে মাত্র ত্রিশ মিনিটের পথ, কোনমতেই দূর বলতে পার না। মিলান থেকে গাড়িতে করে এখানে পৌঁছুতেও ওই আধ ঘন্টাই লাগে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিটো, কিন্তু লরা থামল না। 'তাছাড়া, শীতের সময়টা তুমি এত বেশি বাইরে বাইরে থাক যে আমারও এখানে সময় কাটতে চায় না। জেনেভায় আমার সময় কাটানো কোন সমস্যা হবে না। হপ্তা শেষে মিলান থেকে

যাবে তুমি, লুবনাকেও আনিয়ে নেব...'

'লরা,' ধৈর্য হারিয়ে বাধা দিল ভিটো, 'তোমাকে আমি বলেছি রোমের অ্যাপার্টমেন্ট মর্টগেজ রাখা হয়েছে। ওটা যদি বিক্রি করি, সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। আর ভুলে যাচ্ছ, রোমের চেয়ে জেনেভায় বাড়ির দাম অনেক বেশি, প্রায় ডাবল।'

ব্যাপারটা হজম করতে অল্পক্ষণ সময় নিল লরা। এক সময় শুয়ে পড়ল সে, গায়ে চাদর টানল। 'ঠিক আছে, ভেবেচিন্তে অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। আমার মেয়ের নিরাপত্তার দিকটা সবচেয়ে আগে দেখব আমি। ওকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। মত্তে ফ্যাকেন-এর ছেলের কি হল দেখলে তো! স্কুলের গেট থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেল।' তার গলা চড়ল, 'স্কুলের গেট থেকে, ভর দুপুরবেলা! মিলানের মত শহরে! আশ্চর্য, তুমি কি তোমার নিজের মেয়ের নিরাপত্তার দিকটাও চিন্তা করবে না!'

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল ভিটো। 'লরা, এসব নিয়ে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। মত্তে ফ্যাকেন মিলানের সবচেয়ে ধনী তিনজনের একজন। তোমার লুবনাকে কেউ কিডন্যাপ করতে যাচ্ছে না। এসব কাজ যারা করে তারা জানে কার আর্থিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে।' শেষদিকে তার সুরে তিক্ততা প্রকাশ পেল। সে জানে, ব্যবসায়ী মহলে তার আর্থিক দুরবস্থার কথা গোপন নেই।

তর্ক ছাড়ল না লরা। যারা কিডন্যাপ করে তারা অ্যামেচার নয়। কিডন্যাপিং বিশাল এক জটিল ব্যাপার, শুধু প্রফেশনালরাই জড়িত। ইনফরমেশন পাবার বহু উৎস আছে ওদের। দেউলিয়া হতে বসেছে এমন বাপের মেয়েকে কিডন্যাপ করে ওরা সময় আর এনার্জি নষ্ট করবে না।'

'তাহলে বল টারকোর মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হল কেন?'

বেছে বেছে ঠিক প্রশ্নটাই করেছে লরা। আট বছরের টারকো লোবিনিকে ছ'মাস আগে কিডন্যাপ করা হয়। টারকো পরিবার নির্মাণ ব্যবসায় আছে, কিন্তু তাদের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল। মেয়েটাকে দু'মাস আটক রাখা হয়, এই দু'মাসে কিডন্যাপাররা তাদের প্রথম দাবি এক বিলিয়ন লিরা থেকে নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত দু'শো মিলিয়ন লিরায় এসে ঠেকে। অনেক কষ্টে টাকাটা জোগাড় করে মেয়েকে উদ্ধার করে টারকো পরিবার। 'ওটা একটা আলাদা ব্যাপার ছিল,' বলল ভিটো। 'কিডন্যাপাররা ছিল ফ্রেঞ্চ, মার্সেলেস থেকে এসেছিল। টারকো পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না তারা। তাছাড়া, ওরা ঠিক প্রফেশনালও ছিল না। টাকা পাবার দু'হপ্তার মধ্যে ধরা পড়ে যায়।'

'হয়ত তাই,' বলল লরা। 'কিন্তু বাচ্চা মেয়েটার একটা আঙুল কেটে নিয়েছিল ওরা, সেই থেকে বেচারি একটা মেন্টাল কেস হয়ে গেছে। তুমি চাও লুবনার সেরকম কিছু একটা হোক?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এভাবে তর্ক করা কঠিন, ভিটোর রাগ বাড়তেই থাকল। স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। গায়ের চাদরটা গলা থেকে কোমরে নেমে এসেছে, চিত হয়ে শুয়ে থাকলেও লরার স্তনের আকৃতি বদলায়নি, গম্বুজের মত নিটোল আর নিভাজ। স্বামী তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে পাশ ফিরে শুলো সে।

বলল, 'মিলানের স্কুলে লুবনাকে আমি পাঠাতে পারি, কিন্তু তার আগে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি বলছ?' ভুরু কুঁচকে উঠল ভিটোর।

'বডিগার্ড।'

'কি?' দু'হাতে ধরে স্ত্রীকে নিজের দিকে ফেরাল ভিটো।

'বডিগার্ড।' লরার চেহারা থমথম করছে। 'এমন একজন লোক, যে লুবনার সাথে সারাক্ষণ থাকবে, বিপদ থেকে রক্ষা করবে ওকে।'

স্ত্রীকে ছেড়ে ধপাস করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ভিটো। আলোচনাটা সম্পূর্ণ ভুল পথে এগোচ্ছে। 'লরা, এটা কোন যুক্তির কথা হল না। একজন বডিগার্ডের বেতন কত জান তুমি? আর বডিগার্ড রাখা মানে লুবনার দিকে কিডন্যাপারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা...'

'তুমি কি শুধু খরচার দিকটাই দেখবে? আমার লুবনার নিরাপত্তার চেয়ে তোমার কাছে টাকাটাই বড় হল?'

ভিটো বুঝল, এভাবে হবে না। কিভাবে কি বললে লরা বুঝবে, ভাবছে। লরার আচরণে এমন কিছু একটা লুকিয়ে আছে যার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না সে। শান্ত ভাবে যুক্তির পথে লরাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল এবার। 'আমার টাকা নেই, এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। এবার তুমিই বল, বডিগার্ড রাখার মত একটা বাজে খরচ কোথেকে আমি যোগাব?'

স্বামীর দিকে সরাসরি তাকাল লরা। 'কি ভাষায় ছিরি! মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে কিছু টাকা খরচ হবে, সেটা তোমার কাছে বাজে খরচ হয়ে গেল? কেন, ক্যাপরোট্টা পরিবার তাদের মেয়ের জন্যে বডিগার্ড রাখেনি? মোজারেলা, মল্টিনি, পোলেত্তা—এরা? এমনকি পত্তেলোরাও তাদের ছেলের জন্যে বডিগার্ড রেখেছে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল ভিটো। লুবনার নিরাপত্তার নিকটাই বড় কথা নয়। ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বডিগার্ড আছে, কাজেই তার মেয়ের জন্যেও একটা রাখতে হবে, তা না হলে ভাঁট বজায় থাকে না। শুধু হতাশ হল ভিটো তা নয়, অসহায় বোধ করল সে। জানে, এই জেদ থেকে এক চুল নড়ানো যাবে না লরাকে।

ক্লান্তবোধ করল সে। বলল, 'এ নিয়ে পরে কথা বলব আমরা।'

'এ-ব্যাপারে লোরানের সাথে কথা বলতে পার,' বলল লরা।

'এ-সব ব্যাপার ভাল বোঝে সে, লোকে তার কাছে পরামর্শ-টরামর্শ চায়।'

চোখ মেলে দ্রুত ভাবতে চাইল ভিটো, 'বডিগার্ডের কথা লোরানকে বলেছ তুমি?'

'না। তবে কাল লাঞ্চে বসে অলিভা বলল, মোজারেলা বডিগার্ড রাখার জন্যে লোরানের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিল। সবাই জানে, সব ধরনের লোকের সাথে যোগাযোগ আছে লোরানের। ওর ফার্ম ছোট বড় কোন কাজই ফিরিয়ে দেয় না।'

ভিটো চুপ করে থাকল, চিন্তা করছে।

'কি, রাগ করলে?' স্বামীর গায়ের কাছে সরে এল লরা।

'না।'

'লোরানের সাথে তাহলে কথা বলবে?'

'ঠিক আছে।'

ভিটোর গলায় গাল ঘষল লরা। বিজয়ের আনন্দে আপন মনে হাসছে। জেনেতার কথা ভুলে চমকে দিয়েছিল ভিটোকে, ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর তাই দ্বিতীয় দাবিটা আদায় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নিজীব সুইসদের মাঝখানে বসবাস করার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

তিন

প্রেজো ফিসো বোর্ডিং হাউজ অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট।

ভোরের আলো মাত্র ফুটতে শুরু করেছে। প্রেজো ফিসোর মালিক, ভিটেলা রেমারিক, চোরের মত পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে নিজের অফিস ঘরের দিকে এগোল। ত্রিশ বছর বয়স, সুঠাম স্বাস্থ্য, মাথা ভর্তি কাঁকড়া চুল, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ভুরু কুঁচকে আছে, দৃষ্টিতে বিস্ময় মেশান উদ্বেগ। দূর থেকেই দেখা গেল, দরজা হাঁ-হাঁ করছে।

দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাল। ভেতরের অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার কিছুই দেখা গেল না। চারকোনা একটা কালো কাঠামো, ওটা নিশ্চয়ই ডেস্ক। লম্বা আরও একটা আকৃতি, ওটা আলমিরা। ডেস্কের সামনে কালো আরও একটা কি যেন রয়েছে—চেয়ার। ঘরের ভেতর থেকে ভারি নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ আসছে।

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকার পর ভিটেলা রেমারিক বুঝল, চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে কেউ একজন বসে আছে ওতে। আলো আরও একটু না ফুটলে লোকটাকে পরিষ্কার দেখা যাবে না। তারমানে এখানেই তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

পজিটানো-য় অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিল ভিটেলা রেমারিক। রাত বারোটায় এখান থেকে তাকে ফোন করে ফুরেলা জানায়, একজন আগন্তুক

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এসেছেন, নাম বলছেন ইমরুল হাসান, তার অনুমতি না নিয়েই মালিকের অফিস ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দখল করে বসে আছেন।

ইমরুল হাসান! স্মৃতির পাতা উল্টে এই নামের কাউকে চিনতে পারেনি ভিটেলা রেমারিক। খানিক চিন্তাভাবনা করার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে। আমি একটা বোকা, নিজেকে তিরস্কার করল সে। লোকটা অনুমতির ধার না ধেরে সোজা তার ঘরে ঢুকে পড়েছে, এ থেকেই কি তার পরিচয় বেরিয়ে আসে না?

এরপর অসুস্থ মাকে ঘুমো খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

দিনের আলো একটু একটু করে বাড়ছে, সেই সাথে পরিষ্কার হচ্ছে লোকটার চেহারা। উঁহুঁ, এ লোক মাসুদ রানা নয়। মুখ ভরা আধ ইঞ্চি লম্বা কালো দাড়ি, বাঁ চোখের নিচে আর কপালের ডান দিক ঘেঁষে দুটো কাটা দাগ, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল, মুখটা ভরাট, চোখের নিচে পৌটলা। ঘর থেকে ঘুর ঘুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

আজ পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে কি একটা মানুষ এত বদলাতে পারে? নাহ্, কোথায় সেই একহারা গড়ন, মেদহীন পেটা শরীর? চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে ওটা একটা পাঁড় মাতাল, কিন্তু ও জানে, মাসুদ রানা মদ স্পর্শ করে না। তাছাড়া, রানার চেয়ে এই লোকের বয়স অনেক বেশি—পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশও হতে পারে।

দিনের আলো পরিষ্কার হল। চেয়ারের পাশে হুইস্কির একটা খালি বোতলও এখন দেখতে পাচ্ছে ভিটেলা রেমারিক। একটা ভুল ভাঙলো তার, লোকটা ঘুমাচ্ছে না। চোখ জোড়া বড় বড়, ভারি পাতা, জানালা দিয়ে সাগর আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

এই চোখ জোড়াই ভুল ভেঙে দিল তার। মায়াভরা এই চোখ কি ভোলা যায়! বয়স আর চেহারা মেলে না, তার কারণটাও পরিষ্কার হল। রানা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।

বন্ধুকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল ভিটেলা রেমারিক। এক নিমেষে বহু কিছু বুঝে নিল সে। হতভম্ব ভাবটা দূর হল, তার জায়গায় দেখা দিল সতর্কতা। ঘরে ঢুকল না সে, শুধু দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

দিগন্তরেখায় তখন উঁকি দিচ্ছে নতুন সূর্য। সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আগেই টের পেয়েছে রানা, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। এবার সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসল ও, বলল, 'আমি হাসান। কেমন আছ, দোস্ত?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রেমারিক। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল সে। বন্ধুর সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'সে তাহলে লুকিয়ে পড়েছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ।'

দুই বন্ধু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখছে। প্রথমে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই হাসি। বন্ধু বিপদে পড়েছে, এটুকু বুঝতে পেরেছে রেমারিক, সেজন্যে শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে আছে তার। মুখে হাসি ফুটতে তাই একটু দেরি হল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। বুকে বুক ঠেকিয়ে দু'জন দু'জনকে যেন পিষছে। কোন কারণ নেই, আবার আরেক অর্থে কারণের কোন অভাব নেই, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল রেমারিকের। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে, 'কফি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিন্তু ছেড়ে দেয়ার আগে লম্বা করা হাত দুটো বন্ধুর কাঁধে রেখে খুঁটিয়ে তাকে দেখল আরেকবার। তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে।

বোর্ডিং, রেস্তোরাঁ আর অফিস, বিল্ডিংটা এই তিন ভাগে ভাগ করা। অফিসের পাশে রেমারিকের জন্যে একটা শোবার ঘর আর খুদে একটা কিচেনও আছে। সেই কিচেনে এসে ঢুকল রেমারিক, ভারি উদ্বিগ্ন। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই রানার, এ থেকে বোঝা যায় ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। তার বন্ধু নিজেকে সুস্থ আর সবল রাখার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করত, অথচ আজ সে মদ খায়, শরীরে মেদ জমেছে। রেমারিক জানে, ইচ্ছে বা দরকার না হলে নিজের বিপদের কথা প্রকাশ করবে না রানা। ওদের বন্ধুত্বটা এমনই, রানা না বললে সে-ও কিছু জানতে চাইবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অতীত রোমন্থন করল রেমারিক। রানার অনেক কিছুই জানে না সে, তার কাছে ও এক রহস্যময় চরিত্র। কিন্তু না জানা ব্যাপারগুলো তাকে কখনও বিরক্ত বা কৌতূহলী করে তোলে না। রানাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সাতজন্মের ভাগ্য, সেটা পেয়েই কৃতজ্ঞ সে। মনে পড়ল, শেষবার দু'জনের দেখা হয়েছিল জেসমিনের মৃত্যুর পর।

তারপর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। কি ঘটেছে এই পাঁচ বছরে?

সেবার দু'হপ্তা এখানে ছিল রানা, বরাবরের মত শান্ত আর চুপচাপ। কিন্তু রানার নিরুপদ্রব উপস্থিতি প্রয়োজনের সময় বরাবরের মতই শক্তি যুগিয়েছে তাকে, গিট দিয়েছে ছিঁড়ে যাওয়া সুতোয়।

পাহাড়ের পাশে, চূড়োর কাছাকাছি উঠে এসেছে সূর্য। অফিস ঘরে ফিরে এল রেমারিক। বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালা দিয়ে দেখা গেল, নেপলস চোখে উঠছে। বে-তে নোঙর ফেলেছে একটা যুদ্ধ জাহাজ, আরও সামনে বিশাল একটা লাইনারের পিছন দিকটা দেখা গেল। টেবিলে ট্রে রেখে অপেক্ষা করছে রেমারিক।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের পিছনের চেয়ারটায় বসল রানা। পট থেকে কফি ঢেলে দুধ চিনি মেশাল রেমারিক। চুপচাপ বসে কফির কাপে চুমুক

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দিল দু'জন। দু'জনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই, 'অসুবিধে করলাম?'

ম্লান একটু হাসল রেমারিক। 'না। তার সেই রহস্যময় অসুস্থতা।'

'দু'একমাস পর পর হাঁটুতে আর কোমরে ব্যথা, হেঁটে চার্চে যেতে পারে না বলে কান্নাকাটি।' হাসছে রানা।

'হ্যাঁ।'

'বাত,' বলল রানা। 'নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, জেনেভা থেকে নিয়ে এসেছি আমি। ফেলে চলে এলে কেন?'

'আজ সকালে মিলান থেকে রিসো আসছে,' বলল রেমারিক। 'বলছ বটে বাত, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। যখনই মনে হয় তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে, তখনই এই অসুস্থতা দেখা দেয়। আমার জন্যে তেমন সমস্যা নয়, মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। কিন্তু রিসোর বারোটা বেজে যায়।'

'কেমন আছে রিসো?'

'ভাল। গত বছর ওর কোম্পানি ওকে পার্টনার করে নিয়েছে। আরেকটা বাচ্চা হয়েছে ওর - ছেলে।'

আবার কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল ওরা। প্রশান্ত নিস্তব্ধতা, শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের প্রিয় দুই বন্ধুর উপস্থিতিতেই সম্ভব, যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে মুখ না খুললেও ওদের চলে। লাইনারটা যখন প্রায় দিগন্ত রেখায় পৌঁছে গেছে, আবার কথা বলল রেমারিক। 'তুমি ক্লান্ত। এসো, বিছানাটা দেখিয়ে দিই।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আর তুমি? তুমিও তো সারারাত ঘুমাওনি।'

'লাঞ্চের পর ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিলেই আমার চলবে। কিছুদিন থাকতে পারবে তো, নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার কোন প্ল্যান নেই, রেমারিক। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, চলে এলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'তাহলে তো ভালই। অনেকদিন পর এলে। কোন কাজের মধ্যে আছ?'

'ছ'মাস ধরে নেই। কর্সিকা থেকে সরাসরি আসছি আমি।'

দরজার দিকে হাঁটছিল ওরা, কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রেমারিক। 'ঢাকা থেকে নয়? সরাসরি দেশ থেকে আসছ না?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'না। কোন প্রশ্ন কোরো না। শুধু জেনো, বন্ধু-বান্ধব কারও সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই। মার্সেলেসে এসে তোমার কথা মনে পড়ল, ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম।'

রেমারিকের চোখে ঝিক করে উঠল কৌতুক। 'ঝোঁকের মাথায়? তুমি?' হাসতে লাগল সে।

রানার মুখেও ক্লান্ত হাসি দেখা গেল। 'রাতে কথা হবে। তোমার সেই বিছানাটা কোথায়?'

কিচেন টেবিলে বসে আছে রেমারিক, বাজার থেকে ফিরে আসবে ফুরেলা, তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বোর্ডিং সেকশনে ছয়টা কামরা, সারা বছর একটাও খালি থাকে না। রেস্তোরাঁটা এই এলাকায় বেশ নাম করেছে, লাঞ্চ আর ডিনারের জন্যে প্রচুর লোক আসে। চালু করেছিল জেসমিন। সাধারণ খাবার, কিন্তু চমৎকার রান্নার জন্যে তখনই সুনাম হয়ে যায়। রান্নার মানটা আজও বজায় আছে, তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে রান্নার সময় রেমারিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে। একবার যদি কেউ প্রেক্সো কিসোতে খায়, দ্বিতীয়বার তার ফিরে না এসে উপায় নেই।

একা বসে বন্ধুর কথা ভাবছে রেমারিক। কিছু একটা ঘটেছে ওর। রহস্যময় একটা চরিত্র, ওকে বুঝতে পারা কোনদিনই সহজ ছিল না, কিন্তু তবু অন্যের চেয়ে সে ওকে ভালভাবে চেনে। যাই ঘটুক, এর সাথে মেয়েমানুষ জড়িত বলে তার মনে হল না। রানাকে কোনদিন মেয়েদের পিছনে ছুটতে দেখেনি সে, বরং মেয়েরাই ওর পিছনে ছোটে। মেয়েদের ব্যাপারে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়াও ওর স্বভাব নয়। এমন অনেক মেয়ে দেখেছে রেমারিক, যারা রানা বলতে অজ্ঞান ছিল, কিন্তু সময় থাকতে তারা বুঝতে পারে, এ লোককে বাঁধনে জড়ানো সম্ভব নয়।

একটা মেয়ের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে রেমারিকের। এক লেডি ডাক্তার। 'ব্যাপারটা অনেকটা যেন ভুল চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা,' মেয়েটা একদিন বলেছিল রেমারিককে। 'তালায় ঢোকে, কিন্তু ঘোরে না।'

কথাটা শোনার পর জবাবে রানা শুধু বলেছিল, 'দোষটা তালার, সন্দেহ নেই।'

রেমারিকের নিজের কামরায় এখন ঘুমাচ্ছে রানা। খানিক আগে ওকে দেখে এসেছে রেমারিক। পাশ ফিরে শুয়েছিল রানা, গায়ের চাদরটা কোমরের কাছে জড় করা। চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। রানার গায়ে সত্যি বেশ মেদ জমেছে, শরীরে অনেকগুলো কাটা-কুটির দাগ। বেশিরভাগই পুরানো, রেমারিকের পরিচিত, দু'চারটে নতুন। তিন মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল রেমারিক, তার মধ্যে বেশ কয়েকবার পাশ ফিরেছে রানা। ওর মনে শান্তি নেই, বুঝতে পেরেছে রেমারিক, ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতায় ভুগছে।

বন্ধু বিপদে পড়েছে, সেটাই রেমারিকের উদ্বেগের কারণ। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দিয়েছে ও। তারমানে কোন সাহায্য চায় না। না চাইলেও, কিভাবে সাহায্য করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে সে। বাধা পড়ল ফুরেলা ফিরে আসায়, তার দুই বগলের নিচে দুটো বাস্কেট। মালিককে দেখে অবাক হয়ে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

গেল সে। এই সময় মেইন কিচেন রুমে থাকার কথা রেমারিকের।

'আপনি এখানে?' টেবিলের ওপর বাস্কেট দুটো নামিয়ে রেখে জানতে চাইল ফুরেলা।

'অনেক দিনের পুরানো বন্ধু,' বলল রেমারিক। 'প্রথম দিন ওকে আমি নিজে রান্না করে খাওয়াব।' উঠে দাঁড়িয়ে বাস্কেটের ভেতর উঁকি দিল সে।

মালিককে দেখাবার জন্যে বাস্কেট থেকে ফল-পাকড়, তরিতরকারি, মাছ-মাংস ইত্যাদি নামাতে শুরু করল ফুরেলা। 'অসুস্থ মাকে ফেলে চলে এলেন। কি রকম বন্ধু?'

'সে তুমি বুঝবে না,' মুচকি হাসল রেমারিক। 'ও এখন আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে।'

ফুরেলাকে কৌতূহলে পেয়ে বসল।

আজ চার বছর রেমারিকের কাছে আছে ছেলেটা। রেমারিকের গাড়ি থেকে ভিউ মিরর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় সে। রেমারিক তাকে প্রথমে বেদম মারধর করে, তারপর একশো একটা প্রশ্নের জবাব চেয়ে বসে। সে নিরাশ্রয় আর এতিম জানার পর রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসে বোর্ডিংয়ে জায়গা দেয়, খেতে দেয় পেট ভরে। বিনিময়ে তাকে কোন কাজ করতে দেয়নি সে। কিন্তু দু'দিন পর ফুরেলা নিজেই ছোটখাট কাজে রেমারিককে সাহায্য করার আগ্রহ দেখায়। সেই থেকে রয়ে গেছে ছেলেটা।

তখনও ফুরেলা জানত না, আজও জানে না, সেই প্রথম দিন ফুরেলার মধ্যে নিজের ছেলেবেলা দেখতে পেয়েছিল রেমারিক।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফুরেলার সাথে একই আচরণ করে আসছে রেমারিক—রূঢ়, কর্কশ, কোন রকম স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আর ফুরেলাও তার স্বভাব বজায় রেখেছে—উদ্ধত, ঘাড়-ত্যাড়া, মালিকের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। দু'জনেই জানে স্নেহ আর শ্রদ্ধার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কখনোই সে-সবের প্রকাশ ঘটে না। আশ্চর্য একটা সম্পর্ক, ইটালিয়ানদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। সময়ের সাথে সাথে রেমারিকের ডান হাত হয়ে উঠেছে ছেলেটা, সততা আর বিশ্বস্ততার অনেক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উতরে গেছে।

রেমারিকের কাছে এতদিন থেকেও তার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না ফুরেলা। বিশেষ কোন উপলক্ষে রেমারিকের মা প্রেজো ফিনোত্তো আসে বটে, কিন্তু বুড়ি নিজের ছোট ছেলে রিনো, বড় ছেলের নিহত বউ জেসমিনের গল্প করেই থেমে যায়। বড় ছেলে রেমারিকের অতীত সম্পর্কে ভুলেও একটা শব্দ উচ্চারণ করে না। ফুরেলা জানে, রেমারিক অনর্গল আরবী বলতে পারে, আফ্রিকান দু'একটা ভাষাও তার জানা আছে, আর ফ্রেঞ্চ তো জানেই। বোঝা যায়, অনেক ঘাটের পানি খাওয়া লোক। প্রশ্ন করে জেনে নেবে, সে সাহস তার হয়নি কখনও। সম্পর্কটা

সেরকম নয়।

সেজন্যেই নতুন লোকের আগমন তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। মাঝরাতের ঠিক আগের মুহূর্তে যখন কলিংবেল বাজল, সে ধরে নিয়েছিল রেমারিক তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। দরজা খোলার পর অচেনা লোকটাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

'রেমারিক আছে?' লোকটা জানতে চায়। কথায় নিয়াপলিটান টান পরিষ্কার।

কথা না বলে ফুরেলা শুধু মাথা নাড়ে।

'কখন ফিরবে সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফুরেলা। লক্ষ করল, তার সহযোগিতা না পেয়ে লোকটা অবাক হয়নি।

'আমি অপেক্ষা করব,' বলে ফুরেলাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আগন্তুক, রিসেপশনে ঢুকে বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে সোজা উঠে যায় দোতলায়। পিছু পিছু ওপরে উঠে এসে ফুরেলা দেখে অফিস কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে লোকটা, চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে। রাগ হয় ফুরেলার, ব্যাখ্যা দাবি করার ইচ্ছে জাগে, কিন্তু লোকটাকে তখন আর তার ভয় করছে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শহরের আলো দেখছিল লোকটা, এই জগতেই যেন নেই। কেন যেন ফুরেলার রাগ পানি হয়ে গেল। মৃদু সুরে সে জানতে চাইল, তার কিছু লাগবে কিনা।

'যদি থাকে,' বলল লোকটা। 'এক বোতল স্কচ।'

একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে এল ফুরেলা। আরও খানিক চিন্তা-ভাবনা করে আগন্তুকের নাম জানতে চাইল সে।

'ইমরুল হাসান,' বলল লোকটা। 'তুমি?'

'ফুরেলা কালমাট। মালিকের আমি ডান হাত।'

বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিল লোকটা। তারপর কটমট করে তাকাল ফুরেলার দিকে। 'যাও, শুয়ে পড়। আমি কিছু চুরি করব না।'

লাঞ্চ তৈরি করছিল ওরা, এই সময় ছেলেটাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ কথাটা বলল রেমারিক, 'ও বাংলাদেশী।'

'কে?'

একটা হাত তুলে সিলিঙের দিকে আঙুল তাক করল রেমারিক। 'আমার বন্ধু। হাসান।'

'কিন্তু উনি তো খাঁটি ইটালিয়ান বলেন।'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'আমি শিখিয়েছি।'

ফুরেলার বিস্ময় বাড়তেই লাগল। মালিকের এই নরম সুর তার কাছে সম্পূর্ণ

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

অপরিচিত। যে লোক ধমক আর হুমকি ছাড়া কথা বলে না, আজ সে তাকে গল্প শোনাতে বসেছে। কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল ফুরেলা, কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করেনি সে।

'আমরা দু'জন যুদ্ধে ছিলাম,' আবার বলল রেমারিক। 'বিয়ে করার পর যুদ্ধ ছেড়ে দিলাম আমি। সে আজ আট বছর আগের কথা।'

'যুদ্ধে ছিলেন?' বড় বড় হয়ে উঠল ফুরেলার চোখ। 'কোথায়?'

হাসছে রেমারিক। 'সেবাস্তনে যুদ্ধ করেছি আমরা, মুসলিম ফিলিস্তিনীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যুদ্ধ করেছি জিম্বাবুই-তে।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল ফুরেলা। 'কি বলছেন? ফিলিস্তিনীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন? আপনি? একজন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান? তারপর আবার সিখ সরকারের বিরুদ্ধে রোডেশিয়ায়? কালোদের পক্ষে?'

'কালো কি গোরা, মুসলিম কি খ্রিস্টান সে সব আমি বিচার করিনি,' বলল রেমারিক। 'আমি বিচার করেছিলাম ন্যায় কি অন্যায়। ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে নাম লেখাই আমি। ভাড়াটে যোদ্ধারা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, যারা টাকা দেয় তাদের পক্ষেই যুদ্ধ করে। কিন্তু আমার বন্ধু আমার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধটা জাগিয়ে দেয়। তারপর থেকে আমি আর অন্যায়ের পথে যেতে পারিনি।' একটু থামল রেমারিক। তারপর চুপ হয়ে গেল।

অনেক কথা ভিড় করছে আজ তার মনে।

মারা গেছে বাবা। পনেরো বছরের সুন্দরী বোন, লম্পট সমাজপতিরা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছয় বছরের ছোট ভাই, খিদের জ্বালায় সারা দিন ঘ্যান ঘ্যান করে বেড়ায়। কঙ্কালসার মা, অদৃষ্টে বিশ্বাসী, পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় চার্চে, যেন প্রার্থনা করলেই আকাশ থেকে রুটি পড়বে।

বোনটা একদিন পালিয়ে গেল। আর কোনদিন ফেরেনি সে। বহু বছর পর একদিন তার সাথে দেখা হয়েছিল রেমারিকের। কিন্তু দেখা না হলেই ভাল হত।

বোন পালাবার দু'দিন পর পেটে তিন দিনের খিদে নিয়ে এগারো বছরের রেমারিকও বাড়ি ছাড়ল। পঞ্চাশ কিলোমিটার হেঁটে নেপলসে চলে এল সে। জানে, নেপলস শহরে ধনী লোকজন আছে, আর তাদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার জন্যে আছে গুণ্ডা-বদমাশ, তারও একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

বুদ্ধি ছিল রেমারিকের। হাত পাতার সময় চোখে মরিচের গুঁড়ো ঘষে সাগর বইয়ে দিত, দুরন্ত-দুর্দশায় ভরা এমন সব গল্প ফাঁদতো মহাকাব্যকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। শুধু ভিক্ষা পাওয়া যেত না,' আর ভিক্ষা না পেলে চুরি করত রেমারিক।

দেখা গেল চুরি বিদ্যায় হাত আর মাথা আরও বেশি খোলে রেমারিকের। তার

মত কয়েক শো ছেলের মধ্যে থেকে ছয়জনকে শিষ্য বানিয়ে একটা পোড়োবাড়িতে আস্তানা গাড়ল সে। নিজে থেকে সে যা শিখেছে, শিষ্যদের। সেগুলো যত্নের সাথে শেখাল। মদের বোতল খালি হলে ধনীর দুলালরা উলার হয়ে পড়ে, ভিক্ষা চাওয়ার সেটাই উপযুক্ত সময়। আর ওরা যখন মেজেমানুষের কাছে যায়, বিছানা যখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে থাকে, সেটাই চুরি করার আদর্শ সময়। শহরের প্রতিটি গলি উপগলি, বাঁক আর চৌরাস্তা মুখস্থ করে নিল রেমারিক। এভাবে সে টিকে গেল। সাগর ছেঁষা রাস্তা ধরে প্রতি হপ্তায় পজিটানোয় যায় সে, পকেটে থাকে টাকা, হাতে চকলেট আর মাংসের টিন। খিদে আর খিদের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান করে না। মা অবশ্য আরও ঘন ঘন চার্চে যাওয়া শুরু করেছে। তার ধারণা তার প্রার্থনায় সাড়া দেবে ওপরওয়ালা মুখ তুলে চেয়েছেন।

যেখানে ক্ষুধা আর অভাব সর্বগ্রাসী, নৈতিকতা সেখানে পরাজিত সৈনিক। যে সমাজ জীবনের মৌল চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না তার আইনকে মানুষ তুড়ো আঙুল দেখাবেই। পজিটানোয় বসবাস করার জন্যে আর কখনও ফিরে যায়নি রেমারিক। নেপলস তার তীর্থস্থান হয়ে উঠল, এখানেই রয়েছে তার ভবিষ্যৎ আর ভবিষ্যৎ। প্রথমে সে শুধু টিকে থাকার ধান্ধা করে বেড়াল। তারপর তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল বুদ্ধি। পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে রেমারিক দেখল, সমবয়েসী বারোজন শিষ্য রয়েছে তার, সবাই এক একটা পাকা চোর।

দিন বেশ ভালই কাটছিল, কিন্তু তবু মনে শান্তি ছিল না। তার একটা প্রতিজ্ঞা, পালিয়ে যাওয়া বোনকে সে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায় সে? মিলানে সে নেই, তাকে খুঁজে বের করতে শহরের প্রতিটি ইট শুধু খুলতে বাকি রেখেছে সে।

পচন মাথা থেকেই ধরে। তখনকার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে দুর্নীতি, অন্যায় আর জুলুমের আশ্রয় নিল। ভাল মানুষদের ধরে ধরে জেলে ভরা হল, আর বের করে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল চোর-গুণ্ডা-বদমাশদের। সুসংগঠিত অপরাধী চক্র থাকা দরকার, তারা সাহায্য করবে সরকারকে। প্রায় রাতারাতি গোটা সমাজ চলে গেল অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে।

পেটে খিদে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত বেশ্যারা, তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে জমজমাট ব্যবসা শুরু হল। অনেক বছর পর আবার পুরোদমে মাঠে নামল সংঘবদ্ধ মাফিয়া। ছোট বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব পেল, চুটিয়ে ব্যবসা করে যাও, আমরা প্রোটেকশন দেব, বিনিময়ে হপ্তায় হপ্তায় লাভের খবরা দিতে হবে। যারা রাজি হল তালিকায় নাম উঠল তাদের, আর যারা রাজি হল না তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই নতুন ছকের সাথে খাপে খাপে মিলে গেল রেমারিক। সে আর তার

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কিশোর দল গোটা কাঠামোর একটা অংশ হয়ে উঠল। আঞ্চলিক নেতারা তাকে চিনতে পারল, সম্ভাবনাময় একজন তরুণ হিসেবে গুরুত্ব পেল সে। ডকের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হল তাকে, খুদে দোকানদার আর ব্যবসায়ীদের বোঝাতে হবে প্রোটেকশন না পেলে কেউ তারা বাঁচবে না। ডকের পিছনে ভাল কাজ দেখাল সে, পুরস্কার হিসেবে এবার গোটা ডকের দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। সে আর তার দল শুধু চুরি নয়, আক্ষরিক অর্থেই লুটপাট শুরু করে দিল। বিদেশ থেকে যত কার্গো আসে, বাক্স খুলে অর্ধেক বের করে নেয় তারা। নিজের লাভের অংশ জমিয়ে একটা বাড়ি কিনল রেমারিক, সেটাই আজ প্রেজো ফিসো।

বাড়িটা মায়ের নামে কিনল রেমারিক, কারণ তখনও সে নাবালক।

এভাবে কেটে গেল আরও দুটো বছর। সতেরোয় পা দিল রেমারিক। ওপরমহল তার ওপর ভারি খুশি, নতুন আরও একটা সুযোগ এল তার হাতে। এবার মেয়েদের নিয়ে কারবার করতে হবে রেমারিককে। ডক এলাকায় মেয়েদের চাহিদা আছে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে ভাল কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেই। ডকের কাছাকাছি গোটা একটা পাড়া খালি করতে হবে, বাইরে থেকে মেয়ে আমদানী করে ভরতে হবে ওই পাড়া। মনে মনে হিসেব করে খুশি হল রেমারিক, তিনগুণ বেড়ে যাবে তার রোজগার।

শুরু হল কাজ। শ'খানেক বাড়ি নিয়ে একটা পাড়া, খালি করা কম ঝামেলার কাজ নয়। কাজটা করতে গিয়ে উভয়পক্ষের কিছু লোক মারা গেল। তবে কাজটা দু'মাসের মধ্যেই শেষ করতে পারল রেমারিক। এবার মেয়ে জোগাড়ের পালা। দালালদের ডেকে সে জানিয়ে দিল, সুন্দরী মেয়ে চাই তার। ডক এলাকার লোকেরা মালদার মক্কেল, ভাল জিনিস দিয়ে ভাল পয়সা খসাতে চায় সে। দালালরা ব্যাপারটা বুঝল। মেয়ে না এনে তাদের ফটো তুলে নিয়ে এল তারা। রেমারিক নিজে বাছাই করুক, পরে যেন তাদের ঘাড়ে দোষ না চাপে।

মেয়েদের কয়েকশো ফটো দেখল সে, পছন্দও হল অনেককে। কিন্তু হঠাৎ একটা ফটো দেখে মাথা ঘুরে গেল তার।

ফটোটা হাতে নিয়ে আধ ঘন্টা বসে থাকল রেমারিক, এক চুল নড়ার শক্তি পেল না। ফটোর পিছনে মেয়েটার নাম লেখা রয়েছে, এমিলিয়া। ঠিকানাও আছে। তারমানে, ভাবল রেমারিক, বেলাডোনা নাম বদলেছে। তার মন ঠিকই গিয়েছিল, বরাবর কাছেপিঠেই ছিল সে। কিন্তু আশ্চর্য, তার চোখে একদিনও পড়ল না!

মনে মনে হিসেব করল রেমারিক। বেলাডোনার বয়স এখন একুশ বছর। কিন্তু ফটোতে দেখে মনে হয় ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। সেই ভরাট মুখে হাড় গজিয়েছে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট এখন বিবর্ণ। পটলচেরা চোখ এখন আধবোজা, ঢুলুঢুলু। ফটোটা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে টেবিলে মাথা ঠুকতে লাগল রেমারিক। চোখ-মুখ বিকৃত করে অনেকক্ষণ ধরে ফোঁপাল।

পজিটানোয়, মার কাছে যাচ্ছে রেমারিক। অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এল সে, এ-কথা কি করে বলবে মাকে? নিজের আস্তানায় নয়, ফটোর পিছনে লেখা ঠিকানা ধরে নেপলসের সবচেয়ে বড় বেশ্যাপাড়ায় চলে এল সে। নম্বর মিলিয়ে ছোট্ট একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। চোখ দুটো টকটকে লাল, উসকোখুসকো চুল, হাত-পা কাঁপছে।

মাত্র সন্ধে, এরই মধ্যে খদ্দেরদের ভিড় জমে উঠেছে গলির ভেতর। দু'বার হাত উঠিয়েও নামিয়ে নিল রেমারিক, নক করতে পারল না। এই এলাকায় কেউ তাকে চেনে না, এভাবে আরও কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে উপদ্রব ভেবে দালালরা ঘাড় ধরে পাড়া থেকে বের করে দিতে চাইবে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় নক করতে পারল রেমারিক। আওয়াজ হল, কিন্তু এত আস্তে যে ভেতরে কেউ থাকলে শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

খানিক পর দরজা খুলে গেল। টলতে টলতে বেরিয়ে এল প্রৌঢ় এক লোক। রেমারিককে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল সে, সস্তা মদের গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

'কে গো, নতুন মনে হচ্ছে?' ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজটা এল। সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আগের চেয়ে ভোঁতা আর সুরটা অশ্লীল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দর দর করে ঘামতে লাগল রেমারিক।

টলতে টলতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা। আলুথালু বেশ, এলোমেলো চুল, ঠোঁট জোড়া ফুলে আছে, চোখে নগ্ন আহ্বান। এ কে? একে তো রেমারিক চেনে না। ইচ্ছে হল দৌড়ে পালায়। কিন্তু নড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

'বেলাডোনা!' বিড়বিড় করে বলল রেমারিক।

সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল বেলাডোনা। 'কে?' দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে দরজার কবাট আঁকড়ে ধরল সে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে রাজ্যের অবিশ্বাস।

ছায়া থেকে আলোয় সরে এল রেমারিক। আরেকবার শিউরে উঠল বেলাডোনা।

ভাই-বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাইয়ের চোখে কান্না, বোনের চোখে আতঙ্ক।

'চল বাড়ি যাবে,' অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পারল রেমারিক।

বেলাডোনার চোখে পলক নেই, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল সে।

ইতিমধ্যে ওদের দিকে চোখ পড়েছে লোকের। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছে কেউ কেউ।

'ভেতরে আয়,' অস্ফুটে বলল বেলাডোনা।

মাথা নাড়ল রেমারিক, ভেতরে যাবে না সে। কিন্তু তারপরই কি মনে করে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এগোল। ঘরের মাঝখানে থেমে ঘুরল সে। দরজা বন্ধ করে রেমারিকের দিকে ফিরল বেলাডোনা।

'বসবি না? কেমন আছিস তোরা? মা···মা কেমন আছে? বিসো?'

'গেলেই দেখতে পাবে,' বিড়বিড় করে বলল রেমারিক। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে, দেয়ালের দিকে তাকাল। নগ্ন, অর্ধনগ্ন মেয়েলোকের ছবি সাঁটা দেয়াল। চোখ নামিয়ে নিল সে।

'তা হয় না,' ছোট্ট করে বলল বেলাডোনা।

চমকে উঠে মুখ তুলল রেমারিক। 'মানে?'

'আমার আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।' বিস্ময় আর আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে বেলাডোনা। তার চেহারায় একটা পাথুরে ভাব লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেল রেমারিক।

'কেন?'

'সে তুই বুঝবি না,' বলল বেলাডোনা। 'ওরা কেমন আছে বলবি না?'

'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি,' জেদের সুরে বলল রেমারিক। লক্ষ্য করল, দরজার পাশের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেলাডোনা, দেয়াল থেকে হাতটা একবারও নামায়নি।

'পাগলামি করিসনে,' শান্ত ভাবে বলল বেলাডোনা। এগিয়ে এল সে, একটু খোঁড়াচ্ছে। চেয়ারের পিঠ, খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে কয়েক পা হাঁটল, তারপর বসল বিছানায়। তার পা দুটোর দিকে চোখ পড়ল রেমারিকের। জুতো পরে আছে বেলাডোনা।

'পাগলামি বলছ কেন? ফিরে যেতে অসুবিধে কি?'

রেমারিকের দিকে তাকিয়ে থাকল বেলাডোনা। কোন জবাব দিল না। হঠাৎ একটা হাত ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আয়, কাছে বস।'

নড়ল না রেমারিক। 'তোমাকে এখুনি আমার সাথে যেতে হবে।'

'আয় না, বস,' আবার কাছে ডাকল বেলাডোনা।

'তুমি যাবে কিনা বল।'

'মা কেমন আছে রে?'

'ভাল। তুমি না গেলে আমি এখান থেকে যাব না।'

'বিসো?'

'পড়াশোনা করছে,' বলল রেমারিক। 'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? কত খুঁজেছি তোমাকে···'

'জানি।' বেলাডোনার ঠোঁটে ম্লান হাসি।

'জানো?' হতভম্ব হয়ে গেল রেমারিক।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, তোকে দেখতে পেলেই গা ঢাকা দিতাম। মেয়েদের কাছে শুনতাম, বেলাডোনা নামে একটা মেয়েকে খুঁজছিস তুই।'

'কেন?' গলা বুজে এল রেমারিকের। 'কেন?'

'কেন সে তোকে বোঝানো যাবে না,' বলল বেলাডোনা। 'আমাকে পালিয়েই বেড়াতে হবে, রেমারিক। যদি না বসিস, চলে যা, ভাই। আর কখনও এদিকে আসবি না।'

'না।'

হাসতে লাগল বেলাডোনা। 'তুই সেই আগের মতই জেদি আছিস, নারে?'

'তুমি না গেলে আমি জোর করে তোমাকে নিয়ে যাব।'

রেমারিকের দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল বেলাডোনা। 'তোরা আমাকে ভুলতে পারিসনি, নারে?'

কি বলবে রেমারিক! তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়তে লাগল। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত সুরে বলল সে, 'তোমার মালিক কে? তাকে ডাক। অতিপুরুষ দিয়ে তোমাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'আমি যেতে চাই না, রেমারিক।'

'কেন?' চিৎকার করে জানতে চাইল রেমারিক।

'কেন?' পায়ের জুতো খুলে ফেলল বেলাডোনা। 'দেখ।'

ঘা। বেলাডোনার দুই পায়ের তিনটে করে ছ'টা আঙুল নেই। ডান পায়ের পাতাও ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। কুষ্ঠ, চিনতে পারল রেমারিক। এই রোগ আগেও দেখেছে সে।

চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল রেমারিকের। 'আমরা তোমার চিকিৎসা করাব।'

'এ যেন সারে,' বলে আবার জুতো পরল বেলাডোনা। 'এবার তুই যা, রেমারিক।'

নড়ল না রেমারিক। 'কবে থেকে?'

'তিন বছর পেরিয়ে গেছে।'

'ওষুধ?'

'কি লাভ!' ঠোঁট উল্টাল বেলাডোনা। 'সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে, কোথায় ওষুধ দেব?'

অনেকক্ষণ আর কেউ কথা বলল না। 'ঠিক আছে, আমি আবার কাল আসব,' নিস্তব্ধতা ভেঙে এক সময় বলল রেমারিক। 'তুমি আমার কাছে থাকবে। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব, তুমি আর আমি থাকব সেখানে। কারও সাথে তোমার দেখা হবে না, কেউ কিছু জানবে না। এতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'এ হয় না, রেমারিক।'

'কেন হয় না? এই রোগ হয়েছে জানলে লোকে তোমাকে ঘৃণা করবে, এই তো তোমার ভয়? কেউ জানবে না। কারও সাথে তোমার দেখাই হবে না।'

চুপ করে থাকল বেলাডোনা।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দরজার দিকে এগোল রেমারিক। দরজার কাছে এসে কি মনে করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বেলাডোনা, যেন তাকে ছুঁতে চেয়েছিল। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে শুরু করতেই হাতটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়েছে।

ধীরে ধীরে ঘুরল রেমারিক। ভাইয়ের চোখে ধরা পড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে নিয়েছে বেলাডোনা, ছুটে গিয়ে বোনের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল রেমারিক। বেলাডোনার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে ডুকরে উঠল। তার মাথায় একটা হাত রাখল বেলাডোনা, হাতের উল্টো পিঠে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের পানি পড়ছে।

পরদিন বেলাডোনাকে নার্স, তার লাশ নিয়ে এসে খবর দিল রেমারিক। রাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

তিন দিন কাজে বেরুলো না রেমারিক। মা আর ভাইকে বেলাডোনার কথা কিছুই জানায়নি সে, ঠিক করল কোনদিন জানাবেও না। আরও দুটো সিদ্ধান্ত নিল রেমারিক। এক, নারী-ব্যবসার সাথে নিজেকে সে জড়াবে না, ডক এলাকায় কোন বেশ্যাপাড়াও তৈরি হতে দেবে না। দুই, কুষ্ঠ রোগীদের জন্যে একটা আশ্রম তৈরি করতে হবে তার।

স্বদ্ধ-বাড়ি থেকে যাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে ফিরে আসতে বলল রেমারিক। খবর পেয়ে মাফিয়া নেতা ব্যাখ্যা দাবি করে প্রতিনিধি পাঠাল। তার সাথে দেখাই করল না রেমারিক, লোক মারফত জানিয়ে দিল, ডক এলাকায় বেশ্যাপাড়া হবে না। হৈ চৈ পড়ে গেল আন্ডারওয়ার্ল্ডে। কার এত সাহস নেতার আদেশ অমান্য করে? কে এই রেমারিক?

ঠিক এই সময় মাফিয়া নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রেমারিকের ওপরওয়ালাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে কেউ কেউ, দেমাকে অনেকেরই মাটিতে পা পড়ে না। কে কত শক্তিশালী এটা প্রমাণ করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। গোটা দেশ জুড়ে মাফিয়াদের একটা কাঠামো থাকলেও দুই যুগ আগের মত শক্ত আর নিরেট হয়নি তখনও। দক্ষিণের প্রবীণ নেতারা তখনও সবখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরে আর রোমে তারা সফল হলেও, নেপলসে তারা সুবিধে করতে পারছিল না। ইটালীর অবাধ্য শহর বলা হয় নেপলসকে, এখানের ক্রিমিন্যালরাও আর সবার চেয়ে এক কাঠি বাড়া। প্রবীণ মাতব্বররা সবশেষে নজর দিল নেপলসের দিকে।

ক্ষমতার ভাগ নিয়ে দুটো দলের লড়াই শুরু হল নেপলসে। যে-কোন একটা পক্ষ নিতে হবে রেমারিককে, এই পক্ষ নিতে গিয়েই জীবনের প্রথম ভুলটা করে বসল সে। গিডি নোচি নামে এক লোকের পক্ষ নিল সে। ডন নোচি নারী-ব্যবসা পছন্দ করে না, বেশ্যাদের প্রতি চিরকাল সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছে সে, তার এই

গুণের জন্যেই রেমারিক তার সাথে হাত মেলাল। কিন্তু নোচি বুড়ো, প্রায় অথর্ব, বহু বছর জেল খেটে আত্মবিশ্বাস কমে গেছে তার। ফলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলেও রেমারিক আর তার দলের অপূরণীয় ক্ষতি হতে লাগল। নিচুস্তরের কর্মী বলে রেমারিকের দলকেই সামনে থেকে লড়তে হল। মাস কাটল না, দলের অর্ধেক সদস্য হয় খুন হল নাহয় দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। শটগানের গুলি খেয়ে আহত হল রেমারিক, হাসপাতালে শুয়ে কাতরাতে লাগল ব্যথায়।

ওদিকে, তার আশা-ভরসা আর উদ্ধারকর্তা গিডি নোচি, ক্লান্ত এবং অসতর্ক, ফ্রেটো মিসটো খেতে বসে এক রেস্তোরাঁয় খুন হয়ে গেল। শোনা কথা, পুলিস নাকি তার মুখ থেকে আস্ত মাছ বের করে। আততায়ীকে দেখতেই পায়নি নোচি, শটগানের গুলিতে তার গোটা বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে ঘুম ভাঙে পুলিসের। মাপট নেখাবার জন্যে রাস্তায় নেমে আসে তারা। খবরের কাগজগুলো আর রাজনীতিজ্ঞরা এদলের বিহিত দাবি করে বসে। শেষ পর্যন্ত বিজয়ীদের মধ্যে একটা শান্তি আলোচনার ব্যবস্থা হল। মাফিয়াদের তরফ থেকে উদ্যোগী হল ডন আন্তুনি বেরলিংগার, সরকারের পক্ষে আলোচনায় বসল পাবলিক প্রসিকিউটর। প্রমাণ আর সাক্ষী জোগাড় হল, নিচুস্তরের কিছু লোকজনকে ধরে হাজতে ভরল পুলিস। ভিটেলা রেমারিকও থাকল তাদের মধ্যে। বিচারে দু'বছরের জেল হয়ে গেল তার।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর দু'মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকল রেমারিক। আর আমি জেলে যাব না, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল সে। ঠিক করল, মাস্তানি ছেড়ে দিয়ে দেখবে সৎভাবে বেঁচে থাকা যায় কিনা। মার নামে কেনা বাড়িটা খালি পড়ে ছিল, ঠিক করল ওটাকে বোর্ডিং হাউস বানাবে।

গত দু'বছরে শহরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে আন্তুনি বেরলিংগার। তার দলে কুখ্যাত সব মস্তানরা ভিড়েছে, পুলিস আর স্থানীয় সরকারের প্রভাবশালী অফিসাররাও এখন তার পকেটে। রেমারিক বুঝল, তাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হলে বেরলিংগারের অনুমতি লাগবে। নেপলসে আত্মপ্রকাশ করল সে, বেরলিংগারের সাথে দেখা করার চেষ্টায় থাকল।

বেরলিংগার তখনও যুবক, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। আধুনিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অল্প যে-ক'জন নেতা উঠে এসেছিল, সে তাদেরই একজন। রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতায় এল বটে, কিন্তু চারদিক একটু গুছিয়ে নিয়েই বাস্তববাদী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল সে। বুঝল, তার ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে গোটা দেশের সব মাফিয়া নেতাদের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে হবে তাকে। সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে সব বড় শহরে প্রতিনিধি পাঠাল সে। পালার্মো থেকে দূত এল তার কাছে, প্রভাব-বলয় আর ক্ষমতার আওতা নির্ধারণের জন্যে মীটিঙে বসার আমন্ত্রণ জানানো হল তাকে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পোপ নির্বাচনে যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, সে-সব মীটিঙের আলোচনাও তেমনি গোপন রাখা হল। কার কতটুকু ক্ষমতা, প্রভাব-বলয়ের বিস্তৃতি, ইত্যাদি নিয়ে মতবিরোধ আর দ্বন্দ্ব দেখা দিল, কিন্তু নতুন করে কোন রক্তপাত ঘটল না। ক্যালাব্রিয়ার পুরানো ঐতিহ্যের অনুসারীরা গোঁ ধরে বসল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মিলান আর তুরিনের বস-রা যেন কোনভাবেই অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী না হয়। সবচেয়ে বেশি শোরগোল তুলল নেপলস আর রোমের নেতারা, কারণ গত কয়েক যুগ ধরে তাদেরকে অবহেলা করা হয়েছে। তবে সবাই একমত হল যে গোটা দেশ জুড়ে শক্তিশালী একটা কাঠামো থাকা দরকার, নেতাদের নেতাও একজন থাকতে হবে, যার ক্ষমতা হবে সবার চেয়ে বেশি।

উত্তরের নেতারা ক্যালাব্রিয়ানদের মধ্যে থেকে কাউকে চায় না, ক্যালাব্রিয়ানরা উত্তরের কাউকে মেনে নেবে না। রোমের ডন পেসকাকে নরম বলে রায় দেয়া হল, আর রেলিংগারের বয়স কম।

এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যা হয়, একটা আপোসরফায় আসতে হল সবাইকে। মীটিং আহ্বান করা হয়েছিল পালার্মো থেকে। পালার্মোর নেতা ডন বাকালাকে সাময়িকভাবে নেতাদের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হল। লোকটা মাকাড়ি আকৃতির, ঝানু একজন কূটনীতিক। কেউ জানত না, তার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, পালার্মোকে ক্ষমতার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। লক্ষণগুলো দেখে ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে পরিষ্কার আঁচ করতে পারে সে। উপস্থিত কেউই তার কূটনৈতিক চাল পছন্দ করত না। রাজনীতিকদের সাথে তার অতিরিক্ত মাখামাখিও সন্দেহের চোখে দেখা হত। কিন্তু কেউই ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, ডন বাকালা তার কূটনৈতিক চাল চেলেই আগামী আটটা বছর সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে। সবাই এ-কথা ভেবেই খুশি হল যে বেশ লম্বা একটা সময়ের জন্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই সেটা বিরাট লাভ হয়ে দেখা দেবে।

আতুনি বেরলিংগারের সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে মুগ্ধ হল রেমারিক। তার অফিস দেখেও প্রভাবিত হল সে। সম্পূর্ণ ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে লোকটা। দু'বছর আগের নিষ্ঠুরতা স্রেফ অতীতের একটা কলঙ্ক মাত্র। যা ঘটবার ঘটে গেছে, ভুলে যাওয়াই ভাল, আশ্বাস দিয়ে বলল বেরলিংগার। পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। আরে না, রেমারিক নতুন করে ব্যবসা শুরু করলে কেউ তাকে বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে রেমারিক যদি বোর্ডিং হাউসে মারিজুয়ানাও বিক্রি করে, নেতার অনুরোধ ফেলা হয়নি দেখে যারপর নাই খুশি হবে বেরলিংগার। মারিজুয়ানা কেনাবেচার জন্যে পুঁজি লাগলে তা-ও পেয়ে যাবে রেমারিক।

শর্তটা জুড়ে দেয়ায় একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও, আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফিরে এল রেমারিক। ভাবল, ভাগ্যিস তাকে বেশ্যাপাড়া চালাতে বলেনি।

আসলে ডন বেরলিংগারকে চিনতে পারেনি রেমারিক। বেরলিংগার তাকে

ক্ষমা করেনি। বিরোধী পক্ষে রেমারিক আর তার দল ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, বেশিরভাগ ক্ষয়-ক্ষতি ওদের দ্বারাই ঘটেছিল। সেই রেমারিককে ব্যবসা করে খেয়ে পরে বাঁচতে দেবে, বেরলিংগার সে লোকই নয়।

পালার্মো থেকে নির্দেশ ছিল, আঞ্চলিক গোলযোগ একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে। অতীত ঘটনার জের ধরে কোনরকম খুন-খারাবি চলবে না। বেরলিংগারের তখনও এতটা ক্ষমতা বা সাহস হয়নি যে ডন বাকালার নির্দেশ অমান্য করে। সহজ একটা উপায় আবিষ্কার করে সে। শুরু করুক রেমারিক। সময় তার সুযোগমত প্রোটেকশন প্রত্যাহার করে নেবে সে। যা করার, তার কাছ থেকে প্ররোচিত হয়ে পুলিসই সব করতে পারবে। বিচার বিভাগের সাথে তার দহরম-মহরম আছে, রেমারিককে লম্বা সময়ের জন্যে জেলের ঘানি টানানো কোন সমস্যাই হবে না।

একদিন রাত দুপুরে এল একটা টেলিফোন কল। কে ফোন করেছিল, আজও জানা হয়নি রেমারিকের।

পিডি নোচি আর আতুনি বেরলিংগার, দুজনকেই বাজিতে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ সরবরাহ করেছিল ভিনসেন্ট গগল নামে এক লোক। নোচি নিহত হওয়ায় পাওনা টাকা মারা গেল গগলের। কিন্তু বিজয়ী বেরলিংগারের কাছ থেকেও টাকা পেল না সে। গগলকে সাধারণ একজন স্মাগলার মনে করে টাকাটা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল বেরলিংগার। কেউ ঠকালে বা শত্রুতা করলে সরাসরি আঘাত করা গগলের স্বভাব নয়। কারও সাথে প্রকাশ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়াও তার অপছন্দ। বেরলিংগার টাকা দিতে অস্বীকার করায় কোন প্রতিবাদই করল না সে। শুধু ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল আর অপেক্ষায় থাকল সুযোগের।

অবৈধ অস্ত্রের যোগানদার হিসেবে নোচি আর বেরলিংগার, দু'পক্ষের লোকজনদেরই চিনত গগল। ওদের মধ্যে নোচির দলের রেমারিক তার নজর কাড়ে। রেমারিক কোত্থেকে কোথায় উঠেছে, তারপর কোথায় নেমে গেল, সব খবরই জানা ছিল তার।

নানা দেশে ব্যবসা আছে গগলের, সবখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, শুধু হাতে সময় পেলেই ইতালীতে ছুটি কাটাতে আসে সে। আর এলেই সংশ্লিষ্ট সবার খোঁজ-খবর নেয়। রেমারিক সম্পর্কে আরও কিছু খবর পেল সে। বেরলিংগারের সাথে দেখা করেছে রেমারিক, আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে ছেলেটা।

নিজের ব্যবসা বা ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বন্ধু মাসুদ রানার সাথে কখনও আলোচনা করেনি গগল, তবে রানা কি ধরনের কাহিনী শুনতে পছন্দ করে সেটা তার খুব ভাল জানা আছে। বেরলিংগার টাকা দিতে অস্বীকার করার পর রানার সাথে দেশে-বিদেশে অনেকবারই দেখা হয়েছে গগলের। গল্পচ্ছলে রানাকে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সে রেমারিকের কথাও বলেছে।

যাকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই রেমারিক কিছুই জানল না, কিন্তু বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট এবং রানা ইনভেস্টিগেশনের চিফ মাসুদ রানা তার সম্পর্কে যা কিছু জানার প্রায় সবই জেনে ফেলল। বিমুখ পরিস্থিতির সাথে একা লড়ে রেমারিক অনেক ওপরে উঠেছে, এটা রানার ভাল লাগে। মাফিয়া নেতার কাছ থেকে নারী-ব্যবসা করার নির্দেশ পেয়েও সেটা অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিল রেমারিক, এই ঘটনা রানার মনে একটা ছাপ ফেলে। কেন যেন রানার মনে হয়, ওখানে একজন সৎ যুবক সুযোগের অভাবে সৎ পথে আসতে পারছে না। গগলের সাথে দেখা হলে কথা প্রসঙ্গে দু'একবার জানতে চেয়েছে ও, তোমার সেই রেমারিকের খবর কি?

গগল একবার জানাল, 'বেরলিংগার তাকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সুযোগমত ঠিকই ছোবল মারবে সে।'

একটু চিন্তা করে রানা বলেছিল, 'ওর কোন সাহায্য লাগলে আমাকে জানিও। ছেলেটাকে আমার ভাল লেগেছে।'

ব্যস, এই পর্যন্তই। এরপর অনেকদিন গগলের সাথে দেখা হয়নি রানার, রেমারিকের কথাও ভুলে গেছে ও।

ব্যবসার কাজে আবার একবার মিলানে এল গগল। বেরলিংগারের দলের ভেতর নিজের লোক আছে তার, তাকে ডেকে ভেতরের সব খবর সংগ্রহ করার সময়ই সে জানতে পারল, রেমারিককে শায়েস্তা করার জন্যে প্রোটেকশন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে বেরলিংগার। আজ রাতেই তার বোর্ডিং হাউসে হানা দেবে পুলিস।

ইনফরমারকে বিদায় করে দিয়ে চিন্তা করতে বসল গগল। রেমারিকের প্রতি সহানুভূতি জাগল তার মনে। ভাবল, রেমারিককে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দিতে পারলে বেরলিংগার একটা চোট খাবে। কিন্তু রেমারিককে কোথায় সরাবে সে?

এই সময় রানার কথা মনে পড়ে গেল গগলের। মিলানে রানা ইনভেস্টিগেশনের শাখা আছে, কিন্তু ফোন করে সেখানে রানাকে পাওয়া গেল না। কোথায় পাওয়া যাবে ওকে, তাও বলতে পারল না শাখাপ্রধান। রিসিভার নামিয়ে রাখবে গগল, এই সময় অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাওয়া হল, 'মি. রানাকে কি দরকার?'

'না, মানে রেমারিক নামে এক যুবককে...'

'আপনি কে বলছেন?'

নিজের পরিচয় দিল গগল।

অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল, 'রেমারিককে আমাদের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিন। বস্ তার সম্পর্কে অনেক দিন আগেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। রেমারিক এখানে পৌঁছুতে পারলে তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের।'

এই প্রথম গগল উপলব্ধি করে, গোটা ইউরোপ জুড়ে রানা ইনভেস্টিগেশন কেন এত নাম করেছে। দায়িত্ব, তা সে যত নগণ্যই হোক, ছোট করে দেখে না ওরা। রানার আচরণও তার মনে শ্রদ্ধার একটা ভাব এনে দিল। রেমারিককে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে সেটা ভুলে যায়নি ও, নিজের লোকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে রেখেছে।

এরপর গগল ফোন করে রেমারিককে। নিজের পরিচয় না দিয়ে তাকে সে জানায়, 'বেরলিংগার প্রোটেকশন প্রত্যাহার করেছে। এক ঘন্টার মধ্যে রওনা হচ্ছে পুলিস।'

রেমারিক জানতে চায়, 'আপনি কে বলছেন?'

'একটা ঠিকানা দিচ্ছি। নিজের ব্যবস্থা নিজে যদি না করতে পার, এই ঠিকানায় গেলে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে,' ঠিকানাটা জানিয়ে কানেকশন কেটে দিল গগল।

এই রকম একটা বিপদের জন্যে তৈরি ছিল না রেমারিক। কয়েক মিনিট পাথর হয়ে বসে থাকল সে। বেরলিংগারের শত্রুর অভাব নেই, সম্ভবত তাদেরই কেউ ফোন করেছিল। কিন্তু যেচে পড়ে সাহায্য করতে চাওয়ায় মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। ঠিকানাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে। একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানটার নাম অনেকের মুখে শুনেছে সে।

বেরলিংগার তাকে ক্ষমা করেনি এটা পরিষ্কার। তার কি করার আছে ভাবল রেমারিক। গা ঢাকা দিতে পারে, কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। হয় বেরলিংগার, নয় পুলিস শেষ পর্যন্ত তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। লড়তে পারে সে, কিন্তু জেতা সম্ভব নয়। আরেক উপায় দেশ ত্যাগ করা। কিন্তু ডক এলাকায় বেরলিংগারের লোকজন যারা কাজ করছে তারা সবাই চেনে তাকে। জাহাজে ওঠার আগেই ধরা পড়ে যাবে সে। পাসপোর্টও নেই।

আবার তাকে জেলে যেতে হবে?

না। তারচেয়ে এই ঠিকানায় গিয়ে দেখবে সে। যদি ফাঁদ হয়, মেনে নেবে কপালের লিখন।

মাকে চিঠি লিখল রেমারিক। সৎ একজন উকিলের ঠিকানা দিল চিঠিতে। লিখল, এই উকিলের মাধ্যমে বোর্ডিং হাউসটা ভাড়া দিতে হবে, ভাড়ার টাকা দিয়ে ভরণপোষণ আর রিসোর লেখাপড়ার খরচ চালাতে হবে। সবশেষে লিখল, আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হচ্ছে, কবে ফিরব ঠিক নেই।

পকেটে কিছু টাকা নিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল রেমারিক।

ওর মা পরদিন ছেলের চিঠি পেল। চিঠি পড়ে চার্চে গেল সে। সারাটা দিন প্রার্থনার মধ্যে কাটাল।

রানা ইনভেস্টিগেশনের মিলান শাখা তিন দিন লুকিয়ে রাখল রেমারিককে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এই তিনদিনে পাসপোর্ট এবং সরকারি আরও কিছু কাগজপত্র তৈরি হল তার জন্যে। তাকে প্রস্তাব দেয়া হল, পৃথিবীর যে-কোন দেশে যেতে পারে সে, বেছে নিতে পারে যে-কোন ধরনের পেশা। এই ফার্ম তাকে বিনা ফি-তে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবে। প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারেনি রেমারিক, কিন্তু কেন? আমি তো তোমাদের কোন উপকার করিনি! আমার জন্যে এত কিছু...? শাখা প্রধান মুচকি হেসে বলেছে, আমাদের চীফের নির্দেশ, তার বেশি আমি নিজেও কিছু জানি না।

এই উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রেমারিককে। অনেক ধরনের চাকরির কথা বলা হল তাকে– বডিগার্ড, সিকিউরিটি গার্ড, ইনফরমার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ডেকরেটর, সেলসম্যান, মেসেঞ্জার, ভাড়াটে সৈনিক। ভাড়াটে সৈনিক? যুদ্ধ? কোথায়?

রেমারিককে বলা হল, আগে ট্রেনিং নিতে হবে, ট্রেনিং শেষ হলে যেখানে খুশি আড্ডায় গিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে সে। আগ্রহী হয়ে উঠল রেমারিক। সে দুর্বল, তা জেনে গেছে সবাই। ট্রেনিং নিয়ে একজন যোদ্ধা হতে পারলে মন্দ হয় না। তাহলে আলজিয়ার্সে যেতে হবে তাকে। ওখানে একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, ট্রেনিং দিয়ে সৈনিক বানানো হয়। কিন্তু সেই সাথে সাবধান করে দেয়া হল– এ বড় কঠিন জীবন, প্রতিপদে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। গায়ে মাখল না রেমারিক।

মিলান থেকে নিরাপদেই প্লেনে চড়ে আলজিয়ার্সে চলে এল ও। মিলান এয়ারপোর্টে বেরলিংগারের একাধিক লোককে ঘুর ঘুর করতে দেখল সে, কিন্তু ছদ্মবেশ নিয়ে থাকায় ওকে দেখেও তারা কেউ চিনতে পারল না।

ট্রেনিং সেন্টারটা মরুভূমির মাঝখানে। দেড় মাসের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল রেমারিক। শুধু যে খাপ খাইয়ে নিল তাই নয়, সে আর তার ইন্সট্রাক্টর দু'জনেই আবিষ্কার করল, যুদ্ধ-কৌশল রপ্ত করার ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা। একবার দেখিয়ে দিলেই যে-কোন ড্রিল বা রণ-কৌশল হুবহু অনুকরণ করতে পারে সে। টার্গেট প্র্যাকটিসে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। তার তৈরি অ্যামবুশে সম্ভাব্য সমস্ত ফ্যাক্টর বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়, কোথাও কোন খুঁত থাকে না। তার চিন্তা-ভাবনা অংকের নিয়মে বাঁধা, ঝুঁকি নেয়া চলে কিনা অঙ্ক কষে বের করে ফেলে।

এই ট্রেনিং সেন্টারে দু'জন লোকের সাথে দেখা হল রেমারিকের, দু'জনেই তাকে ভালভাবে চেনে, কিন্তু রেমারিক তাদের একজনকেও চিনতে পারল না। একজন ভিনসেন্ট গগল, অপরজন মাসুদ রানা।

ট্রেনিং চলাকালে বেশ কয়েকবারই সেন্টারে এল গগল, প্রতিবার আধুনিক অস্ত্রপাতি আর গোলাবারুদ নিয়ে এল সে। আর রানা এল ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবার পর, ওদের বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে।

অনুষ্ঠানের মাত্র এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত হল রানা। রেমারিক লক্ষ করল,

তাদের ব্যাচের আট দশ জন যুবক এই নতুন আগন্তুককে ঘিরে ধরে প্রবল উৎসাহে কুশলাদি জানতে চাইছে। প্রায় সমবয়েসী, সুদর্শন, চেহারায় এমন অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে যে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারা যায় না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না, সুযোগ পেলেই একা থাকতে ভালবাসে, কারও দিকে মাত্র একবার তাকিয়েই যেন তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পায়। আগন্তুক সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল রেমারিকের মনে। কিন্তু একে তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু জানতে পারল না সে। শুধু জানল, আগন্তুক নয়জন যুবককে নিজের খরচে এখানে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিল, ট্রেনিং শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন তাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে।

অনাড়ম্বর বিদায় অনুষ্ঠান শেষ হল। তখনও রেমারিক ঠিক করতে পারেনি কোথায় যুদ্ধ করতে যাবে সে। হঠাৎ আগন্তুককে দেখে তার সামনে দাঁড়াল সে, বলল, 'বলতে পার, যুদ্ধ করতে কোথায় আমার যাওয়া উচিত?'

'রোডেশিয়ায়,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা। 'কিংবা লেবাননে। যদি ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে চাও। আমার বন্ধুরা এখানে যারা ট্রেনিং শেষ করেছে, দু'ভাগে ভাগ হয়ে লেবানন আর রোডেশিয়ায় যাচ্ছে ওরা। তুমি যে-কোন একটা দলের সাথে ভিড়ে যেতে পার।'

'তোমার নামটা আমার জানা হয়নি...'

'মাসুদ রানা।'

আর কোন আলাপের সুযোগ হল না, রানাকে নিয়ে তার বন্ধুরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল।

পরদিন আরও চারজনের সাথে রওনা হল রেমারিক। গন্তব্য রোডেশিয়া। উদ্দেশ্য মুক্তিপাগল কালোদের সাথে স্মিথ সরকারের শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

সে যুদ্ধের স্মৃতি চিরকাল স্মরণ থাকবে রেমারিকের। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ ছিল সে, তাতে করে আশ্চর্য সব সুবিধে ভোগ করার সুযোগ এসে যায় তার। বার কয়েক শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের হাতে ধরা পড়েও তাদের ভুল বুঝিয়ে নিজেকে মুক্ত করে আনে সে।

তিনমাস পর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিল রানা। রেমারিকের কৃতিত্বের খবর শুনে তাকে নিজের ইউনিটে টেনে নিল ও। এখানেই পরস্পরকে চিনতে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্ব।

রোডেশিয়ায় যুদ্ধ করার সময় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল রেমারিক। তার মহত্ত্ব, তার আত্মত্যাগ, তার বুদ্ধি আর সাহস তাকে একটানে তুলে নিয়ে এল রানার পাশে। কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হল সে। এমন কিছু ঘটনা ঘটল, ব্যক্তিগতভাবে রেমারিকের প্রতি চিরঋণী হয়ে থাকল রানা। আক্ষরিক অর্থেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রানাকে ছিনিয়ে আনল রেমারিক। সেই রকম রানাও

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রেমারিককে নতুন জীবন দান করল, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শত্রুঘাটি থেকে বন্দী রেমারিককে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

পরস্পরকে সাহায্য করতে পেরেছে বলেই বন্ধুত্ব হল, ব্যাপারটা তা-ও ঠিক নয়। চরিত্রগত কিছু মিলও ছিল, মিল ছিল জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে, রুচিতে-অরুচিতে, আহারে-বিহারে। রানার কোন অহঙ্কার নেই, রেমারিকেরও নেই। শেখার আগ্রহ রেমারিকের জন্মগত, রানারও তাই। দু'জনের কেউই অন্যায় সহ্য করতে পারে না।

ইতিমধ্যে রেমারিকের সব কথা জানা হয়ে গেছে রানার। মা আর ভাই কেমন আছে জানে না রেমারিক, লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের পানিতে বালিশ ভেজায়। একদিন বেলাভোনার করুণ পরিণতির কথাও জানল রানা। জানল, আন্দ্রুনি বেরলিংগার রেমারিকের সবচেয়ে বড় শত্রু। মুখে কিছু বলল না রানা, কিন্তু মনে মনে ঠিক করল, রেমারিককে আবার তার সমাজে ফিরে যেতে সাহায্য করবে ও। তাকে ও সুখী দেখতে চায়।

দেশের কাজে তাকায় ফিরে যেতে হল রানাকে। দেশ থেকে আবার বেরুল রানা, চলে এল ইটালীতে, কিন্তু রেমারিক সে খবর জানল না। ইটালীতে এসে মাফিয়া নেতারা কে কোথায় কি অবস্থায় আছে খোঁজ-খবর নিল রানা। আন্দ্রুনি বেরলিংগার সম্পর্কে জানল, হাতে আরও টাকা আর ক্ষমতা আসায় নিজের হেডকোয়ার্টার নেপলস থেকে রোমে সরিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা। নেপলসের বিধাতা এখন অন্য একজন ডন, যদিও বেরলিংগারেরই লোক সে। উত্তর থেকে এসেছে লোকটা, এখানকার অতীত সম্পর্কে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।

মাফিয়া মহলে প্রভাবশালী দু'একজন নেতার সাথে পরিচয় ছিল রানার। তাদের একজনের সাথে দেখা করল ও। দীর্ঘ আলাপের পর রানাকে কথা দেয়া হল, ভিটেলা রেমারিক আবার নেপলসে ফিরে এসে বসবাস শুরু করলে বেরলিংগার বা আর কেউ তাকে কোন রকম বিরক্ত করবে না।

তখন লেবাননে যুদ্ধ করছে রেমারিক, তাকে নিয়ে আবার নেপলসে ফিরে এল রানা। মার নামে কেনা বাড়িটা অক্ষতই আছে, একটা চার্চকে ভাড়া দেয়া হয়েছে সেটা। কুমারী মাতারা থাকে সেখানে। পঞ্জিটানোয় মা আর ভাইয়ের সাথে দেখা করতে গেল রেমারিক, সাথে রানা। ওরা ভাল আছে, সে-খবর রানার কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল রেমারিক।

রিসো, তার ছোট ভাই, রোম ইউনিভার্সিটির শেষ বর্ষের ছাত্র তখন, ইকনমিক্স্ পড়ছে সে। মার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও খটখটে। ছেলের ফিরে আসা উপলক্ষে চার্চে গেল সে, বারোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এল।

ব্যস, এখানেই রেমারিকের সৈনিক জীবনের ইতি হল। এরপর মাল্টায় গেল ও রানার সাথে, বিয়ে করল। বউ নিয়ে এখানেই ফিরে এসেছিল ও।—মস্ত একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমারিক। কী হতে পারত, আর কী হয়ে গেল! জীবনটা কী!

চার

ভিটো আভান্তি তার আইনবিদ বন্ধু আলবারগো লোরানকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসেছে। প্রথমশ্রেণীর রেস্তোরাঁ গিদা'স, মিলানে কখনও এলে এখানেই ডিনার খায় সোফিয়া লোরেন।

ফ্লোরেনটিনার অর্ডার দিল লোরান। ফ্লোরেনটিনা গিদা'স-এর স্পেশাল। জিনিসটা গ্রিল্ড স্টেক, ফ্লোরেনটিনা পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়—তেল, রসুন, পার্সলি শাক, মরিচ আর শূকরের মাংস দিয়ে। এক বোতল রুচ হুইস্কির জন্যে বলা হল।

আলবারগো লোরান স্থূলদেহী, কিন্তু চটপটে। বয়স চল্লিশ এখনও পেরোয়নি অথচ গোটা দেশে আইন-ব্যবসায়ী হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে, লোরান মামলায় জেতে খানু উকিল বলে নয়, বিচার বিভাগের হোমরাচোমরাদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে। লোরান কিন্তু এ-সব অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করে না। তবে মাফিয়াদের সাথে তার যে ভাল যোগাযোগ আছে তা সে প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়। এরই মধ্যে বেঢপ আকৃতির একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছে সে, মাথার পিছনে উঁকি দিতে শুরু করেছে চকচকে টাক। তার চোখ দুটো অস্থির, সারাক্ষণ যেন সুযোগের খোঁজে আছে। দামি কাপড়চোপড় পরে সে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি কেনে প্রতি বছর।

ভিটোর আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা হল। কৌতুকভরা মিটিমিটি হাসি দেখা গেল লোরানের মুখে। বন্ধুকে বারবার অভয় দিল সে। ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে। ঠিক আছে, ব্যাংক ম্যানেজারদের সাথে নিজে কথা বলবে সে। ভিটোর এতটা ভেঙে পড়া উচিত নয়।

লোরান শুধু ভিটোর আইন উপদেষ্টাই নয়, পারিবারিক বন্ধুও বটে, কাজেই দ্বিতীয় সমস্যা লরার কথাও তুলল সে। লরা অবশ্য লুবনার নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে।

কুতকুতে চোখে সকৌতুক হাসি নিয়ে ভিটোর কথা শুনল লোরান। বলল, 'প্রতিটি সমস্যার ভেতর কিছু সুযোগ-সুবিধে থাকে, সেগুলো দেখতে পাওয়া চাই, ভিটো। তোমার এই সমস্যাগুলো নিতান্তই সামান্য, কিন্তু এগুলোর ভেতর যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে সেগুলো অসামান্য।'

'কি রকম?'

প্লেটে ফর্ক রেখে বাঁ হাত ওপরে তুলল লোরান, আঙুলগুলো ছড়ানো। 'এক,' আঙুলের গিট গুনতে শুরু করল সে, 'আভান্তি পরিবারের একটা খ্যাতি আছে,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কাজেই ব্যাংক তোমার কাছ থেকে যত টাকাই পাওনা হোক, তোমার অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত ওরা তোমাকে সাহায্য করে যাবে।'

'অভিজাত পরিবারের খ্যাতি মানে আমার বাবার খ্যাতি,' প্রতিবাদ করে বলল ভিটো। 'কিন্তু তুমি তো জান নবাকে বিয়ে করার পর বাবার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

লোরান কাঁধ ঝাঁকাল। 'দুই, লেক কোমোতে তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা। আট বছর আগে আশি মিলিয়ন লিরা দিয়ে কিনেছ, এখন সেটার দাম আড়াই শো মিলিয়ন। প্রতিদিন আরও বাড়ছে।'

বিরক্ত হল ভিটো। লোরানের মাথা আজ মোটেও খুলছে না। 'তুমি আমার আইন উপদেষ্টা, তোমাকেও কি আমার মনে করিয়ে দিতে হবে যে এই অ্যাপার্টমেন্টও ব্যাংকের কাছে দুশো মিলিয়ন লিরায় বন্ধক দেয়া হয়েছে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল লোরান। 'তিন, কিন্তু মনে কোরো না, খোলাখুলি বলছি, তোমার বউ অর্থাৎ ভাবী, এ-দেশের সেরা সুন্দরীদের একজন। সুন্দরী বউ, এরচেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কি আছে হে?' বলে কর্কশ গলায় হো হো করে হাসতে লাগল সে।

গম্ভীর হয়ে বসে থাকল ভিটো। লোরান আজ তাকে হতাশ করছে।

ভিটোর মনের অবস্থা বুঝতে পারল লোরান। বন্ধুর গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিল সে। তারপর বলল, 'এমিলিটা কিডন্যাপিং-এর পর সুবনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করাটাই তোমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে, বুঝলে!'

'আমি! আমি তো তখন নিউইয়র্কে। এটাও তোমার ভাবীর কীর্তি। ফিরে এসে দেখলাম গভর্নেস পর্যন্ত রাখা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি, কিছু কিছু কাজ ভাবী ঝোঁকের মাথায় করে বসে। আবার যদি সে সুবনাকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয়, তার মানেই দাঁড়ায় তার ভুল হয়েছিল এটা স্বীকার করা। এবার বল, ভাবী কখনও নিজের ভুল স্বীকার করেছে?'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ভিটোর ঠোঁটে।

'কাজেই,' বলে চলল লোরান, 'ইংরেজরা যেমন বলে, তাকে তোমার মুখ রক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে।'

'কিভাবে তা সম্ভব?' জানতে চাইল ভিটো।

একদিকের কাঁধ ঝাঁকাল লোরান। 'একজন বডিগার্ড রাখ।'

'ধেত্তেরি, তোমার আজ হয়েছে কি!' ঝাঁঝের সাথে বলল ভিটো। 'আধ ঘন্টা ধরে ব্যাখ্যা করলাম আমার টাকা নেই, অথচ তুমিও নবাবের মত বাজে খরচ বাড়াতে বলছ! আমি চেয়েছিলাম সবার সাথে কথা বলবে তুমি, তোমার কথা শোনে ও...'

বন্ধুর হাত চাপড়ে দিল লোরান। 'ভাবীকে আমি যাই বলি না কেন, তাতে

তার মুখ রক্ষা হবে না। তার সম্মান বাঁচানটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া, ঠিক কি ধরনের বডিগার্ডের কথা বলছি আমি, শুনলে বুঝবে...।'

ওয়েটার কফি নিয়ে এল।

'কি ধরনের বডিগার্ড?' ওয়েটার চলে যেতে জিজ্ঞেস করল ভিটো।

বন্ধুর দিকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল লোরান, তার গলা একেবারে খাদে নেমে এল, যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। 'ভিটো, এই কিডন্যাপিং-এর অনেকগুলো দিক আর সম্ভাবনা আছে। গোটা ব্যাপারটা ভারি গোছান, কারণ এর পিছনে রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ আর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী একটা মহল। বিশাল একটা ব্যবসা ফেঁদেছে এই কিডন্যাপিং—গত বছর লোকের পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে আঠারো শো বিলিয়ন লিরা।'

'হ্যাঁ, জানি,' গম্ভীর সুরে বলল ভিটো। 'ব্যবসাটা মাফিয়ারা করছে।'

চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল লোরানের, কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছুঁড়েছে। 'কি বাজে একটা শব্দ! এই শব্দটা দিয়ে লোকে বোঝাতে চায় মাফিয়া মানে চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাশ, মাস্তান আর খুনে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে, ভিটো। ওরা এখন ঝানু ব্যবসায়ী।' ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, কনিয়াক আনতে বলল। পকেট থেকে দুটো হাভানা সিগার বের করে বন্ধুকে দিল একটা। খুলে একটা সোনালি গিলোটিন দিয়ে সিগারের মুণ্ডচ্ছেদ করা হল। গিলোটিনটা ভিটোকে দিল সে। কনিয়াক রেখে বিদায় হল ওয়েটার।

'ছেলেমেয়ের কিডন্যাপ হবার ভয় থাকলে মা-বাপ কি করে?' কনিয়াকের গ্লাসে আয়েশ করে চুমুক দিল লোরান। 'বিদেশে পাঠিয়ে দেয়, সাধারণত সুইটজারল্যান্ডে। কিংবা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, সশস্ত্র গার্ড আছে এ-ধরনের স্কুলে পাঠায়, বুলেট-প্রুফ গাড়ি কেনে। আর, অবশ্যই, বডিগার্ড রাখে।'

'তাহলে স্বীকার করছ বডিগার্ড রাখা খরচের ব্যাপার?'

'বছরে প্রায় তিরিশ মিলিয়ন লিরা। সমস্ত খরচ বাবার।'

'তাহলে?'

'এ-ধরনের বডিগার্ড স্পেশালাইজড এজেন্সিগুলো যোগান দেয়, দুনিয়ার সব বড় বড় শহরে তাদের শাখা অফিস আছে। ইউরোপে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দেয়ায় বডিগার্ডের ভারি অভাব দেখা দিয়েছে। সত্যিকার যোগ্য বডিগার্ড এখন পাওয়াই মুশকিল, তাই দিনে দিনে ওদের দামও বাড়ছে।'

'এসব আমি জানি,' বলল ভিটো। 'পার তো আমার সমস্যা নিয়ে একটু মাথা...।'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে ভিটোকে থামিয়ে দিল লোরান। 'ধীরে, বৎস, ধীরে। আমি তোমার সমস্যা নিয়েই কথা বলছি।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email:-anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অসহায় ভঙ্গিতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ভিটো।

'এবার কিডন্যাপিং-এর সম্ভাবনার দিকটা তোমাকে বলি,' বলে চলল লোরান। 'তুমি জান কিডন্যাপারদের টাকার দাবি মেটাবার জন্যে ধনী পরিবারগুলো ইনস্যুরেন্স করে?'

মাথা ঝাঁকাল ভিটো।

'এ-ধরনের পলিসি ইটালিয়ান বীমা কোম্পানিগুলো বিক্রি করতে পারে না,' বলল লোরান। 'সরকার নিষেধ করে দিয়েছে। সরকারের ধারণা, সেটা ভুলও বলা চলে না, এতে করে কিডন্যাপারদের উৎসাহ দেয়া হবে। কিন্তু বিদেশী বীমা কোম্পানির ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এ-ব্যাপারে লন্ডনের লয়েড'স সবচেয়ে ভাল ব্যবসা করছে। গত বছর তাদের প্রিমিয়াম আদায় হয়েছে একশো মিলিয়ন পাউণ্ড। ওদের নিজস্ব এজেন্ট আছে, বললে তারা এমনকি কিডন্যাপারদের সাথে দর কষাকষির দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করে। পলিসি কেনার দুটো শর্ত। প্রিমিয়াম দিতে হবে ইটালির বাইরে। আর প্রকাশ করতে পারবে না যে তুমি বীমা করেছ। কারণটা পরিষ্কার।'

একঘেয়ে লাগছে ভিটোর। 'জান কিছুটা বাড়ল, সেজন্যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ-সবের সাথে আমার সমস্যার কি সম্পর্ক?'

হাতের সিগার ভিটোর দিকে তাক করল লোরান। 'তোমার ডকইয়ার্ডের সমস্ত মেশিনপত্র বীমা করা আছে?'

'অবশ্যই, কিন্তু বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক।'

'বেশ,' বলল লোরান। 'প্রিমিয়াম নিয়ে আলোচনার সময় রেট ঠিক করা হয়েছিল সিকিউরিটির জন্যে তুমি কি খরচ করছ তার ওপর নির্ভর করে, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল ভিটো।

'নিয়মটা তাহলে তোমার জানা আছে,' বলল লোরান। নিরাপত্তার জন্যে তুমি যদি সিকিউরিটি গার্ড, ট্রেনিং পাওয়া কুকুর ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে চাও, প্রিমিয়াম অনেক কমে যাবে। কিডন্যাপ প্রিমিয়ামের ব্যাপারেও সেই একই নিয়ম। এখানে পলিসি যেহেতু অস্বাভাবিক মোটা অঙ্কের, তাই রেটের সামান্য হেরফের বিরাট সাশ্রয় এনে দিতে পারে।'

ভিটোকে কথা বলতে দিল না লোরান, এখনও তার কথা শেষ হয়নি। 'সাধারণ একটা কেসের কথা ধর। একজন শিল্পপতি এক বিলিয়ন লিরা কিডন্যাপ ইনস্যুরেন্স করলেন। রেট হতে পারে শতকরা পাঁচ ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ মিলিয়ন। কিন্তু তিনি যদি একজন ফুলটাইম বডিগার্ড রাখেন তাহলে প্রিমিয়াম নেমে আসতে পারে শতকরা তিন ভাগে অর্থাৎ ত্রিশ মিলিয়ন লিরায়। এভাবে তিনি বিশ মিলিয়ন বাঁচালেন।'

'কিন্তু এইমাত্র তুমি বললে একজন বডিগার্ডের বেতন বছরে ত্রিশ মিলিয়ন

লিরা। তাহলে সাশ্রয় হল কোথায়?'

লোরান হাসল। 'সে তো সেরাজাতের বডিগার্ডদের বেতন। "প্রিমিয়াম বডিগার্ড"-ও পাওয়া যায়, তুমি জান না। প্রিমিয়াম বডিগার্ড কিডন্যাপিং হয়ত ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু তাকে দেখিয়ে প্রিমিয়ামের রেট কমিয়ে আনা যাবে। ওরা কম বেতনে কাজ করে। বছরে সাত মিলিয়ন লিরার বেশি নয়।'

'কিন্তু লোরান,' বিটো বলল। 'আমার মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করতে যাচ্ছে না---' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ ক'ই তাৎপর্যটা উপলব্ধি করল সে।

বন্ধুর চেহারা বদলে যেতে দেখে হেসে উঠল লোরান। 'এই তো বুঝেছ! সপ্তায় একজন প্রিমিয়াম বডিগার্ড রাখ, দু'এক মাস পর ফাঁকিবাজ বা অযোগ্য বলে বিদায় করে দাও। ইতিমধ্যে সুবনার স্কুলে যাওয়া শুরু হবে, ভাবীরও মুখ রক্ষার ব্যবস্থা হবে।'

চুপচাপ বসে কয়েক মিনিট চিন্তা করল ভিটো, তারপর জানতে চাইল, 'এ-ধরনের লোক কোথায় পাব আমি?'

লোরানের ধূর্তধূর্তে চোখে বিজয়ীর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। 'প্রথমে তুমি, দোস্ত, আমাদের লাঞ্চের বিলটা মিটিয়ে দাও। তারপর আমার অফিসে চল, একটা এজেন্সির ঠিকানা পেয়ে যাবে। খোদ মিলানেও ওদের অফিস আছে।'

নেপলস কোস্ট রোড ছেড়ে সরু মেঠো পথে নেমে এল রেমারিকের গাড়ি। মাউন্ট ভিসুভিয়াসের নিচের দিকের ঢালে জলপাই বাগান আছে, এঁকেবেঁকে সেদিকে চলে গেছে পথটা। বাগানের ঠিক নিচেই পাথুরে পাহাড়ের ইতি, পথটা হারিয়ে গেছে সবুজ ঘাস মোড়া একটা ঢালে, ওখান থেকে নেপলস আর একঝলক আলোর মত সাগরের খানিকটা বিস্তৃতি দেখা যায়। গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রেমারিক, নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। সময়টা শেষ বিকেল, রক্ত-লাল সূর্য দিগন্তরেখার দিকে নামছে।

মাকে আবার দেখতে গিয়েছিল রেমারিক। দুই ছেলের উপস্থিতি তাকে সুস্থ করে তুলেছে। দেড় দু'মাসের জন্যে আর কোন চিন্তা নেই, এরমধ্যে লক্ষণগুলো ফিরে আসবে না। রানার কথা মার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছে রেমারিক, শুনলেই দেখার জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির হবে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ছোট ভাই রিসোকে রানার কথা বলেছে রেমারিক। জনেই খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিল রিসো। নেপলসে আসার জন্যে তখুনি সে রওনা হতে চায়, রানার সাথে দেখা করবে। কিন্তু রেমারিক তাকে হতাশ করে। তিন দিন আগে পৌঁচেছে রানা, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে ও, মনের অবস্থা ভাল না। ওর জন্যে একটা কাজ দরকার।

খানিক চিন্তা করে রিসো জানিয়েছে, কাজ একটা জুটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সরকারি কাগজপত্র আছে তো? না থাকলে একটু অসুবিধে হবে। রেমারিক তাকে বলেছে, হাসান নামে বাংলাদেশী এক মার্সেনারি ছিল, বহু দেশে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল তার, লোকটা দেশেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, কিন্তু সে খবর খুব কম লোকই জানে। এই হাসানের চেহারা আর কাগজপত্র নিয়ে এসেছে রানা।

শুনে অস্থায়ী একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছে বিসো। সেটা নিয়েই নির্জনে বসে চিন্তা-ভাবনা করতে চায় রেমারিক।

যেদিন পৌঁছুল তার পরদিন রাতেই রানার সাথে আলাপ হয়েছে রেমারিকের। আলাপ মানে ভাল লাগার অনুভূতি নিয়ে ঘণ্টা কয়েক চুপচাপ বসে থাকা আর অনেকক্ষণ পর পর দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করা। সব মিলিয়ে শুধু এটুকু জানতে পেরেছে রেমারিক, খুন করার জন্যে কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রানাকে। তার মধ্যে একটা আবার সুপার পাওয়ার। সাথে সাথে বুঝে নিয়েছে রেমারিক, রানা তার প্রেজো ফিয়োরায় অলস সময় কাটালে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দেবে। তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, ওর জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিসো কাজের যে প্রস্তাবটা দিয়েছে, রানার জন্যে সেটা হাস্যকর, রেমারিক জানে। রানার সম্পূর্ণ পরিচয় সে না জানলেও, ও যে একটা বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের চীফ, এটুকু তার জানা আছে। এরচেয়ে কত ভাল চাকরি শয়ে শয়ে লোককে দিয়ে বেড়ায় রানা নিজেই, আর কি এই রকম একটা চাকরি করতে চাইবে ও?

হয়ত চাইবে না, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেভাবে হোক রানাকে রাজি করাতে হবে। এই মুহূর্তে আর কিছু নয়, ওকে শুধু ওর নিরাপত্তার কথাটা ভাবতে হবে। আপনমনে হাসল রেমারিক, নিজের ওপর তার আস্থা আছে, রানাকে সে রাজি করাতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে মনটা খুশি হয়ে উঠবে, তা না, কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করল রেমারিক। গোধূলি লগ্ন, সাগর ছুঁই ছুঁই করছে লাল সূর্য, ঝটপট পাখা ঝাপটে বাগানে ফিরছে নিঃসঙ্গ পাখি, সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে সাদা ধবধবে একটা খরগোস ছুটে গেল, তার মনটাও সেই সাথে ফিরে গেল অতীতে।

রানা তাকে মাল্টায় না নিয়ে গেলে জেসমিনের সাথে তার দেখা হত না। পজিটানোয় দু'হপ্তা মার কাছে কাটিয়ে রানার সাথে মাল্টায় চলে এল সে। ছুটিতে ছিল রানা, উদ্দেশ্য বেড়ানো, মাল্টা থেকে সহোদরা দ্বীপ গোজোয় চলে এল ওরা। জেলেপাড়ায় ছোট্ট একটা হোটেলে ঠাঁই পাওয়া গেল। চমৎকার আবহাওয়া, আকাশে চাঁদ উঠলে খোলা মাঠে দল বেঁধে খিলখিল করে বেড়ায় কুমারী মেয়েরা, যুবকরা মদ খেয়ে গান জুড়ে দেয়। গেঁয়ো লোকগুলো সবাই দিনভর খাটে আর

অর্ধেক রাত পর্যন্ত ফুর্তি করে। সহজ সরল শান্তির জীবন।

এই হোটেলেরই রিসেপশনিস্ট ছিল জেসমিন। রেমারিক তাকে দেখেই পাগল হয়ে গেল। এই মেয়েকে তার চাই-ই।

কিন্তু খোঁজ খবর নিতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল রেমারিক। জানল, গ্রামে এমন কোন যুবক নেই যে বিয়ে করতে চায়নি জেসমিনকে, কিন্তু মেয়েটা সবাইকে হতাশ করেছে। মেয়েটা যে অহঙ্কারী তাও নয়, বরং ঠিক উল্টো। গ্রামের সবার সাথে তার ভাব আছে, ছেলেবুড়ো সবাই তাকে একটু যেন সমীহ করেই চলে। নিয়মিত চার্চে যায় জেসমিন, আবার বান্ধবীদের সাথে নেচেও বেড়ায়। শুধু কোন যুবক বেশি মাখামাখি করার চেষ্টা করলে কৌশলে সরে যায়, কোনমতে ধরা দেয় না।

রানার কাছে ধরনা দিল রেমারিক। 'দোস্ত, তোমার সেই কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।'

'কি কৌশল?' রানা অবাক।

'কি জাদু জান তুমি যে মেয়েরা তোমার পেছনে জোটে?'

'কেন জোটে সে আমি নিজেও জানি না। তোমার সমস্যাটা বল। জেসমিন?'

'মারা যাব, সত্যিই মারা যাব,' কাতরাতে থাকে রেমারিক।

'বুদ্ধি নেবার জন্যে তুমি ভুল লোককে ধরেছ,' বলল রানা। ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিয়ে দেখ কি হয়। কাজ না হলে একটা বুদ্ধি বাতলে দেব।'

প্রস্তাব দিতেই একটু ইতস্তত করে রেমারিকের সাথে বেড়াতে যেতে রাজি হয়ে গেল জেসমিন। কিন্তু সেই সাথে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'এখনও আমি ভার্জিন, থাকতেও চাই। শুধু বেড়ানো ছাড়া আর কিছু আশা করলে হতাশ হবে।' এমন সরাসরি কথা বলতে শুনে একটুও অবাক হয়নি রেমারিক, এই দ্বীপবাসীদের সবারই এটা বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অস্বস্তিবোধ করেছিল রেমারিক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অল্প বয়সেই নায়েক হয়ে গিয়েছিল সে, আর পেশাটাও ছিল এমন যে হাত বাড়ালেই নারীদেহ পাওয়া যেত। সত্যিকার কুমারী কোন মেয়ে দেখেনি সে, এরকম কেউ থাকতে পারে বলে ধারণাও ছিল না তার।

গোজোয় আরও ক'টা দিন রানাকে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করল রেমারিক। মুচকি হেসে রাজি হল রানা, বলল, 'পাঁঠা চাই কিন্তু!'

তিন হপ্তা পর বিজয় সম্পূর্ণ হল রেমারিকের, কিন্তু যেভাবে কল্পনা করেছিল সেভাবে নয়। সেদিন বেশ রাত করে বেরিয়েছিল ওরা, রেমারিক আর জেসমিন, দু'জনেরই ইচ্ছে রামলা বে-তে সাঁতার কাটবে। সাঁতার কাটার পর লালচে বালিতে বসে নিজের কথা বলতে শুরু করল জেসমিন। অতি সাধারণ এক মেয়ে সে, ওদের

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পরিবার বহু যুগ ধরে কৃষক। তারপর জেসমিন একসময় থেমেছে, বলতে শুরু করেছে রেমারিক। আপন খেয়ালে বয়ে গেছে সময়। পুবের চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। বেলাডোনার কথা শুনে ফুঁপিয়ে উঠেছে জেসমিন, আবার যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠেছে। আকাশ আর সাগরের মাঝখানে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, এই সময় থামল ওরা। রেমারিক তিরস্কার করল নিজেকে, রাত কাবার হয়ে গেল অথচ আসল কথাটা বলা হয়নি। জেসমিন বলল, তার বাড়ির সবাই খুব আঘাত পাবে। কোন মেয়ে সারারাত বাইরে কাটালে গোজোর লোকেরা সেটাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখে।

'কিন্তু আমরা তো অন্যায় কিছুই করিনি,' বলল রেমারিক। দেখল, হঠাৎ কি এক প্রত্যাশায় ঝিক্ করে উঠল জেসমিনের চোখ। তার মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাপারটা আসলে কি, আমি ওকে নাকি ও আমাকে পটাচ্ছে?

সৈকতে প্রেম করল ওরা। ভোরের প্রথম আলোয় মুখ তুলে তাকিয়েছিল জেসমিন, হেসেছিল—লাজুক কিন্তু গর্বমাখা হাসি।

হাত ধরাধরি করে পাহাড় টপকাল ওরা, নাদুর হয়ে চলে এল জেসমিনদের ক্ষেতে। জেসমিনের বাবা আলের উপর দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখল, এক চুল নড়ল না।

'ও রেমারিক,' বাবাকে বলল জেসমিন। 'আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে ফিরে গেল বাবা। মেয়েকে তার চেনা আছে। বাইরে একটা রাত কাটানো মানেই জামাই।

নাদুর-এ, সেন্ট পিটার আর সেন্ট পলে বিয়ে হল ওদের। বিয়ে পড়াল যুবা বয়সের একজন প্রিস্ট। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি শক্তিশালী, মেজাজও খুব খিরিক্ষি। কিন্তু নাদুরে লোকজন তাকে খুব পছন্দ করে। গোজোয় সবার একটা করে ডাক নাম আছে, গ্রামের লোকেরা তাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে ডাকে।

এই বিয়েতে রানার কি প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক বুঝতে না পেরে উদ্বেগের মধ্যে ছিল রেমারিক। এক সাথে অনেকগুলো দিন কাটিয়েছে ওরা, দু'জনের বন্ধুত্বে এতদিন বাইরে থেকে কেউ ভাগ বসাতে আসেনি। কিন্তু রানা আসলে খুশিই হয়েছিল। মেয়েটা যে রেমারিককে ভালবাসে সেটা আগেই বুঝতে পারে ও। জেসমিনকে ওর পছন্দ হয়।

বরযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল রানা। চুপচাপ আর গম্ভীর, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই। বিবাহ-উত্তর উৎসবে রেমারিকের অনুরোধে গোজোর কড়া মদেও ছোট্ট একটা চুমুক দিয়েছিল ও।

কেউ কিছু বলেনি, নিজের বুদ্ধিতেই ওদের বন্ধুত্বের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে জেসমিন। ব্যাপারটাকে সে সহজভাবে মেনে নেয়। যদিও রানাকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হল তার, ফলে স্নেহের চেয়ে শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাবই

বেশি করে জাগল মনে। সেই সাথে একটু গর্ব, ক'জনার স্বামী এমন বন্ধু পায়! নেপলসে ফেরার জন্যে রওনা হল ওরা, ওদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এল রানা। জেসমিন ওর দু'হাত ধরল, ধরে রাখল অনেকক্ষণ, তারপর যখন ছেড়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে রানা তার চোখে পানি দেখল।

'আমাদের ভুলে যাবেন না,' অস্ফুটে বলেছিল জেসমিন। 'আমরা আপনার জন্যে একটা ঘর খালি রাখব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, চেহারা স্থির আর থমথমে, বলল, 'রাতে ওর যদি নাক ডাকে, শিস দিয়ো, থেমে যাবে।'

বছরে ছ'মাসে নেপলসে ওদের কাছে এসেছে রানা। চিঠিও দিত না, ফোনও করত না, উদয় হত হঠাৎ করে। প্রতিবারই জেসমিনের জন্যে কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসত। একবার এক জোড়া ফুলদানী নিয়ে এল, আরেকবার ইন্দোনেশিয়া থেকে আনল বাটিক পেইন্টিং। বোঝাই যায়, তাড়াহুড়ো করে কেনা নয়, নির্বাচনে সময় ব্যয় করা হয়েছে, যে দেবে আর যাকে দেবে দু'জনের রুচি বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। জিনিসগুলোর মূল্য আর সৌন্দর্য যতটুকু আনন্দ দিয়েছে, এটা বুঝতে পেরে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছে জেসমিন।

দুই কি তিন দিনের বেশি কখনও থাকত না রানা। আগে থেকে কিছুই বলত না, হঠাৎ রাতে খেতে বসে জানিয়ে দিত, কাল আমি চলে যাচ্ছি। তবে শেষবার প্রায় বিশ দিনের মত ছিল রানা।

ডিনার সেরে শেষ খদ্দেরটা চলে যাবার পর বড় কিচেন টেবিলে বসত ওরা। টেলিভিশন দেখত, বই পড়ত কিংবা টুকটাক কথা বলত। ওদের দু'জনের কথা শুনে হাসত জেসমিন, কেউই পুরো একটা বাক্য উচ্চারণ করত না। রেমারিক হয়ত পুরানো কোন বন্ধুর কথা জানতে চাইল।

'শফিক?'

'কাতাঙ্গা।'

'প্রেমরোগ?'

'তুঙ্গে।'

'কিন্তু এখনও শক্ত?'

'একটা রড।'

'টেনগানটা?'

'রডে গাঁথা।'

ওদের বেশিরভাগ কথাই বুঝত না জেসমিন, বিশেষ করে ওরা যখন অস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে আলাপ করত। প্রথম দু'বার রানা ঘুরে যাবার পর দিন কয়েক অস্থিরতায় ভুগেছে রেমারিক, কিন্তু জেসমিন কিছু বলেনি। পরে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তারপর একদিন স্থানীয় ফুটবল টিম শেষ খেলায় জিতে চ্যাম্পিয়ন হল, সমর্থক আর ভক্তরা খেলোয়াড়দের নিয়ে শহরে বিজয় মিছিল বের করল। পনেরো বিশটা ট্রাক, মাইকে গান বাজছে, হর্নগুলো মুহূর্তের জন্যেও থামছে না, ছেলেদের হাতে পতাকা আর মুখে মদের গন্ধ। সামনের ট্রাকটা চালাচ্ছিল সতেরো বছরের এক ছেলে, তার বড় ভাই দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড, তার গোলেই টিম জিতেছে। ছেলেটার এক হাতে স্টিয়ারিং আরেক হাতে মদের বোতল। হঠাৎ করেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে। একটা দেয়ালের সাথে পিষে দিল জেসমিনকে। মার্কেটিং করতে বেরিয়ে আর আর ফেরা হল না।

রানা পৌঁছুল এক হপ্তা পর, অনেক দূর থেকে এসে ক্লান্ত। কিভাবে জানল রানা, কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল রেমারিক।

সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু আলো এখনও ফুরোয়নি। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রেমারিক। আজই সে কথা বলবে রানার সাথে।

রাসানের চরিত্র অনুকরণ করতে গিয়ে মদ ধরতে হয়েছে রানাকে, পরতে হয়েছে গাম্ভীর্যের মুখোশ। মাঝেমধ্যে সিগারেটও খাচ্ছে ও। কিন্তু এ-সবই যে ছদ্মবেশের কারণে তা নয়, ওর মনও ভাল নেই।

রাশিয়া থেকে এয়ারকিং (মিগ-৩১) হাইজ্যাক করে ঢাকায় পৌঁছায় ও, কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকেই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়তে হয় ওকে। এয়ারকিং চুরি করার প্ল্যানটা ছিল জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স আর সি. আই. এ.-র, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে আনে ও। আক্ষরিক অর্থেই পাগলা কুকুর হয়ে গিয়েছিল সি. আই. এ.. দেখামাত্র রানাকে খুন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এজেন্টদের। গা ঢাকা না দিয়ে উপায় ছিল না ওর।

অ্যামফিবিয়ান প্লেন নিয়ে ঢাকা ছাড়ে রানা, মাঝ সাগরে বাংলাদেশী একটা জাহাজ থেকে ফুয়েল নিয়ে পৌঁছে যায় শ্রীলংকার উপকূলে। রাতের অন্ধকারে প্লেন ফেলে সৈকতে উঠে আসে, শহরে ঢুকে মিশে যায় জনারণ্যে। প্লেনে প্রচুর কাগজপত্র আর সরঞ্জাম ছিল, চেহারা আর পরিচয় বদল করতে কোন অসুবিধে হয়নি। শ্রীলংকা থেকে লেবানন, লেবানন থেকে সুইটজারল্যাণ্ড।

তিন মাস পর পরিস্থিতি জানার জন্যে জেনেভায় একজন বি. সি. আই. এজেন্টের সাথে গোপনে দেখা করেছিল রানা। হেডকোয়ার্টার থেকে ওর জন্যে নতুন নির্দেশ ছিল, আরও দু'মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে ওকে। আরও জানতে পারল ও, একজন রুশ বৈমানিক মিগ-৩১ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে রাশিয়ায়। ঢাকার সাথে এখন মস্কোর সম্পর্ক যে-কোন সময়ের চেয়ে ভাল।

দু'মাস পর আবার বি. সি. আই.-র সাথে যোগাযোগ করে নতুন নির্দেশ পেয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ে ও। সি. আই. এ. এখনও পাগলা কুকুর হয়ে আছে,

আত্মপ্রকাশ করা রানার জন্যে নিরাপদ নয়, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে।

পরিচিত একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে নিজের চেহারা সামান্য বদলে নিল রানা, মুখের কাটা দুটো দাগ তারই ফলশ্রুতি। এরপর ও ব্ল্যাক হয়ে সিসিলিতে চলে আসে।

স্বাধীনচেতা পুরুষ, কখনও কারও কাছে মাথা নত করেনি। পালিয়ে বেড়ানো ওর স্বভাব নয়। সঙ্কট যত বড়ই হোক, বুকে সাহস নিয়ে বিপদের সামনে দাঁড়িয়েছে চিরকাল। তাকেই এখন চোরের মত এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মন সায় দেয় না, সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহ করতে চায়।

কিছু বন্ধু থাকে, যারা একসাথে হেঁটে কবর পর্যন্ত যেতেও দ্বিধা করে না। রেমারিক তাদের একজন। রেমারিককে ও ভালবাসে, আর সেজন্যেই নিজের বিপদের মধ্যে তাকে টেনে আনতে চায় না। মনে মনে ঠিক করা আছে, এখানেও বেশিদিন ওর থাকা চলবে না। কিন্তু এরপর কোথায় যাবে জানা নেই।

এই অবস্থায় কার মনই বা ভাল থাকে। মদের বোতলটা টেনে নিল রানা। জানে, মদ খেয়ে শরীরের বারোটা বাজাচ্ছে, কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর, কি করবে!

'বডিগার্ডের চাকরি,' বলল রেমারিক।

শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা।

কিচেনে বসে আছে ওরা। রিসোর প্রস্তাবটা তুলল রেমারিক। তার ভাই রিসো উন্নতি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অ্যাকাউনট্যান্ট হিসেবে মিলানের একটা অডিট ফার্মে জয়েন করে সে। ওর মেধা আর যোগ্যতা দেখে মালিক তাকে ফার্মের পার্টনার করে নেয়। রিসো রেমারিককে জানিয়েছে, এই সিকিউরিটি এজেন্সি ওদেরই ফার্মের ক্লায়েন্ট। এজেন্সির কাজ শিল্পপতিদের বডিগার্ড যোগান দেয়া। বডিগার্ডের চাহিদা খুব বেশি, কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া লোক আজকাল পাওয়া মুশকিল। রেমারিক দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। শরীরের বারোটা বাজিয়েছে রানা তাছাড়া ও এখন একটা মাতাল। যারা বডিগার্ড খুঁজছে তারা ওকে পছন্দই করবে না। এরপর রিসো তাকে 'প্রিমিয়াম বডিগার্ড'-এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলে আগ্রহী হয়ে ওঠে রেমারিক। বেতন খুবই কম, তাতে কিছু আসে যায় না ছদ্মবেশের সাথে যাতে মানিয়ে যায় এমন একটা কাজ দরকার, টাকার কোন অভাব নেই রানার। অভাব যদি দেখা দেয়ও, তার সমস্ত সঞ্চয় রানার হাতে তুলে দেবে রেমারিক।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

'পাগল,' জবাব দিল রানা। 'আমার যা অবস্থা, তাতে একটা লাশকেও পাহারা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নিতে পারব না।'

প্রিমিয়াম বডিগার্ডের কথা ব্যাখ্যা করল রেমারিক। কিন্তু রানা মাথা নাড়ল।

'একটা মাতালকে কেউ রাখবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমারিক। 'প্রিমিয়াম রেট কমাবার জন্যে স্রেফ একটা দু'পেয়ে দরকার ওদের, সে মাতাল কি উন্মাদ তা ওরা দেখতে চাইবে না। যাকে তুমি পাহারা দেবে তার কিডন্যাপ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'তোমাকে অবশ্য মদ আরও কম খেতে হবে। রাতে খাও। এখানে তো তাই খাচ্ছ, কই, দিনের বেলা তো তোমাকে দেখে কিছু মনে হয় না।'

'বলছ সম্ভাবনা নেই, তবু যদি কেউ কিডন্যাপ করতে চেষ্টা করে?'

'সাধ্যমত ঠেকাবার চেষ্টা করবে। যা বেতন, তুমি জাদু দেখাবে এটা কেউ আশা করবে না।'

চিন্তা করল রানা। বিপদ একটা ঘটার আগেই রেমারিকের কাছ থেকে সরে যাওয়ার এটা হয়ত একটা সুযোগ। তাছাড়া, একটা কাজের মধ্যে থাকলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণও খানিকটা ফিরে আসতে পারে। তবু দ্বিধা যায় না। বলল, 'বডিগার্ড মানে সব সময় একজনের কাছে থাকা। আমার যা মনের অবস্থা, আমি কাউকে সহ্য করতে পারব বলে মনে হয় না।'

মুচকি হাসল রেমারিক। 'ঠিক আছে, তুমি নাহয় বোবা বডিগার্ড হবে। ওরা হয়ত এটা তোমার একটা বাড়তি গুণ বলে ধরে নেবে।'

আরও অনেক সমস্যার কথা ভাবল রানা, কিন্তু নরম ভঙ্গিতে একটু একটু করে চাপ বাড়াতে থাকল রেমারিক। রিসো খুব করে ধরেছে, রানা যেন মিলানে তার বাড়িতে দিন কয়েক কাটিয়ে আসে। 'যাও না, দুটো দিন থেকে এস ওর কাছে। মন ভাল লাগবে।'

খানিক ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল রানা। আর কোন ধরনের কাজ পাওয়া যায় কিনা রিসোর সাথে আলাপ করা যাবে। এরপর শুতে গেল ও, যাবার আগে বলল, 'শেষ পর্যন্ত বডিগার্ড!'

কিচেন থেকে রানা বেরিয়ে যেতেই কলম বের করে কাগজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিসোকে চিঠি লিখতে বসল রেমারিক। সে জানে, এজেন্সি থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা জানতে চাওয়া হবে, কিন্তু রানাকে লিখতে বলা হলে বিস্তারিত কিছুই লিখবে না। হাসানের পরিচয়পত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি আগেই মুখস্থ করে রেখেছে রেমারিক। কোথায় ক'টা পদক পেয়েছে হাসান, তাও লিখতে ভুলল না সে।

চিঠিটা এনভেলাপে ভরে টেবিলেই রাখল রেমারিক, একটা নোট লিখে ফুরেলাকে নির্দেশ দিল, কাল সকালেই যেন ডাকবাক্সে ফেলা হয় চিঠি। রানা আসার পর আজ এই প্রথম মনে খানিকটা স্বস্তি নিয়ে ঘুমাতে গেল রেমারিক।

পাঁচ

লোরান যেমন আশা দিয়েছিল, বডিগার্ড পাওয়া ভিটোর জন্যে তেমন সহজ হয়নি। লরার পছন্দ হবে এই রকম একজনকে বেছে বের করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তার।

বডিগার্ডের ব্যবস্থা হবে, এই কথা শোনার সাথে সাথে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল বাড়িতে, বডিগার্ড যেন নতুন একটা গাড়ি বা এক সেট অলঙ্কার। তখুনি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে বসে যায় লরা। অনেক তর্কাতর্কির পর তার সিদ্ধান্তই বহাল থাকল, বডিগার্ড বাড়ির ওপরতলায় বড় একটা কামরায় থাকবে। লরা আর লুবনা নিজেরাই ধরাধরি করে কিছু অতিরিক্ত ফার্নিচার নিয়ে গেল সেই ঘরে। দু'জনেরই কনুই আর আঙুল ছড়ে গেল। মেহগনি কাঠের বিশাল একটা খাট আগে থেকেই ছিল ওখানে, এবার জায়গা পেল বড় একটা ইজি চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, একটা ওভারড্রোব। ঠিক হল বডিগার্ড আথিয়া আর লার্সোর সাথে কিচেনে বসে খাবে।

বডিগার্ডের কি কি কাজ হবে তারও একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল লরা। লুবনাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বিকেলবেলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা, এটাই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দুটো কাজের মাঝখানে লরাকে সে মার্কেটে বা লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাবে।

লোকটাকে কেমন হতে হবে তারও একটা রূপরেখা তৈরি করে দিল লরা। লোকজনের সামনে তাকে যেন বের করা যায়। আদবকায়দা জানতে হবে তার, হতে হবে ভদ্র আর বিনয়ী। আর একেবারে গুণ্ডা-পাণ্ডা মার্কা চেহারা হলে চলবে না। আদেশ নয়, স্বামীর হাত ধরে অনুনয়-বিনয় করে বলল সে, একটু যেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়। লুবনার নতুন স্কুল টার্ম শুরু হতে যাচ্ছে, তাছাড়া, ভিটোর সাথে এবার সে-ও প্যারিসে যেতে চায়।

এসবই সমস্যা হয়ে দেখা দিল। প্রথম দু'জন প্রার্থীকে দেখামাত্র বিদায় করে দিল ভিটো। দু'জনেই রাস্তা থেকে উঠে আসা গুণ্ডা, লরা ওদেরকে দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেবে না। তৃতীয় লোকটা বুড়ো, চার নাম্বার প্রার্থীর বাঁ চোখ নেই। এজেন্সি অফিসে ফোন করে ভিটো অভিযোগ করল, বেছে বেছে শুধু আজেবাজে লোককে পাঠাবার মানে কি। জবাব এল, বডিগার্ডের এখন খুব অভাব, তাছাড়া, এই বেতনে এর চেয়ে ভাল কোন লোক কাজটা নিতে চাইছে না।

পরদিন এজেন্সি থেকে একটা ফোন পেল ভিটো। আরও একটা লোককে পাঠাচ্ছে ওরা। সে একজন বাংলাদেশী।

তেমন উৎসাহ বোধ করেনি ভিটো। বাড়িতে একজন বিদেশী লোক থাকবে,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এর জন্যে সে মানসিকভাবে তৈরি ছিল না। মনে মনে লোকটার একটা ছবি আঁকল সে। কালো মোষের মত চেহারা, চোখ দুটো টকটকে লাল, সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে।

তাই লোকটাকে যখন তার অফিসে হাজির করা হল, একাধারে খুশি আর বিস্মিত হল ভিটো। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, মুখে থমথমে গাম্ভীর্য, কিন্তু চোখ দুটোয় মায়া আছে। সবচেয়ে ভাল লাগল লোকটার রুচি। পরনে ঘন নীল সুট, পপলিনের সাদা শার্ট। হাতে একটা বড় এনভেলাপ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ভিটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে ডাকল ভিটো, এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে ডেস্কের সামনে বসল রানা। তারপর এনভেলাপটা বাড়িয়ে দিল। 'এজেন্সি থেকে আপনাকে এটা পাঠিয়েছে।'

খুশির মাত্রা আরও একটু বাড়ল ভিটোর। লোকটা বিশুদ্ধ ইটালীয়ান বলে। এনভেলাপটা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কফি?' এর আগে যারা এসেছে তাদের সে কফি খেতে বলেনি।

মাথা নাড়ল রানা।

সীল ভেঙে এনভেলাপ খুলল ভিটো। ভেতরে অনেকগুলো কাগজ। পড়তে শুরু করল সে। ইমরুল হাসানের কোয়ালিফিকেশন আর ইতিহাস। রেমারিকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সাজিয়ে লিখে পাঠিয়েছে এজেন্সি।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল ভিটো। রানার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। রানাও তাকিয়ে আছে, চোখে কোন ভাষা নেই।

'অসুবিধেটা কি?' জানতে চাইল ভিটো। অসুবিধে যে একটা কিছু আছে, এ-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। ওর যা কোয়ালিফিকেশন, ওকে একটা দুর্গ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অথচ সামান্য বেতনে একটা মেয়েকে পাহারা দেয়ার কাজ করতে চাইছে।

'আমি মদ খাই,' সোজা-সাপ্টা স্বীকার করল রানা।

ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় নিল ভিটো। আবার সে কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাল। 'খারাপ দিকটা কি?'

চোখ কুঁচকে চিন্তা করল রানা, ভিটো অনুভব করল খাঁটি সত্যি কথাই শুনতে পাবে সে।

'হয়ত আমার রিয়্যাকশন টাইম ঠিক থাকবে না। ঝট্ করে গুলি করতে হতে পারে, আমি হয়ত একটু দেরি করে ফেলব। দূর থেকে মাথায় গুলি করলাম, কিন্তু লাগল হয়ত বুকে। আপনার জায়গায় আমি হলে, আর আমি যদি জানতাম আমার পরিবারের ওপর হামলা হতে পারে, এই রকম একটা লোককে চাকরি দিতাম না।'

ভিটো জানতে চাইল, 'মদ খেয়ে…মানে, লোক হাসান?'

মাথা নাড়ল রানা। 'টেরও পাবেন না। আমি শুধু রাতে খাই। সকালে আমার খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু দেখে কিছু বোঝা যাবে না।'

আরেকবার কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাল ভিটো। নতা যদি মদ খাওয়ার কথাটা না জানে, আর তো কোন সমস্যা নেই। 'বেতন কিন্তু খুব কম।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনার মেয়েকে যদি টপ প্রফেশনালরা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে, বেতনের চেয়ে কম সার্ভিস পাবেন না।'

'কিন্তু যদি অ্যামেচাররা চেষ্টা করে?'

'ওরা যদি সত্যি অ্যামেচার হয়, স্রেফ ভয় দেখিয়েই ভাগিয়ে দিতে পারব, কিংবা হয়ত খুন হয়ে যাবে। সেরকম কোন ভয় আদৌ আছে নাকি?'

মাথা নাড়ল ভিটো। 'বোধহয় নেই। আসলে, ভয়টা আমার স্ত্রীর। ইদানীং অনেকগুলো ছেলেমেয়ে কিডন্যাপ হল তো, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ভাল কথা, ওকে এখানে-সেখানে আনা-নেয়া করাও আপনার ডিউটির মধ্যে পড়বে। ওর নিজের গাড়ি আছে।' কাগজগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল সে, তাড়াটে যোদ্ধা ছিল এই লোক, কয়শো লোককে খুন করেছে কে জানে! 'আরেকটা কথা, আপনাকে কিন্তু একটু ঘরমুখো হতে হবে।' ইঙ্গিতে কাগজগুলো দেখাল সে। 'এখানে দেখছি আপনি শুধু বাইরে বাইরে ছুটে বেড়িয়েছেন।'

'ওটা কোন সমস্যা হবে না,' বলল রানা। 'তবে, আমি ঠিক সামাজিক নই। কাজটা করব, যতটা ভালভাবে পারি, তার বেশি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না।'

'বেশ,' বলল ভিটো। 'তাড়াতাড়ি জয়েন করতে পারবেন তো?' হঠাৎ একটা চিন্তা এল। 'আপনার আর্মস আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এজেন্সি থেকে দেবে। ওদেরকে আপনার একটা চিঠি দিতে হবে। পুলিস পারমিটের ব্যবস্থা করবে ওরা। এর জন্যে বিল করবে এজেন্সি, আপনি দেবেন।' উঠে দাঁড়াল ও। 'যে-কোন সময় জয়েন করতে পারি আমি।'

রানার সাথে ভিটোও দরজা পর্যন্ত এল। 'হপ্তার ছুটিতে কাল আমি কোমোয় যাব। জিনিসপত্র নিয়ে দয়া করে কাল ছ'টায় চলে আসুন এখানে। ভাল কথা, আপনার মদ খাওয়ার কথা কারও জানার দরকার নেই, আমার স্ত্রীরও না।'

রানার সাথে করমর্দন করল ভিটো।

'ধন্যবাদ।'

ভিটো বলল, 'চাকরির মেয়াদ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারছি না। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। তবে এজেন্সির সাথে আমার তিন মাসের কথা হয়েছে, এই তিনমাসকে ট্রায়াল পিরিয়ড হিসেবে ধরা হবে। তারপর আমরা দু'জনেই নতুন করে চিন্তা করব। এমনও তো হতে পারে, চাকরিটা হয়ত আপনার ভাল লাগল না।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দাঁড়িয়ে রয়েছে লরা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে। সাদামাঠা একটা কালো ড্রেস পরে আছে সে, মুখ কালো চুলের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা একটা চাঁদের আকৃতি। ভেতরে ঢুকল ওরা, ভিটোর পাশে দাঁড়াল রানা। ভিটোর চেয়ে অনেক লম্বা ও।

ধীরে ধীরে ফিরল লরা, স্বামীর দিকে এক সেকেণ্ডের জন্যে তাকাল, তারপর রানার ওপর আটকে গেল দৃষ্টি। রানাকে আপাদ মস্তক দেখছে সে, ভিটো পরিচয় করিয়ে দিল। লরার মনের ভাব চেহারায় ফুটল না, মৃদু গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে ড্রিঙ্ক দেব?'

'ধন্যবাদ। স্কচ, সামান্য পানি।'

বারের দিকে এগোল লরা, ওরা দু'জন ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, লোকটা ঠিক সহজ হতে পারছে না, কারণটা কি? ওর জন্যে স্কচ আর স্বামীর জন্যে মার্টিনি নিয়ে ফিরে এল লরা।

'নামটা ভাল করে শুনতে পাইনি।'

'হাসান।'

'আপনি ইটালিয়ান নন,' বলল লরা। 'কোন দেশের লোক, বুঝতে পারছি না।'

'বাংলাদেশী।'

ভুরু একটু কুঁচকে উঠল লরার, স্বামীর দিকে একবার তাকাল।

'কিন্তু উনি খুব ভাল ইটালিয়ান বলতে পারেন,' তাড়াতাড়ি বলল ভিটো।

তথ্যটা লরাকে স্পর্শ করল বলে মনে হল না। 'আগে কখনও এই কাজ করেছেন?'

'না।'

লরার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখে হড়বড় করে ভিটো বলল, 'উনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। এত জায়গায় যুদ্ধ করেছেন, তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

লোকটাকে রানার আত্মবিশ্বাসী আর নিজের ব্যাপারে নিঃসংশয় বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে বেশ খানিকটা অসহায় দেখাল। পরাজয়টা হয়ত স্ত্রীর রূপের কাছে, নাকি ব্যক্তিত্বের কাছে?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রানাকে লক্ষ করছে লরা। কাপড়ের কাটছাঁট বা তত চিৎকার করে কিছু বলছে না, এটা তার ভাল লাগল। গ্লাস ধরা হাতের উল্টোপিঠে একটা কাটা দাগ। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, অনেক লম্বা। কিন্তু বয়সটা আন্দাজ করতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। পঁয়তাল্লিশ, নাকি আরও বেশি? চোখের পাতা জোড়া ভারি, চোখ দুটো সুন্দর, কিন্তু অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটে আছে, সাপের মত। গা শির শির করে উঠল তার। লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে যে-কেউ ভয় পাবে।

এখানেই একটা ধাক্কা খেল লরা। পুরুষমানুষ দেখে ভয় পাবার মেয়ে নয়

সে। দেখামাত্র এই প্রথম কোন পুরুষ ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ভিটো। 'লুবনা কোথায়, ডার্লিং?'

বাস্তবে ফিরে এল লরা। 'ওপরে। এখুনি নামবে ও।'

ভিটো লক্ষ করল, লরার ইতস্তত ভাবটা আর নেই, কিন্তু তার জায়গায় বিমূঢ় একটা ভাব দেখা যাচ্ছে।

ক্ষীণ একটু হাসল লরা, রানাকে বলল, 'আমার মেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। বডিগার্ড ওর কাছে একটা খেলনার মত।'

'আমিই প্রথম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি সুন্দর ইটালিয়ান বলেন - নিয়াপলিটানদের মত।'

'ওদের একজনের কাছ থেকেই শিখেছি।'

'ওখানে আপনি ছিলেন?'

'না, আসা-যাওয়া ছিল।'

দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরল রানা।

মেয়েটা সাদা টি-শার্ট আর জিনস পরে আছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রানাকে দেখছে সে।

ওর মা বলল, 'লুবনা, ইনি মি. ইমরুল হাসান।'

ধীর পায়ে হেঁটে এল সে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল হাতটা। তাকে ছোট মনে করে কেউ যেন হালকা চোখে না দেখে, ভাবটা এই রকম। মেয়েটা রানার বুক পর্যন্ত লম্বা। ছোট্ট হাতটা ওর হাতের ভেতর হারিয়ে গেল, সেটা ধরে নাড়ার সময় তার চোখে খুশির ঝিলিক আর চাপা উত্তেজনা দেখল রানা।

'মি. হাসানকে তার কামরাটা দেখিয়ে দেবে?' লরা বলল।

গ্লাসটা খালি করল রানা, ভক্তি মেশানো গাম্ভীর্যের সাথে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল লুবনা।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কান পাতল ভিটো। কিন্তু টুঁ-শব্দটিও না করে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল লরা।

'লোকটা কিন্তু খুব অভিজ্ঞ,' বলল ভিটো।

লরা নিরুত্তর।

'বিদেশী, এই যা,' আবার বলল ভিটো। 'কিন্তু ভাল ইটালিয়ান বলে, আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'ইটালিতে আগে কখনও কাজ করেছে?' লরা জানতে চাইল।

'না।' ব্রিফকেস খুলে এজেন্সির দেয়া রিপোর্টটা স্ত্রীকে দিল ভিটো। 'ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড।'

সোফায় বসে কাগজগুলো দেখল লরা। বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভিটো,

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আরেকটা মার্টিনি বানাল। পড়া শেষ করে কাগজগুলো কফি টেবিলে রাখল লরা। 'লোকটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

ঝট করে স্ত্রীর দিকে ফিরল ভিটো। 'কি বললে?'

মৃদু হাসল লরা। 'বিদেশী হওয়াতে বরং সুবিধে হয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার স্বপ্ন দেখবে না। অত সাহসই হবে না ওর।'

'কিন্তু তোমার ভয় লাগছে কেন?'

কি যেন চিন্তা করল লরা। 'কি জানি।' কাগজগুলোর দিকে তাকাল সে। 'উত্তরটা হয়ত এগুলোর মধ্যে আছে। আসলে, তুমি একটা খুনেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছ। কত লোককে খুন করেছে ও...'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গেল ভিটো, কিন্তু আবার মৃদু হাসি দেখা গেল লরার ঠোঁটে।

'তবে দেখতে শুনতে ভাল—সুপুরুষ, তাই না? লোকের সামনে বের করতে লজ্জায় পড়তে হবে না।'

ভিটো স্বস্তিবোধ করলেও তাকে বিমূঢ় দেখাল। বোঝা যাচ্ছে, হাসানকে বাতিল করা হয়নি।

উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর গালে চুমো খেল লরা। 'ধন্যবাদ, ডারলিং, এখন আমি খুশি।'

ডিনারের পর পিস্তলটা পরিষ্কার করতে বসল রানা। দীর্ঘদিনের অভ্যেস, আপনা থেকেই হাত চলছে, মনে সন্ধেবেলার ঘটনা আর লোকজন।

ভিটো আজ্ঞাত্তি অন্যমনস্ক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে।

লরার কথা ভাবল রানা। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে ওর ওপর লরার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। মেয়েদের মধ্যে যা যা দেখলে ও খুশি হয় তার অনেকগুলোই লরার মধ্যে রয়েছে: সাদামাঠা সাজ, বাড়াবাড়ি নেই; নাক, চোখ, ভুরু, কপাল, ঠোঁট সব একই কারিগরের হাতে গড়া—ফলে একটার সাথে আরেকটার সামঞ্জস্য আছে; মেকআপের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তার চুল স্বাভাবিক ভাবে ঝুলে আছে, হাতের নখ লম্বা, রঙ করা নয়। তার কোন সাহায্যের দরকার হয় না, এমনকি পারফিউমও লাগে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নারী। আর তার ব্যক্তিত্ব, আলাদা কিছু নয়, রূপেরই একটা প্রসারিত শাখা মাত্র।

এই জাতের মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের নিয়ে খেলতে ভালবাসে, ভেড়া বানিয়ে মজা পায়। নিজেকে সাবধান করে দিল ও, বুঝে শুনে পা ফেল চাঁদ!

পিস্তলটা পরিষ্কার করার পর ট্রিগার মেকানিজম আর ম্যাগাজিন রিলিজ ক্যাচে তেল দিল রানা। আখিয়া আর লার্সের কথা ভাবল ও। বিশাল কিচেনে বসে ডিনার

খাওয়ার সময় তেমন কথাবার্তা বলেনি ওরা, রানাও কোন রকম উৎসাহ দেয়নি। ও যে একটু দূরে দূরে থাকতে পছন্দ করবে সেটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, ওর উপস্থিতিতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আবার নিজেদের আগের আলাপের ঢং ফিরে আসবে।

পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে আখিয়ার, সদা হাস্যময়ী, দশজনের খাটুনি একাই খাটতে পারে। রানার ব্যাপারে তার কৌতূহল পরিষ্কার বোঝা যায়। লার্সের বয়স সত্তর তো হবেই, আশিও হতে পারে। ভিটোর বাপের মালি ছিল সে, পুরানো লোক বলে তাকে বাদ দিয়ে কম বয়সী মালি রাখা হয়নি। তামাটে রঙের তোখা মুখ, চোখে নিষ্পাপ সরলতা। রানার দিকে বারবার এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন বলতে চায় এখানে তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

এ বাড়ির রান্নাবান্না ভাল। প্রথমে এল ভেজিটেবল সুপ আর গ্রিসিনি (রুটি), তারপর বিসটেক্কা (বীফ স্টেক), গোরগোনজোলা (ভেড়ার দুধ থেকে তৈরি হলদেটে সাদা পনির), রিসো (চাল আর সেল-ফিশ সহযোগে রান্না, বাঙালী রসনার জন্যে ভারি সুস্বাদু), সবশেষে ডোলসি (মিষ্টি আর ফল)।

ইটালিয়ান খাবার পছন্দ করে রানা, পরিচয়ও অনেক দিনের। চুপ করে থাকলে অন্যায় করা হবে, তাই আখিয়াকে একটু প্রশংসা করতে হল, 'চমৎকার রাঁধো তুমি।'

চেহারা দেখেই বুঝল, আখিয়ার মুখে খই ফুটতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি লার্সের দিকে ফিরল ও, বলল, 'বাড়ির চারদিকটা কাল আমাকে দেখাবে তুমি। লে-আউটটা আমার জানা দরকার।' এরপর উঠে নিজের ঘরে চলে আসে ও।

পিস্তলের ম্যাগাজিন থেকে নাইন এম এম বুলেট বের করে স্প্রিং চেক করল রানা। স্পেয়ার দুটোও পরীক্ষা করল। একটা বাক্স খুলে তিনটে ম্যাগাজিনেই গুলি ভরল। নতুন শোল্ডার হোলস্টারে তেল ঘষল, আরও নরম করার জন্যে।

লুবনা—সে-ই হবে সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাকে পাহারা দেয়ার জন্যেই ওকে রাখা। মন-মেজাজ ভাল থাকলে মেয়েটার সঙ্গ খারাপ লাগত না। কিন্তু এই বয়সের মেয়েরা কি রকম হয় জানা আছে ওর, ভয়টা সেজন্যেই। নিশ্চয়ই খুব ছটফটে মেয়ে, ঠোঁটে এক কোটি প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রথম একবার দেখে সব বোঝা যায় না, কিন্তু রানার মনে হয়েছে মেয়েটা মায়ের ঠিক উল্টো স্বভাব পেয়েছে, অথচ চেহারায় মায়ের আদল অনেকখানিই আছে, তবে মায়ের চেয়েও সুন্দরী।

রানাকে ওপরতলায় নিয়ে এসে ঘর দেখিয়ে দিয়েই চলে যায়নি লুবনা, ভেতরে ঢুকে রানার পিছনে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। খোলা সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করে ওয়ারড্রোবে সাজাচ্ছিল রানা, থেমে থেমে এক-আধটা প্রশ্ন করছিল মেয়েটা। বোঝাই যাচ্ছিল, রানার আগমন ওর জীবনে বিরাট একটা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ঘটনা। বাড়িতে ওর বয়েসী আর কেউ নেই, স্কুলে যাওয়া বন্ধ, মা তার নিজের রূপ-যৌবন আর সোসাইটি নিয়ে ব্যস্ত। রানার জানা আছে, এ-ধরনের মায়েরা নিজের মেয়েকেও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ওর ধারণা হল মেয়েটার বোধহয় খুব একঘেয়ে জীবন। তা যদি হয়, বিস্তিরি একটা ঝামেলা হয়ে দেখা দেবে লুবনা। বডিগার্ডকে স্রেফ রক্ষক বলে মনে করবে না, তার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করবে। বন্ধুত্ব চাইবে।

লুবনার প্রথম প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশকে নিয়ে। এক কথায় জবাব দিয়েছিল রানা, অনেকদিন দেশে ফেরেনি ও। কিন্তু তবু তাকে নিরুৎসাহিত করা যায়নি। বাংলাদেশের সীমা কি? ওটা কি ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য? বাংলাদেশীরা কি খেতে ভালবাসে? রয়েল বেঙ্গল টাইগার কত বড় হয়? বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে রানা, তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে বলেছে, আমি এখন ক্লান্ত। অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে চলে গেছে।

হোলস্টারে তেল মাখানো শেষ করে তাতে বেরেটা ভরল রানা। খাটের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রাখল সেটা, খাটটা বালিশের কাছাকাছি থাকল। টেবিলের কাছে ফিরে এসে একটা রোড ম্যাপ খুলল, মিলান আর কোমোর মাঝখানের রাস্তাটা দেখানো হয়েছে তাতে। কাজের টেকনিক্যাল দিকগুলো জেনে নিতে চায় রানা। গোটা ব্যাপারটাকে সামরিক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করল। একটা 'সম্পদ'কে রক্ষা করতে হবে তার। শক্তিশালী এক শত্রু এটা দখল করার চেষ্টা করতে পারে। তার 'সম্পদ' ওরা দখল করার জন্যে ঘাঁটিতে হামলা চালাতে পারে, তারমানে বাড়িতে; কিংবা ঘাঁটির বাইরে, হয় প্রায়ই যাওয়া হয় এমন কোন ঠিকানায় বা আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে কোথাও, তারমানে স্কুলে অথবা রাস্তায়।

ঠিক হয়েছে সকালে বাড়ির ভেতর-বার সব ঘুরিয়ে দেখানো হবে ওকে। আর লুবনা ওকে স্কুল দেখিয়ে আনবে। স্কুলের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট জানতে হবে ওকে। তবে, ওর ধারণা, কিডন্যাপ করার চেষ্টা হলে রাস্তাতেই কোথাও হবে, কাজেই কোন ছক না রেখে যখন খুশি ইচ্ছেমত রাস্তা বদল করে আসা-যাওয়া করাটা জরুরি। ম্যাপ দেখে জানা গেল, স্কুলে যাওয়ার জন্যে ক'টা রাস্তা ব্যবহার করা সম্ভব। মার্জিনে কিছু নোট লিখল রানা।

এরপর ওভারহেড থেকে সুটকেসটা নামাল ও। ভেতরে কাগজে মোড়া কয়েকটা বোতল রয়েছে। একটা গ্লাস খুঁজে নিয়ে তাতে খানিকটা হুইস্কি ঢালল।

ইজি চেয়ারে বসে খাচ্ছে রানা। রাত অনেক হল। এক সময় পুরো বোতলটাই খালি করল ও। বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় কোনমতে কাটতে চায় না।

'জানো, লোকটাকে লুবনার পছন্দ হয়েছে।'

মাথা নাড়ল ভিটো। 'গভর্নেস থাকবে না, তাতেই ও আত্মহারা। লোকটা যদি কাউন্ট ড্রাকুলা হত তাও তাকে পছন্দ করত ও।'

'উঁহুঁ, তুমি জান না,' বলল লরা। 'ওতে যাবার আগে লুবনার সাথে আমার কথা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, তোর বডিগার্ড লোক কেমন? ঠোঁট উল্টে কি বলল জান? বলল ভারি অহঙ্কারী।'

'তাহলে যে বলছ পছন্দ হয়েছে ওর?'

'তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, অহঙ্কারী বলছিস কেন? লুবনা বলল, আমার দিকে একবার ভাল করে তাকালও না। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম, হুঁ-হাঁ করে রয়ে গেল। এরপর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি লুবনাকে,' বলল লরা। 'লুবনা নিজেই বলল, লোকটা আসলে পাক্কা অভিনেতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানালার পর্দা একটু সরিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দেখি, খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আমাকে না দেখে কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল চেহারা, চোখে অপরাধ অপরাধ ভাব। গম্ভীর না হই, আসলে প্রথম প্রথম তো, একটু ভাঁট দেখাচ্ছে।'

সশব্দে হেসে উঠল ভিটো। 'তোমার মেয়েও তো দেখছি কম অভিনয় জানে না!'

'কিন্তু আমি ভাবছি, এত থাকতে বডিগার্ডের চাকরি করতে এল কেন?' যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল লরা। 'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।'

'রহস্য আবার কি থাকবে,' বলল ভিটো। 'আজকাল ভাল একটা চাকরি পাওয়া খুব কঠিন।'

'ওর কি বিয়ে হয়েছে? কোথাও বাড়িঘর আছে?'

'কি জানি।'

'আপদা একটা না থেকেই পারে না,' বলল লরা। 'কি যেন একটা ধরতে পারছি না। আত্মবিশ্বাসী লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু বেশিদিন হয়নি কোথাও একটা ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে হয়। হয়ত কোন মেয়ে ধোঁকা দিয়েছে।'

ভিটো হাসল। 'মেয়েলি অনুমান এরচেয়ে ভাল আর কি হবে।'

'না,' মাথা নাড়ল লরা। 'আমারই ভুল। মেয়ে-টেয়ের ব্যাপার নয়। ওর ব্যক্তিত্বের একটা অংশ যেন হারিয়ে গেছে। যাই বল, লোকটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে।'

ভিটো খুশি আর তৃপ্ত। লরা লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এ আশঙ্কা তার নেই। স্ত্রীকে সে অনেক দিন থেকে চেনে, অনেক আগেই এ-ধরনের ভয় তাকে ছেড়ে গেছে। জানে, পুরুষমানুষ লরার একটা প্রিয় সাবজেক্ট, স্টাডি করতে পছন্দ

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করে। কে কোন্ প্রকৃতির মানুষ, আবিষ্কার করতে ওর মজা লাগে।

'কিন্তু তুমি আমাকে বললে ও নাকি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। ভয় শব্দটা বোধহয় ভুল। এক অর্থে, সত্যি ও একটা হুমকির মত। বুনো একটা জানোয়ার, কিন্তু পোষ মেনেছে। তবু এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। আফ্রিনিদের অ্যালসেশিয়ানটার কথা মনে আছে তোমার? পাঁচ বছর থাকার পর খোদ মালিককেই একদিন কামড়ে দিল।'

'ও কুকুর নয়, লরা!'

'আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। লোকটার মনে কি যেন একটা আছে। ভেব না আমি বিপদের আশঙ্কা করছি। হয়ত এটাই ওর ভঙ্গি। তবে, ওর সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। ওর অতীত, ওর স্বভাব, অনুভূতি সব।'

ছয়

সামনের সিটে রানার পাশে বসেছে লুবনা। কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা, রাস্তার ওপর নজর রাখতে হবে ওকে। একটু অবাকই হয়েছে লুবনা, কারণ মেইন কোমো-মিলান রোডে রয়েছে ওরা, গাড়ি চালানো খুব সহজ, পথ ভুল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রানার উদ্দেশ্য, সহজে চোখে পড়ে না অথচ বিপদ আসতে পারে এই রকম জায়গাগুলো আবিষ্কার করা—যেখানে গাড়ির গতি কমাতে হবে বা বাঁক নিতে হবে, অথবা যে-সব জায়গায় কাছেপিঠে বিল্ডিং নেই। বেশ কয়েকটা স্পট আবিষ্কার করল ও, ম্যাপে নোট করল সেগুলো। আধ ঘন্টা পর শেষ বাঁকটা দেখাল লুবনা, কয়েক মিনিট পর স্কুল-গেটের সামনে থামল গাড়ি। লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো একটা পিতলের হাতল ধরে টানল লুবনা। গাড়িতে বসে উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় সার সার বর্শা আকৃতির লোহার পাত লক্ষ করল রানা। দেখল ভারি গেটের সামনে কোন রকম আড়াল নেই।

লুবনার চোখ বরাবর গেটের গায়ে একটা শাটার খুলে গেল। ভেতর থেকে কেউ দেখল ওকে। দু'একটা কথা হল। তারপর প্রৌঢ় এক দারোয়ান ধীরে ধীরে খুলে দিল গেট। হাত খাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল লুবনা, গেট পেরিয়ে এগোল, গাড়ি নিয়ে তার পিছু নিল রানা। ভেতরে একটাই বিল্ডিং, হলুদ আর সবুজ লতাপাতায় ঢাকা। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। শেডে গাড়ি থামিয়ে লুবনাকে অনুসরণ করল রানা। আঙুল দিয়ে এটা-সেটা দেখাল লুবনা। খেলার মাঠ, মাঠকে ঘিরে থাকা রানিং ট্র্যাক, বিল্ডিংটার ঠিক পিছনে ছোট্ট একটা বাগান, বাউন্ডারি ওয়ালের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। সুইমিং পুলও আছে, সেটা পিছন দিকে।

চারদিক একবার ঘুরে দেখে নিয়ে স্কুল-ভবনের সামনে চলে এল ওরা। স্কুলের ভেতরটা মোটামুটি নিরাপদ লাগল। সারা মুখে পবিত্র হাসি নিয়ে বয়স্কা এক

মহিলা বেরিয়ে এলেন, সব ফুল সাদা। ছুটে গিয়ে তাঁর দুই গালে চুমো খেল লুবনা, হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে এল রানার সামনে। 'ইনি সিনোরা মিরিয়াম, আমাদের হেডমিসট্রেস,' রানাকে বলল সে। তারপর বৃদ্ধার দিকে ফিরল, চেহারায় উথলে ওঠা গর্ব। 'ও হাসান, আমার বডিগার্ড।'

'মি. হাসান,' শুদ্ধ করে দিলেন হেডমিসট্রেস।

মাথা নাড়ল লুবনা, হাত ঝাপটা দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। 'ও আমাকে শুধু হাসান বলতে বলেছে।'

করমর্দন করল ওরা, হেডমিসট্রেস ওদেরকে কফি খাওয়ার জন্যে ভেতরে ডাকলেন। একেবারে ওপরতলায় ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে ভদ্রমহিলার। অনেক আসবাবপত্র, কিন্তু সবই খুব হালকা। মেঝে ছাড়া প্রতিটি সমতল জায়গায় ফ্রেমে বাঁধানো গ্রুপ ফটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিগুলো রানা দেখছে লক্ষ করে হেডমিসট্রেস বললেন, 'ওরা সবাই আমার ছেলেমেয়ে। কয়েক শো হবে। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে চিরকাল ওরা খোকা-খুকুই রয়েছে।'

পরিবেশটা খুব ভাল লাগল রানার। স্কুল যে এত ঘরোয়া হতে পারে, ভাবা যায় না। আসতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল লুবনা, কারণটা বোঝা গেল।

মধ্যবয়েসী এক মেয়েলোক রূপালি একটা ট্রে নিয়ে এল। হেড মিসট্রেস নিজের হাতে পট থেকে কাপে কফি ঢেলে পরিবেশন করলেন। লুবনার সাথে আলাপ করছেন তিনি। তারপর, রানাকে অবহেলা করা হচ্ছে মনে করে, ফিরলেন ওর দিকে। 'এ-ধরনের কাজে অনেক দিন ধরে আছেন আপনি, মি. হাসান?'

'বডিগার্ড কখনও ছিলাম না,' বলল রানা। 'কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে।'

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কি দিনকাল পড়েছে। আমারও দুটো মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছিল। এখান থেকে নয়, ওরা আহতও হয়নি, আবার স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছে ওদের।' লুবনার হাঁটুতে হাত রাখলেন তিনি। 'আমাদের লুবনাকে আপনি দেখবেন। ও স্কুলে আসবে শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'আর ক'দিন বাড়িতে থাকলে দম আটকে মরেই যেতাম,' বলল লুবনা। বন্দী জীবনের বর্ণনা দিল সবিস্তারে। আপন মনে বকবক করে চলেছে লুবনা, হাসিমুখে শুনছেন বৃদ্ধা, একটা দুটো কথা যোগ করছেন তিনিও। গোটা পরিবেশটা চমৎকার লাগল রানার কাছে। কেমন যেন শান্তি রয়েছে মহিলার মধ্যে।

মিনিট কয়েক পর রানার সাথে লুবনার চোখাচোখি হল, দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়াল ওরা। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে ওদের সাথে সাথে হেডমিসট্রেসও এলেন। 'আপনি ইটালিয়ান নন,' বললেন তিনি।

'ও বাংলাদেশী, দেশটা নয় মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে,' বলে উঠল লুবনা। 'সে যুদ্ধে হাসানও ছিল।'

অবাক হয়ে গেল রানা, এসব লুবনা জানল কিভাবে? দেখল, আড়চোখে ওর

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া উপভোগ করছে লুবনা আর মুচকি মুচকি হাসছে। সাথে সাথে চেহারা গম্ভীর করে ফেলল রানা।

'আপনি এত ভাল ইটালিয়ান বলেন! নিশ্চয়ই নেপলসে শিখেছেন?'

'হ্যাঁ, একজন নিয়াপলিটানের কাছে।'

'তাই তো বলি!' সন্তুষ্ট দেখাল তাঁকে। স্কুল-ভবনের পিছন দিকের একটা দরজা দেখালেন তিনি। 'ওটা কিচেন। ছেলেমেয়েদের আমরা ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করি, তবু যদি আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়, সেইভকে বললেই কফি পাবেন।' বিষণ্ণ হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'এখন তো বেশ অনেকের সাথেই বডিগার্ড আসছে।'

রানা ধন্যবাদ জানাল। লুবনা তাঁর গালে চুমো খেল।

ফেরার সময় অন্য রাস্তা ধরল রানা।

লুবনাকে এবারও কথা বলতে নিষেধ করল ও। কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকল সে, কিন্তু স্কুল আর হেডমিসট্রেসকে দেখার পর উত্তেজিত হয়ে আছে, বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে রানার দিকে। এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল তোমার কেমন লাগত, হাসান?'

'ভাল না।'

'ওমা, সেকি!' বিস্ফারিত চোখে তাকাল লুবনা। 'কেন? তুমি বুঝি পড়া পারতে না?'

রানা চুপ। ভাবল, উত্তর না পেলে হয়ত দমে যাবে।

'হাসান, এটা কি তোমার ডাক নাম?'

'না।'

'কি সেটা?'

'নেই।'

এবার লুবনা কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করল না। 'স্কুল তোমার ভাল লাগত না—তারমানে তুমি খুব অসুখী ছিলে, না?'

বিরক্তি চেপে শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'সুখী হওয়াটা মনের একটা অবস্থা। ব্যাপারটা আমি কখনও পাত্তাই দিইনি।'

স্টিয়ারিং হুইল ধরা রানার হাতের দিকে চোখ আটকে গেল লুবনার। শুকনো কাটা দাগটা ওকে যেন জাদু করেছে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দাগটা ছুঁলো সে। 'কি করে হল এটা?'

ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল রানা, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'গাড়ি চালাবার সময় আমাকে ছোঁবে না।' কয়েকমুহূর্ত পর সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ও, এখুনি ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। 'আর শোনো, সারাক্ষণ বক বক করবে না। আমি গল্প করার জন্যে আসিনি। আমার সব কথা তোমার জানার দরকার নেই। বিপদ হলে তোমাকে

আমি রক্ষা করব—ব্যস।' সুরটা রুক্ষ, চাবুকের মত আঘাত করল লুবনাকে।

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লুবনা। তারপর সরে গিয়ে যতটা সম্ভব জানালা ঘেঁষে বসল।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। সরাসরি রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে লুবনা, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে আছে, চিবুক কাঁপছে। 'আর, দয়া করে কাঁদতে শুরু কোরো না।' ঝাঁকের সাথে বলল রানা, কেন কে জানে নিজের ওপর রেগে গেছে ও।

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে নিজের ওপর রাগ আরও বাড়ল রানার। 'আমি একটা দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিকে আমার মনোযোগ থাকতে হবে। কেউ যদি সারাক্ষণ কানের কাছে বক বক করে, তাহলে কি করে হয়!' স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত তুলে বাইরেটা দেখাল ও। 'সম্ভব-অসম্ভব সব রকম জগৎ রয়েছে ওখানে। সব রকম। সুখী আর অসুখী, ওখানে শুধু এই দু'দল লোক বাস করছে না। খারাপ মানুষও আছে। খারাপ কিছুও ঘটতে পারে। বড় হও, তখন বুঝবে।'

'এখন আর আমি ছোট নই।' দপ করে জ্বলে উঠল লুবনা। 'আমিও জানি খারাপ কিছু ঘটতে পারে। এমন কিছু অন্যায় করিনি যে এত কথা শুনতে হবে আমাকে। আর জেনে রাখ, আমি কাঁদছি না। ওই বয়সটা আমি পেরিয়ে এসেছি।'

কিন্তু লুবনার চোখে পানি ছলছল করছে, যদিও রানার দিকে স্থির হয়ে আছে তার অগ্নিদৃষ্টি।

রাস্তার পাশে গাড়ি সরিয়ে আনল রানা, থামল। চিন্তা করছে ও, নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু লুবনার নাক টানার আওয়াজ শোনা গেল। 'শোন,' এক সময় বলল রানা। 'আমি আসলে এই রকমই। দরকার ছাড়া কথা বলি না, কেউ বললে বিরক্ত হই। এটা তোমাকে বুঝতে হবে, আর তা না হলে তোমার বাবাকে বলে আরেকজন লোকের ব্যবস্থা কোরো।'

নাক টানার আওয়াজ থেমে গেল। স্থির হয়ে বসে আছে, সরাসরি সামনে তাকিয়ে। আচমকা দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে গেল সে, তারপর পিছনের দরজা খুলে ব্যাক সিটে উঠে বসল। 'আপনি আমাকে এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন, মি. ইমরুল হাসান।' মিস্টারের ওপর খুব জোর দিল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। ওর দিকে তাকাবে না লুবনা। পিঠ সোজা করে বসে থাকল, রাগে নাকের ফুটো দুটো কাঁপছে।

গাড়ি ছাড়ল রানা। মন একটু খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটাকে আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু ওর খেলার সাথী হবার জন্যে চাকরিটা নেয়নি সে। কথাগুলো এক সময় না একসময় বলতেই হত। ওর মা-বাবার বোঝা উচিত, ওর এখন একজন বন্ধু দরকার।

রবিবার। ডিনারের পর নিজের ঘরে বসে বই পড়ছে রানা। দরজায় নক হল।

~ SumoN ~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শরীরটা ভাল লাগছে না। আগের রাতে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল। প্রায় সারাদিনই ঘর থেকে বের হয়নি। ধরে নিয়েছিল লরা বা ভিটো কেউ একজন আসবে।

লরা।

'জানতে এলাম যা যা দরকার সব আপনি পেয়েছেন কিনা,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল সে।

হাতের বই টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। 'না, আর কিছুর আমার দরকার নেই।'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল লরা। 'খাবার ঠিক আছে তো? আথিয়া বলছিল সারাদিন প্রায় না খেয়ে আছেন আপনি।'

'রান্না তো খুবই ভাল। শরীর একটু খারাপ ছিল। এখন ভাল আছি।'

ঘরের একটু ভেতরে ঢুকল লরা। 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল---।'

চেয়ার খালি করে দিয়ে বিছানায় বসল রানা। এগিয়ে এল লরা। তার হাঁটার ভঙ্গি ভাল লাগল রানার—নর্তকীর মত, সাবলীল, যেন বাতাসে ভেসে এল। চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল সে। তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা আছে মোজায়। গায়ের রঙের সাথে মিশে গেছে, ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝাই যায় না মোজা পরে আছে।

'লুবনা কি আপনাকে খুব বিরক্ত করছে?' হঠাৎ জানতে চাইল লরা।

'ওকে বুঝতে হবে যে আমি নতুন কোন খেলনা নই,' স্পষ্ট করে বলল রানা।

মৃদু হাসি দেখা গেল লরার ঠোঁটে। 'একটু উত্তেজনা তো থাকবেই—বডিগার্ড পেয়েছে, আবার স্কুলে যাচ্ছে। মাস কয়েক খুব একঘেয়ে সময় কেটেছে ওর, আপনি যদি একটু সয়ে নেন খুব ভাল হয়।'

'কিন্তু আমাকে রাখা হয়েছে ওর নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে, ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে নয়।'

সায় দিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লরা। 'ওকে কিছু বলেছেন নাকি? আমাকে তো কিছু বলবে না ও, কিন্তু কাল রাতে খুব চুপচাপ দেখলাম ওকে, মনে হল রাগ করেছে।'

বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'দেখুন, আমাকে দিয়ে বোধহয় হবে না। আমি ঠিক সামাজিক লোক নই। আপনার স্বামীকে অন্য মানুষ দেখতে বলুন।'

লরার দিকে ফিরল রানা, দেখল এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'না, আপনার কথাই ঠিক। আপনি শুধু ওর নিরাপত্তার দিকটা দেখবেন। আর তাতেই আমরা খুশি।' হোলস্টারে ভরা পিস্তলটা তার দৃষ্টি কেড়ে নিল। খাটের স্ট্যাণ্ডের সাথে ঝুলছে ওটা। 'আপনার সাথে আর্মস আছে জানতাম না তো!' হাসল সে। 'জানি

বোকার মত হয়ে গেল কথাটা, কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস গোটা ব্যাপারটাকে কি রকম সিরিয়াস করে তুলেছে!'

রানা কিছু বলল না।

'আমি ভেবেছিলাম কারাতে বা ওই ধরনের কিছুতেই এক্সপার্ট হবেন আপনি।' হঠাৎ হাসানের ব্যাকগ্রাউণ্ড মনে পড়ে গেল তার। 'আন-আর্মড কমব্যাট, তাই না? আপনি তো একজন ইনস্ট্রাকটর ছিলেন।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে অনেক সময় আর্মড কমব্যাটের বিকল্প হয় না। পিস্তলটা হাতের কাছে থাকা ভাল, ব্যবহার করতে হোক বা না হোক।'

কথাটা ভাবল লরা। 'কিন্তু দরকার পড়লে ব্যবহার করবেন, তাই না, লুবনা যদি বিপদে পড়ে?'

'অবশ্যই।'

লরার কৌতূহল টের পেয়ে গেল রানা, বুঝল এরপর কি আসছে।

'আপনি তো যোদ্ধা ছিলেন, আর যুদ্ধ মানেই মানুষ মারার প্রতিযোগিতা—তা---মানে, কত লোককে মারতে হয়েছে আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লরা। 'আমি তো কল্পনাই করতে পারি না। যুদ্ধের সময় অবশ্য দূর থেকে গুলি করে মানুষ মারা হয়। কিন্তু কাছ থেকে, সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে মারা, নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা?'

'অভ্যেস হয়ে যায়। আর এই অভ্যেস যার হয়ে গেছে সে কিভাবে একটা নাবালিকা মেয়েকে সঙ্গ দেবে?'

হেসে উঠল লরা। 'আমি এই জন্যে খুশি যে লুবনার বডিগার্ড মোমের পুতুল নয়।' হঠাৎ করেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'নিচে একটা অতিরিক্ত টু-ইন-ওয়ান আছে। আথিয়াকে বলব, নিয়ে এসে দেবে আপনাকে। গান আপনার ভাল লাগে?'

'কিছু কিছু গান।'

'কি ধরনের?'

'দেশী আর কান্ট্রি সঙস্।'

'দেশী মানে কি রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

সরাসরি তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীতও। কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আমি না, আমার স্বামী,' উঠে দাঁড়াল লরা। এশিয়ায় তো ওকে প্রায়ই যেতে হয়। একবার নাকি ঢাকাতেও গেছে। কোথাও গেলে কোন খবর জানতে আর বাকি রাখে না ও। সেদিন দেখি লুবনা ওর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে সব জেনে নিচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কান্ট্রির ক্যাসেট তো নেই আমাদের।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'তবে মিলানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কাল আমরা যাচ্ছি ওখানে। লাঞ্চ আছে।'

রানাকে আরও ক'সেকেণ্ড দেখল লরা। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'ঠিক আছে, লুবনাকে আমি বলে দেব। আসলে আমাদের আরও ছেলেমেয়ে থাকলে ভাল হত। বেচারি একেবারে একা পড়ে গেছে।'

লরা বিদায় হতে চেয়ারে বসে বইটা তুলে নিল রানা। কিন্তু পড়ায় আর মন বসল না। ওয়ারড্রোব খুলে সুটকেস থেকে একটা বোতল বের করল।

আউন্স দুয়েক হুইস্কি খেয়ে আবার বইটা নিয়ে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কাজ হল না। লরা এসে সব গোলমাল করে দিয়ে গেছে। অমোঘ মহিলার রূপের টান।

আড়াইটার দিকে বেরিয়ে আসব,' বলল লরা। রেস্তোরাঁর পাশের সরু গলিটা দেখাল সে। 'ওখানে পার্ক করবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, বলল, 'পুলিস যদি আমাকে সরিয়ে দেয়, একটা চক্কর মেরে আবার ফিরে আসব। আপনি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরোল লরা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। দু'ঘণ্টা কাটাতে হবে।

মা আর মেয়েকে ব্যাক সিটে নিয়ে সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে রানা। গাড়িতে উঠে লরা ওকে বলল, টু-ইন-ওয়ান আথিয়াকে দেয়া হয়েছে। স্কুলে যাবার পথে আর কোন কথা হয়নি। সারাটা পথ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রানাকে এড়িয়ে গেছে লুবনা।

স্কুল গেটের বাইরে ইউনিফর্ম পরা একজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি থামতে জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে, লরা তাকে হাসানের পরিচয় জানাল। কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখল গার্ড, চেহারাটা স্মৃতিতে গেঁথে নিল। একটু ফাঁক করা ছিল গেট, লুবনা নামতে যাচ্ছে দেখেই দ্রুত বাধা দিল রানা, 'নড়বে না!'

গাড়ি থেকে নেমে গার্ডকে পাশ কাটাল রানা, গেটের ভেতরটা ভাল করে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল ও, গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ইঙ্গিতে নামতে বলল লুবনাকে। মাকে চুমো খেয়ে লাফ দিয়ে নামল লুবনা। রানার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে থাকল সে, যেন ওর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। গার্ড লোকটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'আপনি খুব সাবধানী,' মন্তব্য করল লরা।

'অভ্যেস।'

'লুবনার সাথে কথা বলেছি আমি। বলেছি, আপনাকে যেন বিরক্ত না করে।'

'ধন্যবাদ।'

'কাল রাতে আপনার সাথে কি কথা হয়েছে, ওকে বলিনি। শুধু বলেছি, আপনার মন ভাল নেই, তাই আপনার সাথে বেশি কথা না বলাই ভাল। ও আপনাকে ভদ্র পাক বা খারাপ চোখে দেখুক সেটা আমরা চাই না।'

লরা রেস্তোরাঁর ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবার পর গাড়ি নিয়ে রেল স্টেশনে চলে এল রানা। একটা বুকস্টল থেকে কয়েকটা বই কিনল, অবসরের সঙ্গী। তারপর টেলিফোন অফিসে এসে ফোন করল রেমারিককে।

হ্যাঁ, কাজ শুরু করেছে সে; কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কেমন লাগবে এখনও ঠিক বলতে পারছে না। তবে, ওদের বাড়ির রান্নাটা ভাল। এরপর রিসোকে ফোন করে আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাল রানা। বলল, হপ্তা দুয়েক পর রিসো আর জুলিয়ানাকে ডিনার খাওয়াতে চায় ও।

দিন দুয়েক ওদের বাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে রানা। রেমারিকের আর সব আত্মীয়স্বজনদের মত রিসো আর জুলিয়ানাও ওকে নিকটতম আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ওদের খুব সুখের সংসার, তার স্পর্শ রানাও পেয়েছে। জুলিয়ানা রোমের মেয়ে, খুব লম্বা। রিসোর সাথে তার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেয়েটা যেমন হাসতে পারে, তেমনি হাসাতেও পারে।

স্টেশনের বাগোয়া দোকানগুলোয় ঢুঁ মারল রানা। একটা দোকানে হিন্দী গানের কিছু ক্যাসেট পাওয়া গেল, কিন্তু বাংলা কোন ক্যাসেট নেই। কেনি রজার্স, জনি ক্যাশ আর ড. হুক-এর কয়েকটা ক্যাসেট কিনল ও। লিণ্ডা রনস্ট্যাড আর ডলি পারটন-এর ক্যাসেট মাত্র একটা দোকানে পাওয়া গেল। সায়গলের একটা ক্যাসেটও কিনল ও, 'সো যা রাজকুমারী' গানটা আছে ওতে। কেন কিনল, নিজেও বলতে পারবে না।

আড়াইটা থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হল। রেস্তোরাঁ থেকে লরা বেরুল তিনটের সময়, সাথে একটা লোক আর তার স্ত্রী। সবাই খুব হাসিখুশি। গাড়ি থেকে নামল রানা, দু'জনের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিল লরা।

'এঁরা আলবারগো লোরান আর অলিভা লোরান—হাসান।'

লোরানকে পছন্দ হল না রানার। তার কুঁতকুঁতে চোখ, অস্থির দৃষ্টি দেখে মনে হল লোকটা সুযোগসন্ধানী, মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে বেশভূষায় খুব পরিপাটি, যদিও কাপড় ঠেলে বেরিয়ে থাকা ভুঁড়িটা রীতিমত অশ্লীল। আর অলিভা লোরানকে সাদামাঠা মহিলা বলে মনে হল—খায়, ঘুমোয় আর মার্কেটিং করে বেড়ায়।

লোরান ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'শুনলাম আপনি নাকি প্যালেস্টাইনীদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ইসরায়েলিরা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

'নিশ্চয়ই সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না?'

মাথা নাড়ল রানা। মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলল অলিভা, লরার কানে কানে ফিসফিস করল, 'আদৌ কথা বলে?'

'কি বলছ!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল লরা। লোকটার দিকে ফিরে তার গালে চুমো খেল সে। 'লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ, লোরান। কথা দিচ্ছি, অলিভাকে বেশি খরচ করতে দেব না।' অলিভাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল সে। লোরানের দিকে তাকিয়ে আবার একবার মাথা ঝাঁকাল রানা, ছেড়ে দিল গাড়ি। গাড়ির দিকে তাকিয়ে ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকল লোরান। ভিউ মিররে তাকে দেখতে পেল রানা।

লোকটাকে ওর অন্যমনস্ক বলে মনে হল।

পরবর্তী দেড়ঘন্টা কেনাকাটা করল ওরা। তারপর রানা লুবনার কথা মনে করিয়ে দিল লরাকে।

আঁতকে উঠল লরা। 'সেকি, এরই মধ্যে পাঁচটা বেজে গেল! ঠিক আছে, আপনি যান। ভিটোকে ফোন করব, নিয়ে যাবে আমাদের।'

স্কুলের ভেতর ঢুকে শেডে গাড়ি থামাল রানা। আরও অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে শেডে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে এদিকে আসতেও শুরু করেছে। গাড়ি থেকে নামল না রানা। লুবনাকে এখনও দেখতে পায়নি ও।

মিনিট পাঁচেক পর আরও দুটো মেয়ের সাথে দেখা গেল লুবনাকে, স্কুল ভবনের পিছন দিক থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে এল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ে গল্প করছে তিনজন, বার কয়েক রানার দিকে তাকাল। তারপর ভেঙে গেল দলটা, মেয়ে দুটো একটা মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে এল, লুবনা আবার সুইমিং পুলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়ে দুটোকে নিয়ে চলে গেল মার্সিডিজ। বিশ মিনিট পর আবার দেখা গেল লুবনাকে, ক্লাস রুম থেকে বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল রানা। ওর পাশ ঘেঁষে যাবার সময় হাতের ব্যাগটা নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিল লুবনা। স্ট্র্যাপ ধরে ব্যাগটা নিল রানা।

'মা এল না?'

'তোমার মা তোমার বাবার সাথে ফিরবেন,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল লুবনা। দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

পথে কোন কথা হল না। কিন্তু বারবার চোখাচোখি হল ওদের রিয়ার ভিউ মিররে। মনে মনে হাসল রানা, কথা বলার জন্যে মরে যাচ্ছে লুবনা, রানার দিক থেকে সামান্য সাড়া পেলেই ছুটিয়ে দেবে তুবড়ি।

রাতে ডিনার খেতে বসে আজও আবার আথিয়ার প্রশংসা করতে হল

রানাকে। রানার কাছ থেকে মাত্র একবার শুনেই চমৎকার খিচুড়ি রেঁধেছে সে, সাথে ভাজা ইলিশ। আজকের ইটালিয়ান পদগুলোও নতুন, একেকটার এক-একরকম স্বাদ।

প্রশংসাটুকু নিঃশব্দে উপভোগ করল আথিয়া। ইতিমধ্যে সে জেনেছে, এই বিদেশী লোকটা বাচালতা একেবারেই পছন্দ করে না।

ডিনার শেষ করেই উঠে পড়া দৃষ্টিকটু, তাই বই নিয়ে বসল রানা। পোপকে নিয়ে আলোচনা শুরু করল আথিয়া আর লার্দো। রানার নির্বাক উপস্থিতি মেনে নিয়েছে ওরা। কিচেনের পরিবেশ শান্ত।

নিজের কামরায় ফিরে এসে টু-ইন-ওয়ানে একটা ক্যাসেট ভরল রানা। ড. হুক প্রেম আর অতীত নিয়ে গাইল। বোতল বের করে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি নিল রানা। দিনটার কথা ভাবল ও। খুব খারাপ কাটেনি। অন্তত, তার কাছ থেকে কি আশা করা যাবে আর কি আশা করা যাবে না, এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া গেছে।

একতলা। নিচে বিছানায় শুয়ে জেগে আছে লুবনা। ঘরের জানালা খোলা, গানের মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। খানিক পর গানটা থেমে গেল। নতুন একটা ক্যাসেট শুরু হল এবার। কর্কশ, ভারি, একটু নাকা গলা। কিন্তু ইটালিয়ান নয়, ইংরেজিও নয়, এই ভাষা আগে কখনও শোনেনি লুবনা। একের পর এক গান বাজছে। কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর শেষ গানের প্রথম কয়েকটা শব্দ যেন ধরতে পারল। সো যা রাজকুমারী…এর মানে কি?

গানটা শুনছে লুবনা, আর তার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। একবার সে ভাবল, এটা কি ঘুমপাড়ানি গান? হঠাৎ তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। গান থেমে গেছে। কিন্তু আবার বাজল ক্যাসেট। আবার সেই একই গান, সো যা রাজকুমারী… শুনতে শুনতে এবার ঘুমিয়ে পড়ল লুবনা।

সাত

লুবনাকে দেখার জন্যে বাড়িতে লোক রয়েছে, কাজেই স্বামীর সাথে এখন আবার বিদেশে যেতে পারে লরা। এশিয়া বা আফ্রিকা ভ্রমণে তার তেমন কোন উৎসাহ নেই, কিন্তু ভিটো ইউরোপের কোন শহরে বা আমেরিকায় গেলে সাথে যাবার সুযোগটা কখনও ছাড়েনি সে। স্ত্রী সাথে গেলে ভিটোও খুব খুশি হয়। সাধারণত বোটের বাজার ধরতে যায় সে, লরার রূপ আর ব্যক্তিত্ব তার বিক্রি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

হাসানের ছুটিছাটার ব্যাপারটা কি রকম হবে আলোচনা করতে ভুলে গেছে ভিটো। তারা স্বামী-স্ত্রী দেশের বাইরে গেলে লুবনার সাথে থাকতে হবে হাসানকে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আলোচনার দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিল ভিটো, বলতেই হাসান রাজি হয়ে গেল দেখে স্বস্তিবোধ করল লরা। ছুটির ব্যাপারে রানা কিছু ভাবেইনি। লরাকে সে বলেছে, মাঝেমধ্যে তাকে বাইরে ডিনার খেতে হতে পারে, তবে সেটা ওরা যখন বাড়িতে থাকবে তখন। লরা উপলব্ধি করল, লোকটার কোন সংসার বা বাঁধন না থাকায় মস্ত সুবিধে হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে প্যারিসে চলে গেল ওরা।

ডকইয়ার্ডের জন্যে নতুন মেশিনপত্র কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে যাচ্ছে ভিটো। মেশিনগুলোর দাম পড়বে প্রায় চারশো মিলিয়ন লিরা। ফ্রেঞ্চরা যদি মোটা অঙ্কের বাকি না দেয়, হতাশ হয়ে ফিরতে হবে তাকে। নিজের ওপর তার আস্থা আছে, ওদেরকে রাজি করাতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। তাছাড়া, সাথে একটা জাদুর কাঠি অর্থাৎ লরা থাকছে। ও যদি কোম্পানির ডিরেক্টরদের দু'একজনকে মুগ্ধ করতে পারে, তাতেই নব্বই ভাগ কাজ হয়ে যাবে।

মা-বাবার অনুপস্থিতি মানে কিচেনে বসে খাবে লুবনা। লুবনার আচরণে রানা খুশি—মেয়েটা ওকে এড়িয়ে চলে। রানার ওপর রাগ দেখায়-না সে, কেয়ারা থেকে অভিমানের ছাপটুকুও মুছে ফেলেছে। ভাবটা যেন কিছুই ঘটেনি বা ঘটছে না, রানা যেন একটা দরকারি কিন্তু একঘেয়ে জীব।

কাজেই খেতে বসে তার কথা বলার লোক বলতে আথিয়া আর লার্দো। খুব আদরের সাথে তাকে উপদেশ দেয় আথিয়া, 'এত কম খায় না, মা-মণি। তোমার এখন উঠতি বয়স, সামনে যা দেয়া হবে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে···।'

রানা না থাকলে আথিয়ার সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে দিত লুবনা। কিন্তু এখন সে শুধু চুপচাপ থাকে, মুখ তুলে তাকায়ও না। বুড়ো লার্দোর সাথে তার ভারি ভাব, শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে কথা বলে। পাল্টা কোন জবাব না পেয়ে উপদেশ দেয়ার উৎসাহ এক সময় হারিয়ে ফেলে আথিয়া, আর তখনই আলাপ শুরু করে লুবনা। সে, লার্দো আর আথিয়া গল্প করতে থাকে। রানা লক্ষ্য করেছে, ওরা দু'জনেই মেয়েটাকে খুব ভালবাসে, ওদের সাথে লুবনা খাচ্ছে দেখে দু'জনেরই আনন্দের সীমা নেই।

কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই আসলে লুবনার একটা চাল। মায়ের মতই মেয়ের মধ্যেও রয়েছে স্বভাবসুলভ অভিনয় প্রতিভা। রানার প্রতি তার আচরণ একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ মাত্র। অত্যন্ত সাবধানে, একটু একটু করে এগোচ্ছে সে, রানা যেন কিছু টের না পায়।

প্রথমে লুবনা ঠিক করল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে সে, আবিষ্কার করবে লোকটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় কি দুর্বলতা আছে। দুর্বলতা যে আছে সে ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। জীবন আর দুনিয়া সম্পর্কে আগ্রহ নেই, এমন মানুষ প্রেফ থাকতে পারে না। কাজেই সে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষার সময়টা কাটছে আথিয়া আর লার্দোর সাথে গল্প করে। রানার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর আছে

তার, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওর ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ বা মাথাব্যথা নেই।

দিন কাটতে লাগল, সেই সাথে চলতি সময় আর পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখল রানা। সচেতনভাবে কিছু চিন্তা না করেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা শিথিল করল ও, পছন্দ না হলেও কারও কারও আচরণ এখন ও সইতে পারে। এমন কিছু ঘটছে না যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমন কিছু অর্জন করার নেই যে প্ল্যান করতে হবে, তেমন কিছুর সাথে নিজেকে জড়ায়নি যে ভাবাবেগের রাশ টেনে ধরতে হবে। চাকরিটা আরামের, সময়টা কেটে যায়। এভাবে কতদিন চলবে, ভাবেনি ও। আপাতত ও খুশি, কারও সাথে কোন বিরোধ নেই, অভিযোগও নেই।

ওর মদ খাওয়া একটু কমেছে। কোন কোন সকালে দেখা যায়, বোতলের নিচের দিকে এক-আধটু হুইস্কি রয়ে গেছে।

একটা রুটিন দাঁড়িয়ে গেল। সকালে লুবনাকে স্কুলে দিয়ে আসে রানা, বিকেল পাঁচটায় ফিরিয়ে আনে। মাঝখানের সময়টা ওর ছুটি। মাঝেমধ্যে মিলানের সুপার মার্কেটে গিয়ে দু'একটা বই বা ক্যাসেট কেনে, বেশিরভাগ দিন সোজা বাড়িতে ফিরে আসে। বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়িটা, কোথাও ঝোপঝাড় গজিয়েছে, পিছনে দু'এক জায়গায় ভেঙে গেছে পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। মালি লার্দোকে অনেক কাজে সাহায্য করে ও। কোথাও কোন কাজ পড়ে থাকতে দেখলে কাউকে কিছু না বলে নিজেই সেটা হাতে নেয় ও। ওর এই অভ্যেসটা দেখে রেমারিক একদিন মন্তব্য করেছিল, আর কিছু না, এ হল অপরাধবোধ—জীবনের বেশিরভাগ সময় তো এটা-সেটা ধ্বংস করেই কাটল, কিছু মেরামত না করলে কি চলে? প্রেফ একটা কথার কথা, আসল ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, রেমারিকও সেটা জানে। বেশিরভাগ ধ্বংসই করেছে রানা, গড়েছে কম, কিন্তু সেগুলো ছিল ন্যায়, সভ্যতা আর শান্তির পথে এক একটা বাধা। এই বাধা ভাঙতে না পারলে সৃষ্টি গতি পাবে না, কাজেই এই ধ্বংসের মধ্যেও কম গৌরব নেই।

লার্দো একা সব কাজ পেরে ওঠে না। রানার উৎসাহ দেখে তার প্রাচীন রক্তে যেন বান ডাকল। বাড়ির পিছন দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে, তারপর প্রায় খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। ওদিকেই ঝোপঝাড় জন্মেছে, কাঠের বেড়াটাও মেরামত করা দরকার। লার্দো বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে এড়িয়ে গেছে ভিটো, টাকা আর বের করেনি। প্রথমে দু'জনে মিলে ঝোপঝাড় কেটে সাফ করল ওরা। তারপর নিজের পকেটের টাকা থেকে কিছু কাঠ, তার ও পেরেক কিনে আনল রানা। বেড়াটা মেরামতের কাজে হাত দিল ওরা, শেষ করতে কয়েক হপ্তা লাগবে। ভিটো কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, বাড়ির নিরাপত্তার জন্যে ভাঙা বেড়া একটা হুমকি হয়ে ছিল।

সারাদিন খাটতে হয়, তাই সন্ধে হতে না হতেই প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ডিনারে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বসে পড়ে ওরা। সবাই ধরে নিয়েছিল লুবনা এত তাড়াতাড়ি খেতে আসবে না। কিন্তু দেখা গেল সে-ও সময় মত হাজির হয়ে যায়। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে এক কি দু'ঘন্টা কিচেনে বসেই বই পড়ে রানা, কিংবা টেলিভিশন দেখে। বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে গল্প করে।

ঠিক এই রকম একটা সময়ে, মা-বাবা ফিরে আসতে আর দু'দিন বাকি আছে, হাসানের বর্মে প্রথম ফুটোটা দেখতে পেল লুবনা। টেলিভিশনে ভাল কিছু না থাকলে সেদিনের খবরের কাগজ অথবা কোন পত্রিকা পড়ে সে। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়তে হয় তাকে, কারণ কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে আখিয়া আর লার্দো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায় সব।

সেদিন লুবনার পড়া শেষ হতেই আখিয়া আর লার্দোর প্রশ্নপর্ব শুরু হল। ওদের কথায় মন ছিল না রানার, কিন্তু একটা শব্দ ওর কানে বাজল—প্যালেস্টাইন। লার্দো একটা প্রশ্ন করেছে, উত্তরে লুবনা বলল, 'এখানে লিখেছে লেবাননে কমান্ডো হামলা চালিয়ে প্যালেস্টাইনীদের একটা ঘাটি ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েলিরা। প্যালেস্টাইনীরা ঠিক কি চায় তা তো আমি বলতে পারব না।'

এই প্রথম ওদের আলোচনায় যোগ দিল রানা। প্যালেস্টাইন জায়গাটা কোথায়, ইহুদিদের জবরদখল, অত্যাচার, উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনীদের দুর্দশা, তাদের গেরিলা ট্রেনিং, দলাদলি, ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলল ও। গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনল ওরা।

এরপর লুবনা আরেকটা প্রসঙ্গের অবতারণা করল। তৃতীয় বিশ্ব কি? ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও চলে এল। ব্রিটিশরা কিভাবে শোষণ করেছে কিভাবে পাচার হয়েছে সম্পদ; সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেন আজও অশিক্ষা, গোঁড়ামি আর কুসংস্কার, সব বিষয়েই দু'চার কথা বলল রানা।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল ও, বইটা তুলে নিল হাতে। গোটা ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত, ওর কাছ থেকে কেউ আশা করেনি। লুবনা কোন রকম চাপ তো দেয়ইনি, সরাসরি একটা প্রশ্নও করেনি রানাকে। রানা থামতে আখিয়ার সাথে আলাপ জুড়ে দিল সে। কয়েক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল রানা, ভারি গলায় গুডনাইট বলে নিজের কামরায় চলে গেল।

ওর পিছনে দরজা বন্ধ হতে আপনমনে হাসল লুবনা। 'তোমার একটা দুর্বলতা টের পেয়ে গেছি,' মনে মনে বলল সে। 'এক পা এগোলাম।'

পরদিন স্কুলে যাবার পথে বা ফেরার পথে লুবনা একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সেদিন ডিনারের পর টেলিভিশন দেখায় মন দিল সে। রানার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা। কিন্তু মেয়েটার ষড়যন্ত্র যদি টের পেত, অশান্তি পেয়ে বসত ওকে। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হত, লুবনার রণ-কৌশল নিখুঁত সামরিক নিয়মে বাঁধা। প্রথমে টার্গেট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা

ধারণা। তারপর দুর্বলতা আবিষ্কার। সবশেষে শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার ব্যবস্থা করা, আর তারপরই পিছন দিয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে ঘাঁটি দখল করে নেয়া। লুবনা সত্যি একজন গেরিলা নেতা হতে পারত।

রিসো আর জুলিয়ানাকে নিয়ে মিলানের মনোরেলি'স-এ ডিনার খেতে এল রানা। রেস্তোরাঁর ব্যাপারে সুপারিশ ছিল আখিয়ার। মিলানে আসার পর প্রথম ওখানেই চাকরি হয় তার। মিলানে মনোরেলি'স-এর মেনু নাকি একটা বিস্ময়। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করে আখিয়া আরও বলল, তবে বিল খুব বেশি হবে।

জুলিয়ানার জন্যে আজকের সন্ধে বিরাট একটা উৎসব। রিসো কাজে ব্যস্ত থাকে বলে বাইরে ডিনার খাওয়ার সুযোগই হয় না তার। একা একা বাইরে বেরুতে তার ভাল লাগে না। মনোরেলি'স-এর নাম শুনে তার আনন্দ উৎসাহ গুণ বেড়ে গেল।

রিজার্ভেশনের জন্যে ফোন করেছিল আখিয়া। রেস্তোরাঁয় পৌঁছে রানা বুঝল, নিজের সম্পর্কে খুব কম করে বলেছে আখিয়া। ওদের জন্যে সেরা একটা টেবিল রাখা হয়েছে, এবং খোদ মালিক এগিয়ে এসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। কথায় কথায় জানা গেল, আখিয়া এখানে সাধারণ ওয়েট্রেস ছিল না, কিচেনের দায়িত্বে ছিল। আভান্তি পরিবার প্রায়ই এখানে আসে, সেই সূত্রেই আখিয়ার সাথে তাদের পরিচয় হয়েছিল।

প্রথমে হালকা পান্তা পরিবেশন করা হল, তারপর ইন্তারকোস্তা পিসেলি আর রোজমেরী। ঢিলেঢালা, হাসিখুশি পরিবেশ, চাকরিতে ঢোকার পর আজই প্রথম বাইরে ডিনার খাচ্ছে রানা। আর জুলিয়ানার আমোদ-আহ্লাদ কাউকে স্পর্শ না করে পারে না।

রানার মুড দেখে একটু অবাকই হল রিসো। এক মাস আগে জুলিয়ানার রসিকতায় বিরক্তি প্রকাশ না করলেও, হাসেনি রানা। কিন্তু আজ ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে আভান্তি পরিবার, বিশেষ করে লরা সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাইল জুলিয়ানা, বলল, ভদ্রমহিলার রূপের নাকি তুলনা হয় না, অভিজাত মহলে তার নাকি সাংঘাতিক খাতির। লোকে যা বলে, লরা কি সত্যি অতটা সুন্দরী? ছোট্ট করে জবাব দিল রানা, হ্যাঁ।

স্বামীর উদ্দেশে একটা চোখ টিপে রানাকে জিজ্ঞেস করল জুলিয়ানা, 'মা আর মেয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী?'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা, জুলিয়ানার দিকে তাকাল। ভারি গলায় বলল, 'মেয়ে। এ প্রসঙ্গ কেন?'

জুলিয়ানা বুদ্ধিমতী মেয়ে, মেসেজটা পেয়ে সাবধান হয়ে গেল সে।

লুবনাকে ঘিরেই ঘুরছে রানার চিন্তা। প্যালেস্টাইনীদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করার দু'তিন দিন পর লুবনা তাকে খোলাখুলি দু'একটা প্রশ্ন করেছে। বোঝাই যায়, জানার অদম্য উৎসাহ রয়েছে মেয়েটার মধ্যে। গত পরশুই তো, স্কুলে যাবার পথে পিছনের সিট থেকে হিউম্যান রাইট সম্পর্কে জানতে চাইল। বিষয়টা নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে, প্রসঙ্গটা প্রথম তোলেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, তারপর অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁকে সমর্থন করে বিবৃতি দিতে শুরু করেন। সবারই এক কথা, মানবাধিকারের অবমাননা করা চলবে না।

উত্তরে রানা বলেছে, মানবাধিকার মানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, এবং একটা সমাজে বসবাসরত সবার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হবার অধিকার। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট করা যায়নি লুবনাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক প্রশ্ন তোলে সে। মেয়েটার দুর্বার আগ্রহ দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলতে হয় রানাকে। রাজনীতি প্রসঙ্গ এসে যায়। ডানপন্থী বামপন্থী কাদের বলে, গণতন্ত্র কি, এসব যখন ব্যাখ্যা করছে, স্কুলে পৌঁছে যায় ওরা। রানার ধারণা ছিল, ফেরার পথে আবার প্রসঙ্গটা তুলবে লুবনা, কিন্তু না, একদম চুপচাপ ছিল সে।

অতীত রোমন্থনে বাধা পড়ল, একজন লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। আভান্তি পরিবারের সেই বন্ধু, আলবারগো লোরান।

'মি. হাসান না?'

লোকটাকে পছন্দ না হলেও, ভদ্রতার খাতিরে রিসো আর জুলিয়ানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। লক্ষ করল, জুলিয়ানার দিকে কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে ঘন আর চওড়া গোঁফের ভেতর মিটমিট করে হাসছে লোরান। গায়ে জ্বালা ধরে গেল রানার।

'আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়,' বলল লোরান। 'মিলানের সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁ এটা। ডিনার কেমন লাগল?'

ডিনারের প্রশংসা করল সবাই। জুলিয়ানাকে দাঁত বের করা আরও খানিকটা হাসি দিয়ে চলে গেল লোরান। খানিক পর ওয়েটার এসে ওদেরকে পানীয় পরিবেশন করল, বলল, মি. আলবারগো লোরান পাঠিয়েছেন।

'অদ্ভুত লোক তো,' মন্তব্য করল জুলিয়ানা।

'হাঙর,' বলল রিসো। 'কিন্তু ভারি চালাক। ব্যবসায়ী মহলে সবাই ওকে চেনে। সরকার আর মাফিয়া, দুই খাক্কসের সাথেই সিক্রেট যোগাযোগ আছে ওর। শুনতে পাই, ও নাকি বলেই বেড়ায়—সরকার, ব্যবসা আর ক্রাইমের মধ্যে এখন আর বলতে গেলে প্রায় কোন পার্থক্যই নেই। আপনার বসের স্ত্রীর সাথে লোকটার একটা অ্যাফেয়ার আছে।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেল রানা। নরার কারও সাথে জড়িয়ে পড়াটা আশ্চর্যের কিছু না, কিন্তু এত থাকতে লোরান? রুচিতে বাধল না!

'ভিটো আভান্তিকে ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দেয়ার জন্যে কাজ করছে লোরান,'

বলল রিসো। 'লোরান নাকি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়ে হলেও বন্ধুকে এ যাত্রা উদ্ধার করবে।'

'তোমার ফার্ম কি ভিটোর খাতাপত্র অডিট করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল রিসো। 'কিন্তু সব কথাই আমাদের কানে আসে।'

মনোরেলি'স-এর মালিক মনোরেলি এবার স্বয়ং উদয় হল। তার তরফ থেকে আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হল ওদেরকে। ইতিমধ্যে ওরা নিজেরাও বারকয়েক কনিয়াকের অর্ডার দিয়েছে। ফলে সামান্য একটু নেশা মত ধরল জুলিয়ানাকে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময় দু'জনের মাঝখানে থাকল সে, রিসো আর রানার দুই কাঁধে দুটো হাত তুলে দিল। বেরুবার আগে লোরানের টেবিলের পাশ ঘেঁষে আসতে হল ওদেরকে। লোরান হাত দেখাতে একবার থামতেও হল। টেবিলে লোরানের সাথে ষোঁৎকা চেহারার দু'জন লোক রয়েছে। দু'জনের একজনকে ইংরেজ বলে মনে হল রানার, পোশাক দেখে ধারণা হল ব্যাঙ্কার। খুব উৎসাহের সাথে রানাকে দেখাল লোরান, বলল, 'লুবনা আভান্তির বডিগার্ড। ভারি অভিজ্ঞ।' কেন যেন, লোরানের হাসিটা ব্যাঙ্গাত্মক বলে মনে হল রানার।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার পর রানার দুই গালে চুমো খেল জুলিয়ানা, ধন্যবাদ দিয়ে অনুরোধ করল যে-কোন রোববারে রানা যেন লাঞ্চ খেতে ওদের বাড়িতে আসে।

প্যারিস থেকে ফিরে আবার বন্ধুকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসল ভিটো। বডিগার্ড প্রসঙ্গটা লোরানই তুলল, 'এত সস্তায় ওকে তুমি বাগালে কিভাবে?'

'লোকটা মদ খায়। এলকোহলিক।'

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকাল লোরান। 'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না!'

'শুধু রাতে খায়। তবে ও নিজে আমাকে বলেছে মদ ওর শরীরের বারোটা বাজাচ্ছে। অবশ্য গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধে হয় না। এমনিতে লোকটা খুব কাজের, আমাদের বেড়া মেরামত করে দিচ্ছে, ঝোপঝাড় কেটেছেঁটে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে গোটা বাড়ি।'

'তারমানে প্রায় বিনা পয়সায় প্রচুর সার্ভিস পাচ্ছ,' বলে হাসতে লাগল লোরান। 'সবচেয়ে সুখের কথা, ভাবী এখন খুশি। গিদাস-এ হঠাৎ দেখা হয়েছিল, পরে তাঁর সাথে ককটেলও খেল। কথা বলে বুঝলাম, সুখ বন্ধ হওয়ায় ভাবীর খরচের হাতও আর আগের মত নেই।'

'না, নেই,' স্বীকার করল ভিটো। 'মিলানে এখনও আসে বটে, কিন্তু আগের মত কেনাকাটা করে না।'

এরপর ব্যবসায়িক কথাবার্তা শুরু হল। সারাক্ষণ প্রায় একাই কথা বলে গেল লোরান। চেহারায় থমথমে গাম্ভীর্য, খানিকটা উদ্বেগ, আর গভীর মনোযোগ নিয়ে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তার কথা শুনে গেল ভিটো। খুব নিচু গলায় কথা বলল ওরা। অনেক কথা।

হাসানের ব্যাকগ্রাউণ্ড শুধু লুবনা নয়, আবিয়া আর লার্দোরও জানা হয়ে গেছে। ডিনারে বসে একদিন লার্দো বলল, 'আমিও যুদ্ধে ছিলাম। উত্তর আফ্রিকায় মন্টগোমারী আমাকে বন্দী করেছিল।' কথাটা এমন ভাবে বলল, যেন স্বয়ং ফিল্ড মার্শাল নিজের হাতে তাকে গ্রেফতার করেছিলেন। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকাল রানা। এরপরই লুবনা সরাসরি জানতে চাইল, 'তুমি তো রোডেশিয়ায় যুদ্ধ করেছ, তাই না?'

'তুমি জানলে কিভাবে?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা।

'বাবার কাছ থেকে।'

কিছু না বলে কাগজে চোখ ফিরিয়ে আনল রানা। এক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল ও, নিজের কামরায় চলে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনছে লুবনা, আর ভাবছে। বন্ধুত্ব অর্জনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করা বোকামি, বুঝতে পেরেছে সে। শুধু কথাবার্তা বলিয়ে কোন লাভও নেই, তাকে ওর জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। গান থেমে যেতে তার চিন্তায় বাধা পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার শোনা গেল, এবার সেই গানটা, সো যা রাজকুমারী, সো যা···।

এক সময় শেষ হল গানটা। তারপর আবার বাজল। দু'বার, কোন কোন দিন তিনবারও এই একই গান বাজায় ও। কি বলা হয়েছে এই গানে? প্রশ্ন করে লাভ নেই, কটমট করে তাকাবে কিন্তু উত্তর দেবে না।

কিন্তু একদিন সে এই গানের অর্থ জানবেই। চোখ ভারি হয়ে আসছে, এই সময় আবার তার মনে হল, এটা কি আসলে কোন ঘুমপাড়ানি গান? তাই যদি হয়, কার জন্যে বাজায় ও? নিজের জন্যে, নাকি তার জন্যে?

যতই এড়িয়ে থাকুক, যতই গাম্ভীর্য দেখাক, ভেতরের মানুষটা নিশ্চয়ই নিষ্প্রাণ নয়। আর নিষ্প্রাণ যদি না হয়, ওর বন্ধুত্ব পাবার জন্যে তার এই যে ব্যাকুলতা, ও কি একটুও তা টের পাবে না?

হয়ত পায়, আর সেজন্যে হয়ত এই ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। ঠোঁটে তৃপ্তির ক্ষীণ একটু হাসি নিয়ে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যায় লুবনা।

মাঝখানের পাঁচিলটা হঠাৎ করে ভাঙল। এক হপ্তার জন্যে লণ্ডনে গেছে ওর মা-বাবা। কিচেনে ছিল লুবনা, লার্দো এসে ঘোষণা করল, বাড়ির পিছনের গাছে একটা নাইটিঙ্গেল বাসা বেঁধেছে। বাসায় দুটো ছানাও আছে। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে তখন, আলো নেই বললেই চলে, তবু জেদ ধরল লুবনা ছানা দুটো তাকে

দেখাতে হবে। প্রায় খাড়া ঢালের অনেক উঁচুতে গাছটা, কিন্তু লম্বা লম্বা পা নিয়ে তর তর করে উঠে যাচ্ছিল লুবনা, উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ দুটো। কিভাবে ঠিক জানা গেল না, সম্ভবত আলগা একটা পাথরে পা পড়ায়, পিছলে নিচে নামতে শুরু করল সে। ঢালটা মসৃণ নয়, বিপদটা সেজন্যেই ঘটল। মাথা উঁচিয়ে থাকা বড়সড় একটা পাথরে এসে ধাক্কা খেল সে, কোমর আর পাঁজর চেপে ধরে 'বাঁচাও!' বলে আর্তনাদ করে উঠল। পা পিছলাবার সময় ডান পায়ের গোড়ালিতেও ব্যথা পেয়েছে সে। খানিকটা দূরে, তার বাঁ দিকে ছিল রানা, যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বাক্সে ভরছিল, লুবনার চিৎকার শুনে উড়ে চলে এল যেন।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লুবনা, পাঁজর চেপে ধরে আছে, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা। হুড়মুড় করে নেমে এসেছে লার্দো, লুবনার মাথা উরুর ওপর নিয়ে বসে আছে।

লুবনার গোড়ালি ছুঁল রানা, আঙুলের চাপ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল কোথাও হাড় ভেঙেছে কিনা। এরইমধ্যে গোড়ালি ফুলে উঠেছে, কিন্তু হাড়ে কিছু হয়নি, স্রেফ মচকে গেছে পা। এরপর পাঁজর থেকে লুবনার হাত সরিয়ে দিল ও, টি-শার্ট টেনে তুলে দিল ওপর দিকে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল লুবনার, শিউরে উঠল বারকয়েক, কিন্তু সেটা সঙ্কোচে নাকি ব্যথায় ঠিক বোঝা গেল না। পাঁজরের নিচে মাখনের মত চামড়া লালচে হয়ে উঠেছে। কয়েকটা পাঁজরের ওপর আঁচড়ের দাগও দেখা গেল। আলতভাবে পাঁজরে আঙুল রাখল রানা, নরম চাপ দিয়ে পরীক্ষা করল। বারবার শিউরে উঠল লুবনা।

'খুব ব্যথা করছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওখানে নয়, আরও নিচের দিকে···মাগো!'

আরও নিচের দিকে বলতে তলপেটের পাশের হাড়, ইঙ্গিতে লুবনা সেটাই বোঝাতে চাইল। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি রকম ব্যথা?'

'প্রচণ্ড,' চোখ বুজে কাতরাতে লাগল লুবনা। 'ওখানে বোধহয় হাড় বলতে কিছু নেই, সব গুঁড়ো হয়ে গেছে!'

ভয় পেয়ে গেল রানা। কিন্তু তারপরই লুবনার কথা শুনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

'ওই ওখান থেকে,' হাত তুলে উঁচু ঢালটা দেখাল লুবনা। 'কিভাবে যে পড়লাম বুঝতেই পারিনি। ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে যেই দেখতে গেলাম···।'

রানা লক্ষ করল, কান্না চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লুবনা। হাড় ভেঙে গেলে এত কথা ও বলতে পারত না। 'আমার মনে হয় হাড় ভাঙেনি, শুধু চোট লেগেছে। অন্তত গোড়ালি আর পাঁজর ঠিকই আছে।'

ধুলোর একটা মেঘ ঠেলে ছুটে এল আবিয়া, হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

সে। একটা ধমক দিয়ে তাকে থামাল রানা। ঠিক করল, এক্স-রে করাবার জন্যে লুবনাকে কোথায় নিয়ে যাবে ও। ভিটো বা লরা ফোন করতে পারে, কাজেই বাড়িতে থাকতে হবে আখিয়াকে। লার্দোর চোখের পানিও লুবনার কোন সাহায্যে আসবে না, তাই আখিয়ার সাথে তাকেও থেকে যেতে বলল রানা। তারপর খুব সাবধানে, জখমে যাতে চাপ না লাগে, দু'হাতে পাঁজাকোলা করে লুবনাকে তুলে গাড়িতে নিয়ে এল।

এক্স-রে থেকে জানা গেল, কোথাও কিছু ভাঙেনি। ডাক্তার লুবনার গোড়ালি ব্যাণ্ডেজ করে দিল, আর ব্যথা কমাবার জন্যে পেইনকিলার দিল কয়েকটা।

বাড়ি ফিরে আখিয়া আর লার্দোকে আশ্বস্ত করল রানা, লুবনাকে বয়ে নিয়ে এল তার বেডরুমে। আখিয়া তাকে আরাম করে শুতে সাহায্য করছে, কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, হলঘর থেকে টেলিফোন করল লণ্ডনে। রিসিভার তুলল লরা। লুবনার পড়ে যাওয়ার কথাটা বলল রানা। না, তাড়াহুড়ো করে চলে আসার দরকার নেই। গোড়ালি মচকে গেছে আর দু'এক জায়গায় আঁচড় লেগেছে। কাল সকালে স্কুলেও হয়ত যেতে পারবে লুবনা। ঠিক আছে, লুবনাকে ওদের ভালবাসা জানাবে সে। রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। তারপর লুবনার ঘরে ফিরে এল আবার।

দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছে লুবনা। তার পাশে ভেলভেটে মোড়া মেটে রঙের ঢাউস একটা সিংহ। রানাকে দেখেই খেলনাটা লুকাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিংহটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা, অনেক দিনের পুরানো, তুবড়ে গেছে। বিছানার কিনারায় বসল ও। হাসিটা চেপে রাখল। 'এখন ভাল লাগছে?'

বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকাল লুবনা।

সিংহটা দেখিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এটা বুঝি তোমার খেলনা?'

'যথাহ্!' কিল তুলল লুবনা। 'আমি কি ছোট নাকি যে ওটা নিয়ে খেলব!'

'তাহলে কার?'

বিপাকে পড়ে গেল লুবনা। কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ছোটবেলায় এটা আমারই ছিল। এখন আর খেলি না।'

'ও,' বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা নাম কি এর?'

'ওর কোন নাম নেই,' বলল লুবনা।

সাদা বালিশে ছড়িয়ে থাকা লুবনার চুল কুচকুচে কালো, মুখটা ম্লান। ভক্তি আর গাম্ভীর্যের সাথে রানার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা। 'ট্যাবলেট খেলে তোমার ঘুম পাবে। ব্যথা বাড়লে রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তখন আরও দুটো খেয়ে নিয়ো।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল আবার। 'ফোনে তোমার মার সাথে কথা বলেছি। ওরা তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছে।'

'ধন্যবাদ। শুভ নাইট, হাসান।'

'গুডনাইট, লুবনা,' ভারি গলায় বলল রানা।

ট্যাবলেট খাওয়ায় সত্যি ঘুম পেল লুবনার। আলো নিভিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল সিংহটাকে, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। রানাকে মিথ্যে কথা বলেছে সে। এটার একটা নাম আছে।

লণ্ডন সিটি হোটেলে ফিরে স্ত্রীর কাছ থেকে দুঃসংবাদটা শুনল ভিটো। ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে তাকে, ব্যস্ত। তার এজেন্ট নতুন একটা প্রস্তাব নিয়ে কথা বলবে আজ। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে লরার সাথে কথা বলল সে। 'তুমি ফিরে যেতে চাও না? রাতে মিলানে যাবার একটা ফ্লাইট আছে।'

বাথরুমের দরজায় হেলান দিয়ে রয়েছে লরা। মাথা নাড়ল সে। 'হাসান বলল ও ভাল আছে।'

শাম্পুর জন্যে হাতড়াল ভিটো, এগিয়ে গিয়ে বোতলটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিল লরা। 'এ খুব ভাল হয়েছে, তাই না?'

'কি ভাল হয়েছে?' মাথায় শাম্পু ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল ভিটো।

'বাড়িতে এই রকম একটা কাজের লোক থাকা, নিশ্চিন্তে বাইরে বেরোনো যায়। হাসান না থাকলে কি হত চিন্তা করতে পার? আখিয়া নার্ভাস হয়ে পড়ত, পড়িমরি করে ছুটে যেতে হত আমাকে। অথচ আজকের ডিনারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ,' বলল ভিটো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রকাণ্ড একটা গরম তোয়ালে দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। 'আমাদের এজেন্ট কলিন বলছে দাম একটু বাড়িয়ে ধরলেও বাজার হাতছাড়া হবে না, কারণ এই এলাকার আমাদের বোট এখনও সেরা। তবে বাকি দিতে হবে। আমার মনে হয় আমরা বাকি দিলে কলিনের লাভ হয়। ওকে বোঝাতে হবে...'

'বোঝাবার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল লরা।

দাড়ি কামাতে কামাতে হাসল ভিটো। সন্দেহ নেই, হাসান একটা ভাল ইনভেস্টমেন্ট।

পরদিন ভোরবেলা প্রথমে ঘুম ভাঙল লরার। রাতের ডিনারের কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল তার। কলিনকে বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তার। মিষ্টি হাসি, হাত ধরতে দেয়ার সুযোগ, পরে পায়ে পা ঠেকিয়ে খানিক নাচানো, মতলব হাসিল হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল লরার। ইস্, কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। হাত দিয়ে ভিটোকে ধাক্কা দিল, বলল, 'এই শুনছ?'

'কি হল?' কাল রাতে ভিটোর একটু বেশি মদ খাওয়া হয়ে গেছে।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'বলতে ভুলে গেছি, এক ভদ্রলোক কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে ফোন করেছিলেন তোমাকে। বললেন, কাল সকাল এগারোটায় তাঁর অফিসে।' স্বামীর গায়ের ওপর ঢলে পড়ল সে। 'ব্যাপারটা কি গো?'

'কিছু না, টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার,' জড়ানো গলায় বলল ভিটো। 'ভদ্রলোক লোরানের বন্ধু।'

'সিরিয়াস কিছু?'

বিড়বিড় করে কি বলল ভিটো, বোঝা গেল না। তারপর আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘোঁড়াতে ঘোঁড়াতে ধাপ ক'টা টপকাল লুবনা, গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পিছনের দরজা খুলে এক পাশে সরে গেল রানা। খানিক ইতস্তত করে লুবনা বলল, 'আমি বরং সামনেই বসি। তাহলে পা লম্বা করার জন্যে বেশি জায়গা পাব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?'

'হয়েছে। শুধু পাশ ফেরার সময় একবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম ভেঙেছিল।'

'গোড়ালির ব্যথা কমেছে? শরীরের ভার চাপাতে পার?'

'একটু কমেছে,' বলল লুবনা। 'ভাল হতে কি অনেক সময় লেগে যাবে?' উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। 'আর পাঁচ হপ্তা পর স্কুল স্পোর্টস। হানড্রেড মিটার দৌড়ে নাম দিয়েছি আমি।'

'পাঁচ হপ্তা অনেক সময়,' বলল রানা। 'বেশি দয়া দেখিয়ো না ওটাকে। যতটা পার ভার চাপাবে দু'এক হপ্তার মধ্যে টেরই পাবে না কিছু।'

মেইন মিলান রোডে উঠে এল গাড়ি। রানা জানতে চাইল, 'কেমন দৌড়াও তুমি?'

'ভালই, কিন্তু শুরুটা আমার হয় না। সবাই পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে যাবার পর আমি রওনা দিই। ওদের পাশে যখন আসি, তখন আর সময় থাকে না।'

'তারমানে প্র্যাকটিস দরকার।'

কোঅর্ডিশেন আর রিয়্যাকশন টাইম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে রানা, জানে লুবনাকে ট্রেনিং দিতে পারবে সে। কিন্তু সময় মত নিজেকে সামলে নিল, প্রস্তাবটা উচ্চারণ করল না। বেশি জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।

এরপর আর কথা হল না।

লুবনা অনেক বদলে গেছে। এখন আর ব্যাপারটা তার কাছে শুধু খেলা নয়, নয় শুধু রানাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার ছেলেমানুষি একটা ঝোঁক। রানা তার কাছে এখন একটা আলাদা জগৎ, যে জগতকে সে দেখতে পায়, কিন্তু প্রবেশের অনুমতি মেলে না। স্বভাবসুলভ কৌতূহল আর সচেতনতার সাহায্যে মানুষটার ভেতরের

কিছু কিছু আলো পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছে সে। এখন সবটুকু দেখতে চায়, আর কিছু নিতেও চায়। ওকে কখনও হাসতে দেখেনি লুবনা। প্রতি মুহূর্তে একা, সবসময় নির্লিপ্ত। তার বিশ্বাস, এই লোক যদি নিজেকে মেলে ধরে, আশ্চর্য সুন্দর কিছু বেরিয়ে আসবে।

সেদিন বিকেলে, স্কুল থেকে ফেরার পথে লুবনা আমেরিকা আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে চাইল। বিষয়টা এই প্রথম ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে, আমেরিকা মহাদেশ একজন ইটালিয়ান আবিষ্কার করেছে জেনে লুবনা অভিভূত।

রানা বলল, 'ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে ভাইকিংরাই প্রথমে ওখানে গিয়েছিল। আবার কারও কারও বিশ্বাস, একজন আইরিশ সন্ন্যাসী প্রথম আমেরিকায় যায়।'

এরপর অভিযাত্রীদের নিয়ে শুরু হল আলোচনা। রানা ওকে মার্কো পোলো আর তাঁর চীন অভিযানের কথা বলল। এসব বিষয়ে খুব কমই জানে লুবনা, কিন্তু জানার আগ্রহ তার প্রচণ্ড। দু'দিন পর ডিনারের সময় লুবনার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল রানা। বলল, 'এই বইটা পড়লে মার্কো পোলোর অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবে তুমি। মিলানের একটা দোকানে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।' আসলে বইটা খুঁজে বের করতে দেড় ঘন্টা সময় লেগেছে রানার।

'আমার জন্যে? উপহার?' উত্তেজনায় চকচক করছে লুবনার চোখ।

'হ্যাঁ, মানে,' অস্বস্তি বোধ করল রানা। 'তোমার খুব আগ্রহ দেখলাম, তাই। ইনি ইটালির সবচেয়ে বিখ্যাত অভিযাত্রী, ওঁর সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।'

'ধন্যবাদ, হাসান,' নরম গলায় বলল লুবনা। অনুমান করল, তার সাধনা সফল হয়েছে।

পরের রোববারে আর কোন সন্দেহ থাকল না তার।

আট

'আচ্ছা, কংকিউবাইন কি?'

বাত্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে লুবনার দিকে একবার তাকাল রানা। ওর এ-ধরনের প্রশ্নে এখন আর অবাক হয় না সে। 'এক রকম বউ-ই বলা যায়।'

হতভম্ব দেখাল লুবনাকে। 'বউ? কিন্তু চীন সম্রাটের যে এক হাজারেরও বেশি ছিল! তা কি করে হয়?'

এধরনের বিষয় জটিল নয়, তাই সাবধান হবার দরকার করে না, এটা আগেই উপলব্ধি করেছে রানা। বয়স যাই হোক, মানসিকভাবে পরিণত হয়ে উঠেছে লুবনা। নারী পুরুষের সম্পর্ক, মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ নয় সে। মার্কো পোলোর ওপর লেখা বইটা তার মনে এধরনের অনেক প্রশ্ন তুলেছে। অনেক

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সমাজেই বহু বিবাহের চল আছে, এ-কথা শুনে খিল খিল করে হাসলও না লুবনা, বা মেয়েলি ঢঙে পাকা কোন মন্তব্যও করল না। তার সহানুভূতি পুরুষদের প্রতি, জানতে পেরে হাসি পেল রানার।

'এতগুলো বউ, বেচারা স্বামীদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে,' চিন্তিতভাবে বলল লুবনা। হয়ত নিজের মায়ের কথা ভাবছে সে। খুব বেশি হলে একজন লরাকেই কোন পুরুষ কোনরকমে সামলাতে পারে। এক হাজার লরা, ভাবতেও ভয় লাগে।

এখন আর আংশিক উত্তর দেয় না রানা, সবটা বুঝিয়ে বলে, আর বলেও এমনভাবে, যেন পরিণত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

লুবনা রাজনৈতিক ভাষণ পছন্দ করে না, নেতারা কেউ কথা বলতে শুরু করলে টিভি অফ করে দেয় সে, কারণ তার ধারণা ওঁরা বেশিকথা বলেন, আর ওঁদের হাসি কৃত্রিম। ধর্মের ব্যাপারেও তার মন্তব্য আছে। ধর্ম ভাল জিনিস, কিন্তু প্রিচাররা যা বলবে সব সময় তাই সত্যি হবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। স্কুলে যেতে তার ভাল লাগে, কিন্তু শিক্ষককে যদি পছন্দ হয় তবেই তার মন বসে পড়ায়।

জীবন সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে তার, সেগুলো দেখিয়ে দেয় রানা। এখন এমনকি রানার সঙ্গে তর্ক করতেও সাহস পায় সে।

মিষ্টি, সুন্দর একটা সম্পর্ক শেকড় গাড়ছে, রোববারের লাঞ্চ তাতে পানি ঢালল। লুবনা জানল, মনের দরজা খুলে দিয়েছে হাসান, কৃতজ্ঞতার সাথে ভেতরে ঢুকল সে।

খুশি ধরে না, তবু খুব সাবধান ছিল লুবনা। হাসান তার নতুন পাওয়া একটা জগৎ, হঠাৎ বোকার মত কিছু একটা করে বসে সেটাকে সে বেবী করে তুলতে চায়নি। রিসোর্টের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গিয়ে সে দেখল, হাসানের চেহারায় গাম্ভীর্য থাকলেও পেশীতে টান টান ভাব নেই, চোখে নেই নির্লিপ্ততা, খুব একটা সতর্কও নয়। তার সাথে হাসান একজন অভিভাবকের মত আচরণ করেনি। অনেকটা যেন বন্ধুর বাড়িতে আরেক বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। সারাটা সময় হাসি আর আনন্দের মধ্যে কেটেছে লুবনার। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে খেলেছে সে, জুলিয়ানাকে কিচেনে সাহায্য করেছে, পুরুষ দু'জনকে নিয়ে জুলিয়ানার হাসি-ঠাট্টায় দু'একবার যোগ দিয়ে হাসিয়েছে ও সবাইকে।

লাঞ্চ থেকে ফেরার পথে রানার হাতের সেই কাটা দাগের ওপর আঙুল রেখেছিল লুবনা, জানতে চেয়েছিল, 'এটা কি করে হল, হাসান?'

আগের মত ঝাঁকি খেয়ে সরে যায়নি রানা। লুবনার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল সে। তারপর রাস্তার ওপর চোখ রেখে বলেছিল, 'একজন লোক আমাকে জোরা করছিল। খুব বেশি সিগারেট খেত লোকটা। আশপাশে অ্যাশট্রে ছিল না।'

রানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাস্তার দিকে ফিরল লুবনা,

আর কোন প্রশ্ন করল না। খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখে, লুবনার চোখ ছলছল করছে। 'খারাপ অনেক কিছুও ঘটে দুনিয়ায়। তোমাকে একবার বলেছি।'

চোখে পানি নিয়েও হেসেছিল লুবনা। 'ভাল অনেক কিছুও ঘটে।'

এরপর থেকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে আর কোন বাধা পায়নি লুবনা।

লরা খুব সুখে আছে। লুবনাকে নিয়ে তাকে আর মাথাই ঘামাতে হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ডাঁট মারে সে, বলে, 'হাসান একটা রত্ন।' রানা যে অনেক বদলেছে, এটা তার চোখে পড়ে না, তার কাছে লোকটা আগের মতই গম্ভীর আর রহস্যময়। স্বামীর কাছে সে গল্প করে, এমন লোক ভাগ্যগুণে পাওয়া যায়।

মনে মনে ভিটোও তা স্বীকার করে। ভাগ্যিস লোকটা মদ খায়, তা নাহলে এত কম বেতনে থাকত না।

কিন্তু মদ খাওয়া আরও অনেক কমে গেছে রানার। সকালে দেখা যায় বোতল অর্ধেকটাও খালি হয়নি।

লুবনাকে ট্রেনিং দিতে শুরু করল রানা। তার গোড়ালির ব্যথা সেরে গেছে, এবার ফুল স্পীডের জন্যে তৈরি হতে হবে। বাড়ির সামনের লনে দুটো দাগ কাটা হল, দৌড় শুরু আর শেষের চিহ্ন। লুবনা এল নীল আর সাদা ট্র্যাকসুট পরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, কী আশ্চর্য লম্বা দেখাচ্ছে ওকে!

রিয়্যাকশন টাইম সম্পর্কে বলল রানা, 'স্টার্টিং গানের আওয়াজ প্রথমে তোমার কানে ঢোকে, কান থেকে যায় মাথায়, ব্রেন মেসেজ পাঠায় হাত-পায়ের নার্ভে। এই মেসেজটা বলে, "যাও"। ওমোরটা হল, এই মেসেজ পাঠাবার সময় কমিয়ে নিয়ে আসা।'

লুবনাকে শেখাল রানা, কিভাবে শুধু শব্দটার দিকে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিতে হবে। শব্দটা এই এল এই এল ভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, কিংবা শোনার জন্যে সচেতন থাকারও দরকার নেই। আওয়াজটা যখন আসবে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আপনা-আপনি হতে হবে।

পিস্তলের বদলে একবার হাততালি দিল রানা। মাত্র এক বিকেল প্র্যাকটিস করেই নাগ থেকে চমকে ওঠা হরিণীর মত লাফ দিতে শুরু করল লুবনা। রানা তাকে বলল, রোজ যদি এক ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে পার, ফার্স্ট প্রাইজ তোমার ঠেকায় কে।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে জনি ক্যাশ-এর গান শুনছে আর মেয়েটার কথা ভাবছে রানা। কি চটপটে, কি প্রাণবন্ত! বড় হচ্ছে, অথচ নিজেকে নিয়ে তার কোন ভয় নেই। জানে, বিপদ হলে হাসান আছে। কিন্তু আরও এক ধরনের বিপদ সম্পর্কেও ওর কোন ভয় নেই, অবিবাহিতা মেয়েদের যে ভয়টা থাকে। তার ভুলও

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হতে পারে, এই ভয়টা লুবনার হয়ত ঠিকই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে থাকার সময় সেটা ওকে স্পর্শ করে না। তাকে বিশ্বাস করে মেয়েটা।

নিজের কথা ভাবল রানা। আর কতদিন এভাবে লুকিয়ে বেড়াতে হবে কে জানে! সি. আই. এ.-এর সাথে যদি কোন আপোস হয়ে যায়, দেশে ফিরতে হবে তাকে।

বুকের ভেতর একটা মোচড় অনুভব করল রানা।

আরও একটা কথা ভাবল ও। মদ খেয়ে আর কুঁড়েমি করে শরীরে মেদ জমিয়ে ফেলেছে সে। অনেক দিন হল এক্সারসাইজ করা হচ্ছে না। তেমন ভয়ঙ্কর কোন বিপদে পড়লে সামাল দিতে অসুবিধে হবে। শরীরটাকে আগের ফর্মে ফিরিয়ে আনতে হলে সময় লাগবে, তিনমাসের কম নয়।

ক্যাসেট থেমে গেল। অভ্যস্ত হাতে সায়গলের ক্যাসেটটা তুলে নিল ও।

নিজের বিছানায় শুয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে লুবনা। সেই ভাবি গলায় বিদেশী গায়ক গাইছে, সো যা রাজকুমারী···।

একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল লুবনা, ঠোঁটে তখনও হাসি লেগে আছে।

হেয়ারড্রেসারের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল লরা। দিনটা মেঘলা, রাস্তায় যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে গাড়িটাকে দেখল সে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসান। ওর দিকে এগোচ্ছে, চোখের কোণে দ্রুত একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল।

রাস্তার এপারে, এইমাত্র একটা ফোক্সওয়াগেন ভ্যান এসে থামল। থামতে না থামতেই পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই যুবক, দু'জনের হাতেই পিস্তল। ছুটছে ওরা, একটা সাদা ফিয়াটের দিকে।

ফিয়াটটা রাস্তার ওপারে। গুলি হল, প্রথমে একটা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফিয়াটের দরজা বন্ধ করছিল বয়স্ক এক লোক, গুলির আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে, হাতটা ঢুকে গেছে জ্যাকেটের পকেটে। পৌঁছে গেল রানা, কিন্তু ওকে ভাল করে দেখতে পেল না লরা। শুধু অনুভব করল, বডিগার্ড কোমর জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিয়েছে তাকে। এই সময় আবার গুলি। লরাকে নিয়ে ছিটকে পড়ে গেল রানা, এখন আর আড়াল খোঁজার সময় নেই। লরা দেখল, পেভমেন্টে শুয়ে আছে সে, বডিগার্ড নিজের শরীর দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। তারপর, কিভাবে বলতে পারবে না সে, মাত্র দু'তিন সেকেণ্ডের মধ্যে পেভমেন্টের কিনারায় চলে এল ওরা, একটা দোকানের সামনে। আরও গুলি হল। ওদের মাথার ওপর জানালার কাঁচ ভাঙল। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লরার গলা থেকে। বডিগার্ডের হাতে পিস্তল দেখল ও, কিন্তু শরীরের পাশে লম্বা করা রয়েছে পিস্তল ধরা হাত, কারও দিকে তাক করা নয়। বডিগার্ড বুক দিয়ে ঢেকে রেখেছে তার

মুখ, তাই কি ঘটছে কিছুই সে দেখল না। শব্দ হল, বন্ধ হল ভ্যানের দরজা, রাস্তার সাথে চাকার ঘর্ষণ, ইঞ্জিনের গর্জন, তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

'এখানে অপেক্ষা করুন, নড়বেন না,' রানার কণ্ঠস্বর শান্ত, দৃঢ়। উঠে দাঁড়াল ও, লরার সারা শরীর ভারমুক্ত হল। খুব সাবধানে সরল রানা, কাঁচের টুকরোগুলো যাতে লরার গায়ে না পড়ে। স্থির হয়ে শুয়ে থাকল লরা, তাকিয়ে আছে, দেখল গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে হাসান। হাতের পিস্তলটা অদৃশ্য হয়েছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে আছে সে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লরাও তাকাল। ফিয়াটের বনেটে বুক আর মাথা দিয়ে পড়ে আছে বয়স্ক লোকটা, সাদা রঙের ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল রক্ত। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, মারা গেছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বডিগার্ড ফিরে এল। ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। ও কাঁপছে, টলমল করছে পা দুটো। ওর পিঠ আর কাঁধে একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে বলল সে। টলতে টলতে এগোল লরা। লোকজন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার চলাচল শুরু করেছে। পেভমেন্টের কিনারায় দাঁড়িয়ে কোঁপাচ্ছে একটা মেয়ে। সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওকে ব্যাক সিটে তুলে দিল সে। বলল, 'নামবেন না! ফিরতে আমাদের দেরি হবে।'

লরার তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

রানা বলল, 'পুলিস রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কাগজপত্র দেখতে চাইবে।'

এখনও একটু একটু কাঁপছে লরা। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে। সামনের সব কিছু ঝাপসা লাগছে তার, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে। হাত বাড়িয়ে ওর চোখ থেকে কালো চুল সরিয়ে দিল রানা। তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে লরার গাল স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা। ওর চিবুকে হাতের তালু ঠেকিয়ে মুখটা একটু উঁচু করল রানা, তাকিয়ে আছে লরার চোখে। কোন ভাব নেই দৃষ্টিতে, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছে।

'শরীর খারাপ লাগছে? আমার দিকে তাকান।'

চোখের মণি জোড়া নড়ে উঠল, ঝাপসা ভাবটা কাটল একটু। রানার দিকে তাকাল লরা। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। এখন আর মাথা ঘুরছে না।

'এখানে থাকুন,' বলল রানা। 'পুলিসের সাথে কথা বলে আসি।' রাস্তার ওপর খ্যাঁচ করে একটা পুলিস কার থামল। কারের মাথায় আলো ঘুরছে, ঝিমিয়ে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। আরও এক জোড়া পুলিস কার এসে থামল। লোকজনের ভিড়, শোরগোল।

কাজটা রেড ব্রিগেডের, খুন হল একজন প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি। মিলানে এধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বডিগার্ডের লাইসেন্স বের করে যা যা দেখেছে সব পুলিসকে শোনাল রানা। দু'জনের চেহারা বর্ণনা করল ও, কিন্তু এই চেহারার লোক

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মিলানে হাজার হাজার পাওয়া যাবে। ফোক্সওয়াগেনের নাম্বার দিল ও, কিন্তু প্লেটটা নিশ্চয়ই চুরি করা।

আধ ঘন্টা পর কোমোর দিকে রওনা হল ওরা। পিছনের সিটে লরা ক্লান্ত, চুপচাপ। বাড়ির দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে এই সময় বিস্ফোরিত হল সে। 'জানোয়ার! রাস্তার ওপর মানুষ মারে, জানোয়ার!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'আর আপনিই বা কিছু করলেন না কেন?' সব রাগ রানার ওপর গিয়ে পড়ল লরার। 'আপনার হাতে আমি পিস্তল দেখলাম, কুকুরগুলোকে গুলি করতে কি হয়েছিল?'

'আমি একা থাকলে হয়ত করতাম,' বলল রানা। 'ওদের সাথে আরও লোক ছিল, আপনি দেখেননি। ব্যানের সামনে, হাতে শটগান নিয়ে। আমি ওর বন্ধুদের গুলি করলে ও তামাশা দেখত না। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি আমরা। ফিয়াটের মালিকও গুলি করেছিল, কয়েক ইঞ্চির জন্যে আমার বা আপনার মাথার টোকেনি খুলেই।'

কথাটা দশ মিনিটের জন্যে চুপ করিয়ে দিল লরাকে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে তার দিকে তাকাল রানা। তার নিরাপদ জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। গোলাগুলি হঠাৎ করে টিভির পর্দা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে ঠাস করে চড় কষেছে তার গালে। রানা দেখল, নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে লরা, আবার নিজের বিপদমুক্ত জগতে ফিরে আসতে শুরু করেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে রানার চুল থেকে কাঁচের খুদে একটা কণা তুলল সে।

'আপনি অবশ্য একেবারে হাওয়ায় ভেসে আমার পাশে চলে এলেন,' নরম সুরে বলল লরা। 'আমি আপনাকে দেখতেই পাইনি। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!'

বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল গাড়ি। দরজার সামনে থামল।

'আমার ব্র্যান্ডি দরকার,' বলে গাড়ি থেকে নামল লরা। 'আপনিও আসুন।'

'লুবনা,' বলল রানা, নামল না।

'লুবনা?'

'পৌনে পাঁচটা বাজে।'

'আরে, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আপনি যান। পরে আপনার সাথে দেখা করব।'

দরজার সামনে, সিঁড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রানাকে গাড়ি ঘোরাতে দেখল লরা। গেট দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি, রানা একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। ধীরে ধীরে দরজার দিকে ফিরল লরা। ভেতরে ঢুকে গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল, দু'তিন চুমুকেই গরম হয়ে উঠল শরীর। সোফায় বসে গোটা দৃশ্যটা স্মরণ করল সে।

তাকে শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল লোকটা। তার ওপর শুয়েছিল। আশ্চর্য, একটু নড়ছিল না। একেবারে শান্ত, এতটুকু উত্তেজিত হয়নি। 'আজই রোমে ফোন করে সব বলতে হবে ভিটোকে। বন্ধু-বান্ধবদেরও জানাবে সে। বিরাট একটা ঘটনা, প্রমাণ হল বডিগার্ড সত্যি দরকার ছিল। তারপর তার মনে পড়ল, লাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় লোকটার চেহারায় কোন ভাবাবেগ ছিল না। এরকম লাশ তার আরও অনেক দেখা আছে। ওর গালের ওপর তার হাত এখনও যেন লেগে রয়েছে—শক্ত, কাটা একটা লাশ। এই লাশের ইতিহাস লুবনার কাছ থেকে জেনেছে সে। গভীর, আন্তরিক চোখ দুটো স্থির হয়ে ছিল ওর মুখে। গ্লাসে আরও একটু ব্র্যান্ডি নিল সে। ধীরে ধীরে চুমুক দিল।

সেরি করে ফেলেছে ও। শরীরটা আগের ফর্মে নেই।

সুটকেস থেকে আজ মদের বোতল বের করেনি রানা। গানও শুনছে না। মনের একটা অংশ অপেক্ষা করছে, আরেকটা অংশ নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত। জানে, আজ যদি লরা টার্গেট হত, তাকে ও বাঁচাতে পারত না। ছ'মাস আগে হলে খুনে তিনজন পাঁচ পা এগোবার আগেই মারা পড়ত ওর হাতে, শটগানধারীকে প্রথমেই পাঠিয়ে দিতে পারত যমের বাড়ি। তিনজনই ওরা এ-লাইনে নতুন, সাহসী অ্যামেচার। তা নাহলে নিহত লোকটা গুলি করার সুযোগ পেত না। লোকটা অবশ্য একটাই গুলি করেছে, সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিন্তু তবু বলতে হয় ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছে টেরোরিস্টরা। ওদের আসলে উচিত ছিল শটগান দিয়ে কাজ সারা, ভ্যান থেকে নামারও দরকার ছিল না। ভাবল ব্যারেল শটগান, দশ মিটার দূর থেকে গুলি করলে ছাতু হয়ে যেত লোকটা। অথচ তা না করে রাস্তায় নেমে কাছ থেকে পিস্তল ব্যবহার করল। অ্যামেচার।

আবার নিজের কথা ভাবল রানা। তার রিফ্লেক্স অ্যাকশন অসম্ভব ঢিলে হয়ে গেছে।

লরা আজ মারা যেতে পারত।

শরীরটাকে চিরকাল একটা অস্ত্র বলে জ্ঞান করে এসেছে সে। তার অন্যান্য অস্ত্রের মত এটারও যত্ন নিয়েছে। কোথাও চোট খেলে বা জখম হলে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছে। এক্সারসাইজ করে প্রতিটি অঙ্গকে উন্মুখ করে রেখেছে, ব্রেনের মেসেজ পেয়ে যাতে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারে। এখন আর ব্যাপারটা সেরকম নেই। আগের অবস্থা সহজে ফিরিয়েও আনা যাবে না। এ তো আর একটা বন্দুক নয় যে তেল দিলেই আবার সাবলীল হয়ে উঠবে পার্টসগুলো। গোটা জিনিসটা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে। অনেক সময় আর পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, শুধু একটু যা মোটা হয়েছে, কিন্তু অস্ত্রের মালিক জানে জিনিসটায় মরচে ধরেছে। আর হয়ত

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ধরতে পারবে রেমারিক—একটু ঢিলেঢালা ভাব, মাসল্ টোনের অভাব। চমৎকার একটা মেশিন কিন্তু অবহেলার শিকার। আবার ওটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রায় মাঝরাতে মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। অপেক্ষার পালা শেষ হল। ঘুমিয়ে থাকার অভিনয় করার ইচ্ছে নেই, তাই দরজা খুলেই রেখেছে রানা। আসতে চায় আসুক।

সাদা আর লম্বা একটা নাইটড্রেস পরে এসেছে লরা। তার হাতে কনিয়াক ভরা একটা বেলুন গ্লাস। সিল্ক খসখস করে উঠল, ঘরে ঢুকল সে। গ্লাস ধরা হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল।

গ্লাসটা নিল রানা। ছোট্ট একটা চুমুক দিল। কি করবে মনে মনে ঠিক করা আছে। প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবছে। ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে লরা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বোবা সেজে উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যায়। কথা না হলে আঘাতটা হয়ত তেমন অনুভব করবে না।

ধীরে ধীরে বিছানার কিনারায় বসল লরা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রানার পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে চাদরে, কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত চোখ বুলাল লরা। একটা হাত বাড়িয়ে কাঁধের শুকনা ক্ষতটা আঙুল দিয়ে হালকাভাবে স্পর্শ করল। রানার একটা হাত ধরল সে, হাতটা তুলে নিজের গালে চেপে ধরল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, দোল খেল কালো চুল, তারপর উঠে দাঁড়াল সে, পিছিয়ে গেল।

সাড়া না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে? ভাবল রানা।

কিন্তু না।

তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লরা, রানার ঠিক নাগালের বাইরে। সাদা সিল্ক খসে পড়ল মেঝেতে। ওর সামনে মেলে ধরল নিজেকে। উত্তেজক কোন ভঙ্গি নয়, পোজ নিয়েও দাঁড়ায়নি, শুধু দেখাচ্ছে। এই আমার সম্পদ, দেখ আমি কি সুন্দর, তোমাকে দিতে এসেছি। উপহার—যা শুধু আমিই দিতে পারি।

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চোখ বুজল রানা। কোন শব্দ নেই। কিছুই শুনল না রানা। তিন মিনিট পর যখন চোখ খুলল, দেখল লরা চলে গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল রানা।

কালই হয়ত নট হয়ে যাবে ওর চাকরি।

'কাল রাতে তুমি গান শোননি।'

প্রায় চমকে উঠল রানা। 'সে তো অনেক রাতে বাজাই, তুমি জেগে থাক?' লুবনার দিকে তাকাল না ও। হাত দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল। আজ যতবার কথা হয়েছে লুবনার সাথে বারবার মনে হয়েছে তাকে ও

যেন কিছু বলতে চায়। কাল রাতের ঘটনা টের পেয়ে গেছে নাকি?

জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করল লুবনা, 'ওই গানটার মানে কি? সব শেষে যেটা বাজাও? আমার ঘুম পেয়ে যায়।'

'ওটা একটা ঘুমপাড়ানি গান।'

'তাহলে তো ঠিকই ধরেছি!'

প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল লুবনা। বলল, 'আমরা তো ইচ্ছে করলে তোমার পিস্তলটাই ব্যবহার করতে পারতাম।'

'না। ওটা সে-ধরনের পিস্তল নয়।' কোমোয় যাচ্ছে ওরা, লরার ট্রেনিং নিখুঁত করার জন্যে স্টার্টিং পিস্তল কিনবে। হাততালি স্টার্টিং পিস্তলের বিকল্প হতে পারে না।

'আওয়াজ হওয়া নিয়ে কথা, তা তো হয়ই,' বলল লুবনা।

'শুধু আওয়াজ হয় না, বুলেটও বেরোয়।'

'আকাশের দিকে গুলি করলে অসুবিধে কি?'

'লুবনা, ওপর দিকে কিছু ছুঁড়লে নিচে সেটা নামবেই, আর এক মাইল ওপর থেকে নেমে আসা একটা বুলেট বিপজ্জনক হতে পারে।'

খবরের কাগজে মন দিল লুবনা, কিন্তু বারবার আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে। খানিক পর হঠাৎ মুখ তুলে জানতে চাইল, 'তোমার রাশি কি, হাসান?'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল, কাগজে আজকের রাশিচক্র পড়ছে লুবনা।

'কিংবা তোমার জন্মদিন বল।'

'পনেরোই এপ্রিল,' হাসানের জন্মদিন বলল রানা।

'সেকি! আর তো তাহলে বেশিদিন নেই!' হিসেব করল সে। 'আগামী রোববারে!'

'তাতে কি?'

'স্পোর্টসের পরদিনই তাহলে! বাহ্, কেক কাটবে না? আথিয়াকে বললে চমৎকার কেক বানাবে...'

চোখ গরম করে লুবনার দিকে তাকাল রানা। 'খবরদার, আথিয়াকে কিছু বলবে না। হৈ-চৈ একদম ভাল লাগে না আমার।'

'বললেই হল! বাবা নিউইয়র্ক যাচ্ছে, সাথে বোধহয় উনিও যাবেন।' হঠাৎ একটা আইডিয়া ঢুকল মাথায়। 'আচ্ছা পিকনিকে গেলে কেমন হয়?'

সূক্ষ্ম আভাস, কিন্তু ধরতে পারল রানা। কাল রাতের ঘটনা লুবনা টের পেয়েছে। মা-কে তার সম্বোধন করার ধরন থেকেই বোঝা যায়। অস্বস্তি বোধ করল ও। আড়ষ্ট একটা ভাব ঘিরে ধরল ওকে।

'কি হল, অমন চুপ করে আছ কেন?' রানার হাতে একটা হাত রাখল লুবনা।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কেমন হবে, বললে না?'

'কি কেমন হবে?' বাস্তবে ফিরে এল রানা।

'এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়?' কৃত্রিম রাগে কটমট করে তাকাল লুবনা। 'জানতে চাইছি, পিকনিকে যাবে কিনা। ইচ্ছে করলে দূরের একটা পাহাড়ে যেতে পারি আমরা।'

'কিন্তু···এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়, লুবনা।'

'বলে দাও নিয়ে যেতে পারব না,' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল লুবনা। 'কিন্তু-টিন্তুর দরকার নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু শনিবারে তোমাকে ফার্স্ট প্রাইজ পেতে হবে, তা না হলে পিকনিক বাদ।'

'এ অন্যায়!' তীব্র প্রতিবাদ জানাল লুবনা। 'এরকম একটা শর্ত জুড়ে দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'তাহলে আরও ভালভাবে চেষ্টা করবে,' বলল রানা। 'প্রাইজ না পেলে পিকনিক হবে না।'

ফেরার পথে লুবনাকে অন্যমনস্ক দেখাল। বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি থেকে নামার সময় এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ, হাসান।'

পাথর হয়ে বসে থাকল রানা। মুখে কোন কথা যোগাল না। চোখে পানি নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লুবনা।

স্কুলে যাবার পথে একটা কথা ভেবে খারাপ লাগল রানার। আজ স্পোর্টস, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা সবাই আসবে, শুধু লুবনার মা-বাবা বাদে। ভিটো আর লরা নিউইয়র্কে চলে গেছে। নিশ্চয়ই লুবনা খুব একা আর অসহায় বোধ করবে।

স্কুলের গেট পেরিয়ে শেডে গাড়ি থামাল রানা। লুবনা বলল, 'নাম, তাড়াতাড়ি নাম!'

'আমি?'

রানার একটা হাত খামচে ধরল লুবনা। 'তো কে? জলদি, জলদি!'

ইতস্তত করল রানা। অভিভাবকরা থাকবে, ওকে ঠিক মানাবে না।

'কেউ কিছু মনে করবে না,' বলল লুবনা, তার চেহারায় শঙ্কা। রানা কি ভাবছে টের পেয়ে গেছে। আবেদনের সুরে আবার বলল সে, 'তুমি শুধু আমার বডিগার্ড নও, হাসান, আমার বন্ধু—কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সেই পরিচয়ই দেব আমরা। প্লীজ!'

লুবনার ব্যাকুল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

গাড়ি থেকে নেমে রানার একটা হাত ধরল লুবনা, ওকে টেনে নিয়ে চলল।

ব্যাপারটা প্রায় একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মত। সাদা আর লাল রঙের সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, নিচে অসংখ্য চেয়ার। মা-বাবারা ধোপদুরস্ত কাপড় পরে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। রানাকে রেখে কাপড় বদলাতে চলে গেল লুবনা। এক কোণে সরে দাঁড়াল রানা, অস্বস্তি বোধ করছে। এক মিনিট পর দেখল, ওর দিকে এগিয়ে আসছেন সিনোরা মিরিয়াম। অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল।

'আপনি মি. ইমরুল হাসান, তাই না?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বি,' বলল রানা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ও—জরুরি কাজে লুবনার মা-বাবাকে বিদেশে যেতে হয়েছে।

'ওঁরা থাকলে খুব ভাল হত,' সিনোরা মিরিয়াম বললেন। 'কিন্তু আপনি এসেছেন সেজন্যে আমি খুশি।' রানার একটা হাত ধরলেন তিনি। 'আমার সাথে আসুন।' অপমান বোধ করবে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না রানা। বোঝাই যাচ্ছে সামিয়ানার নিচ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। সম্মানিত মেহমানদের সঙ্গে তাকে বসতে দেয়া হবে না।

রানাকে পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন সিনোরা মিরিয়াম। আবার ওরা সামিয়ানার নিচে ঢুকল। প্রথম সারির একটা চেয়ার দেখিয়ে রানাকে তিনি বললেন, 'আপনি এখানে বসবেন।' এদিক ওদিক তাকিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে রানাকে ড্রিঙ্ক দিতে বললেন।

একটু পরই শুরু হল প্রতিযোগিতা। বসন্তের দিন, না শীত না গরম। মেয়েরা অনেকেই কিশোরী আর তরুণী, খুদে শর্টস পরে থাকায় ভাল লাগছে।

তারপর হানড্রেড মিটার দৌড়ের জন্যে হাজির হল লুবনা। রানা দেখল, ওর মত কেউ নয়। রূপে, লাবণ্যে, লম্বায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে লুবনা। দেখল সে শুধু একা নয়, লুবনার দিকে যারই চোখ পড়ছে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি।

মেয়েরা তৈরি হচ্ছে, তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে লুবনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, মনের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে উদ্বেগ। লুবনা প্রাইজ না পেলে খারাপ লাগবে ওর।

উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। এত পরিশ্রমের ট্রেনিং সার্থক হয়েছে। শুরুটা চমৎকার হল লুবনার, কেউ শুরু করার আগেই পাঁচ পা এগিয়ে থাকল ও। লাল টেপটা যখন ওর বুক স্পর্শ করল, সবচেয়ে কাছের মেয়েটা তখন দশ গজ পিছনে পড়ে আছে।

দৌড় শেষ, কিন্তু থামল না লুবনা। ঘুরে আবার ফিরে আসছে সে। দর্শকরা মনে করল, কতটা দম রাখে মেয়েটা বোধহয় সেটাই দেখাতে চাইছে। সবার চোখ তার ওপর স্থির হয়ে থাকল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘাবড়ে গেছে ও। এ কি করছে লুবনা!

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সোজা ছুটে এল সে। কারও দিকে তাকাল না। সোজা একেবারে রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'শান্ত হও, লুবনা, শান্ত হও! কান্নার কি আছে, এ তো খুশির ব্যাপার!' কিন্তু আর কেউ না জানলেও, রানা জানে, মা-বাবার কথা ভেবে কাঁদছে লুবনা। বাবা তাকে সঙ্গ দেয় না, আর মা···মাকে সে ঘৃণা করে। আজকের এই আনন্দের মুহূর্তে যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করে সে, যাকে তার ভাল লাগে, নিজের এই অন্তহীন বেদনার কথা তার কাছে এভাবেই প্রকাশ করে ফেলল মেয়েটা।

বুদ্ধিমতী মেয়ে, লোকে হাসাহাসি শুরু করার আগেই সামলে নিল নিজেকে। রানার শার্টে মুখ ঘষে চোখের পানি শুকিয়ে নিল। রানাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে তাকাল লুবনা, দেখল, চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সিনোরা মিরিয়াম। হেডমিসট্রেসকে চুমো খেল সে, তারপর আলিঙ্গন করল। হাসি ফুটল বৃদ্ধার মুখে। ইতিমধ্যে আরেকটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই।

একটু পরই বান্ধবীদের কাছে চলে গেল লুবনা। যাবার সময় দেখল, হাসান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এই প্রথম ওকে হাসতে দেখল সে। আশ্চর্য মিষ্টি হাসি তো!

'হ্যাপি বার্থডে, হাসান।'

নরম মখমলের মত সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে রানা, মুখ তুলে তাকাল। লুবনার হাতে সোনালি রঙের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। 'কি ওটা?' জানতে চাইল রানা।

'জন্মদিনের উপহার।'

'আমি না তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছিলাম?'

রানার পাশে, ঘাসের ওপর বসে পড়ল লুবনা। 'তুমি ট্রেনিং না দিলে ফার্স্ট হতাম? তাই ধন্যবাদ জানালাম আর কি।'

উঠে বসল রানা। প্যাকেটটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল, কিন্তু খুলল না। আড়চোখে তাকিয়ে লক্ষ করল, লুবনার চেহারা একটু ম্লান হল। প্যাকেটটা ঘাসের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল ও।

গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। পিছু পিছু লুবনাও এল। গাড়ি থেকে পিকনিক বাস্কেট আর টু-ইন-ওয়ানটা নিয়ে আবার ওরা ঢালের মাথায়, সবুজ ঘাসে চলে এল। টু-ইন-ওয়ান নিয়ে আসার বুদ্ধিটা লুবনার। হয়ত ক্যাসেট উপহার দিয়েছে, ভাবল রানা। ওর বাবার সাথে শত হওয়ায় মার্কেটিং করতে গিয়েছিল, তখনই কিনে থাকবে। ক্যাসেট হয়ে থাকলে ভালই, দামি কিছু বা লজ্জায় পড়তে হয় এমন কিছু না হলেই হল।

ঘাসের ওপর হলুদ রঙের একটা চাদর বিছাল লুবনা। তারপর দু'জন মিলে

বাস্কেট থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল। খুব যত্নের সাথে পিকনিক লাঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে আথিয়া। একটা করে জিনিস নামাচ্ছে আর ব্যাখ্যা করছে লুবনা। মুরগীর ঠাণ্ডা রোস্ট, ওমলেট, ক্রীম আর মাখন দিয়ে মোড়া মচমচে রুটি, তিন রকম ফল, কাগজে মোড়া দু'বোতল ওয়াইন, এখনও বরফের মত ঠাণ্ডা।

জায়গাটা লেক ম্যাগিওর-এর অনেক ওপরে, গরমের দিনে রাখালরা এখানে গরু-ছাগলকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসে। ফাঁকা মাঠ নয়, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক পাইন গাছ। দূরে উত্তর আর পশ্চিমে ক্রমশ উঁচু হয়ে সুইটজারল্যান্ডের দিকে উঠে গেছে তুষারে মাথা ঢাকা পাহাড়গুলো। ওদের সামনে, দক্ষিণে, পো ভ্যালি—সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিছুক্ষণের মধ্যে হলুদ চাদরে ছড়িয়ে পড়ল চিন কয়েন আর প্লাস্টিক প্লেট। দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢালল রানা। বলল, 'তোত্তর সাঁতে।'

'অর্থ?'

'ফ্রেঞ্চ। মানে, চিয়ার্স।'

'য়ামসিং,' জবাবে বলল লুবনা, রানার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে হেসে খুন হল সে। 'চাইনিজ।'

'জানি, কিন্তু কিভাবে···?' তারপর মার্কো পোলোর বইটার কথা মনে পড়ল রানার। কিছুই বাদ দেয়নি লুবনা, সব গোগ্রাসে গিলেছে।

এরপর ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ওকে একটা কৌতুক শোনাল রানা।

টেক্সাসের এক লোক জীবনে প্রথম ইউরোপে এসেছে। প্যারিসে এসে কয়েকদিন থাকল সে। প্রথম রাতে হোটেলের চীফ স্টুয়ার্ড ডিনার টেবিলে তাকে একজন ফরাসীর সাথে বসাল। ফরাসী লোকটা ইংরেজি জানে না। খাবার পরিবেশন করা হল, ফরাসী লোকটা মৃদু হেসে বলল, 'বন আপেতিত।' টেক্সান ভাবল, লোকটা বোধহয় নিজের পরিচয় জানাচ্ছে। উত্তরে সে-ও মৃদু হেসে বলল, রয় ডিকসন। এই রকম চলল পর পর পাঁচদিন।

শেষদিন ডিনারের আগে টেক্সান লোকটা বারে বসে হুইস্কি খাচ্ছে, এই সময় একজন আমেরিকানের সাথে তার পরিচয় হল। 'ফরাসীরা অদ্ভুত মানুষ, কোন সন্দেহ নেই,' কথায় কথায় মন্তব্য করল টেক্সান।

'কি রকম?'

তখন ফরাসী লোকটার আচরণ ব্যাখ্যা করল টেক্সান। বলল, এই ক'দিনে কম করেও বারো থেকে পনেরো বার দেখা হয়েছে আমাদের, প্রতিবারই লোকটা আমাকে নিজের পরিচয় জানিয়েছে।

'কি নাম তার?'

'বন আপেতিত।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল দ্বিতীয় আমেরিকান। বলল, ওটা ফরাসী লোকটার

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নাম নয়। এ এক ধরনের অভেস্থা, খাওয়াটা যেন আনন্দময় হয়।

বলাই বাহুল্য, টেক্সান লোকটা খুব লজ্জা পেল। সে-রাতে ডিনারে বসে ফরাসীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে, বলল, 'বন আপেতিত।'

একগাল হেসে ফরাসী লোকটা জবাব দিল, 'ব্রন ডিক্সন।'

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল লুবনা। হাত বাড়াল রানা। সোনালি প্যাকেটটা তুলে নিতে গিয়ে খুলতে শুরু করল। ভেতর থেকে প্রথমে সত্যিই একটা ক্যাসেট বেরুল, কিন্তু সাথে আরও কিছু রয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে লুবনা, হাসি থেমে গেছে তার। একটা অ্যালবামও রয়েছে, তাতে শুধু লুবনার ছবি। ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। সেই ছোটবেলা থেকে তার যত ফটো তোলা হয়েছে, বেশিরভাগই রয়েছে অ্যালবামে। অনেকগুলো ছবি কাঁচি দিয়ে কাটা, লুবনার পাশে যে বা যারা ছিল তারা বাদ পড়েছে। বাড়ির সবার সঙ্গে ফটো রয়েছে লুবনার, কিন্তু শুধু তার মায়ের সঙ্গে তোলা কোন ফটো নেই। কাটা অংশগুলোয় কে ছিল, পরিষ্কার বোঝা যায়।

লুবনার দিকে একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল রানা, কিছু বলল না।

আর রয়েছে কালো মখমলে মোড়া খুদে একটা বাক্স। বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে গেল রানা। ভেতরে খুব ছোট একটা কোরান শরিফ, ইংরেজি অনুবাদ, সাথে চকচকে ইস্পাতের হাতলওয়ালা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

উপহারের প্রতিটি জিনিস একটা করে তাৎপর্য বহন করে। কোরান শরীফ উপহার পাওয়ার কারণটা বুঝল রানা। ধর্ম নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এই বয়সের যা স্বভাব, কখনও যুক্তির ওপর নির্ভর করতে চায় লুবনা, আবার কখনও বিশ্বাসের ওপর। তবে তার ঝোঁকটা বিশ্বাসের দিকেই বেশি। ধর্ম নিয়ে বোকার মত তর্ক করেনি ওরা। যার যার ধারণা, অভিজ্ঞতা, এই সব পরস্পরকে শুনিয়েছিল মাত্র।

নাপাম বোমায় দগ্ধ একটা শিশু, কি তার অপরাধ? এটা তো তার পাপের শাস্তি হতে পারে না। কিশোরী একটা মেয়ে, বারবার তাকে ধর্ষণ করা হল, কিন্তু সৃষ্টি কর্তাকে ডেকেও বেচারা সাড়া পেল না। স্যাডিস্ট এক লোক একজন সন্ন্যাসিনীর ওপর অত্যাচার চালিয়ে বহাল তবিয়তে শেষ বয়েসে মারা গেল। এরপর তার শাস্তি হবে? সারাটা জীবন নিরীহ মানুষকে নরকযন্ত্রণায় ভোগাবার পর? এসবের ভেতর যুক্তি কোথায়?

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে দেখা যায়। ধর্মের নামে নোংরা রাজনীতি চলে। শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় কারা? হ্যাঁ, সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী।

ছোটবেলায় বাবার সাথে একবার ফিলিপাইনে গিয়েছিল লুবনা। সে-সময় পোপ ওখানে সফর করছিলেন। এশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্যাথলিক দেশ ফিলিপাইন, আর সম্ভবত গরিব দেশগুলোর একটা। দারিদ্র্যের সাগরে সুন্দর সুন্দর সব চার্চ মাথা

তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে পোপের সাথে দেখা করার জন্যে ম্যানিলায় আসছিলেন বিশপরা। বাবার সাথে লুবনাও আসছিল ম্যানিলায়। দুজন বিশপ ওদের সহযাত্রী ছিলেন। ফার্স্টক্লাসে ভ্রমণ করছিলেন তাঁরা, সবাই শ্যাম্পেন খাচ্ছিলেন। কোথায় যুক্তি?

আবার অন্য রকম ঘটনাও আছে। জিপ নিয়ে লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তের একটা গ্রামে গিয়েছিল রানা, সাথে রেমারিকও ছিল। ওখানে একটা ছোট হাসপাতাল ছিল। আর ছিল একটা মসজিদ। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে গ্রাম খালি হয়ে গিয়েছিল, থাকার মধ্যে শুধু মসজিদের ইমাম সাহেব আর হাসপাতালের কয়েকজন নার্স আর দু'জন মহিলা ডাক্তার ছিল। যুদ্ধের একটা কৌশল হিসেবে প্যালেস্টাইনী গেরিলারা ইসরায়েলিদের ভেতরে ঢুকতে দেবে, কোন রকম বাধা দেবে না। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝানো হল ইমাম সাহেব আর ডাক্তারদের। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে ওদের কাউকে রাজি করানো গেল না। ইমাম সাহেবের যুক্তি, তিনি মসজিদ ছেড়ে বিশ বছর নড়েননি, আজও নড়বেন না। ডাক্তারদের কথা, রোগীদের ছেড়ে তাঁরাও যাবেন না, গেলে পাপ হবে। এখানে থাকলে কি ঘটতে পারে, ব্যাখ্যা করে বলল রানা। কিন্তু ওর কোন কথাই কানে তুলল না তারা। শেষ পর্যন্ত জোর খাটাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। যারা হাসিমুখে নিরাপত্তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় তাদের ওপর কিভাবে জোর খাটানো যায়?

ফেরার জন্যে গাড়িতে বসে আছে রানা, ফিরে যেতে মন চাইছে না। সুন্দরী একজন ডাক্তারকে ডেকে তার সাথে আবার কথা বলল ও। বলল, 'আপনি সবচেয়ে বেশি ভুগবেন। ওরা আপনাকে ছিঁড়ে খাবে।'

উত্তরে মৃদু হেসে ডাক্তার বলল, 'আমাদের সাথে খোদা আছেন।'

ওদের ইউনিট অনেক পিছিয়ে আসে, ইসরায়েলি সেনাদের মাঝারি একটা গ্রুপ সীমান্ত পেরিয়ে বেশ অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের ঘিরে ফেলা হয়, এবং সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে গোটা গ্রুপটাকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। সেই গ্রামে আবার ফিরে এসেছিল ওরা। মসজিদের ভেতর ইমাম সাহেবের লাশ দেখে হাসপাতালে এল ওরা। ওখানে যা দেখল, চিরকাল ওদের মনে থাকবে।

কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ল ওরা, গর্তের ভেতর মেয়েদের যা অবশিষ্ট ছিল ফেলে মাটি চাপা দিল। সেই রাতেই রেমারিক আর রানা অসম্ভব একটা কাজ করে বসে। ইসরায়েলি সীমান্ত পেরিয়ে একটা ঘাঁটির ওপর আকস্মিক হামলা চালায় ওরা। শত্রুরা প্রস্তুত ছিল না, থাকার কথাও নয়। জীপ নিয়ে ঘাঁটির ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। রেমারিক জীপ চালাল, আর মেশিনগানে থাকল রানা। ঘাঁটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচবার আসা-যাওয়া করল ওরা। সৈনিকরা বেশিরভাগ তাঁবুর ভেতর ঘুমিয়ে ছিল, সম্ভবত যুবতী ডাক্তারকে যতজন ধর্ষণ

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করেছিল তারচেয়ে বেশি লোককে সে-রাতে খুন করে রানা। কি বলবে? খোদার ইচ্ছে? খোদার প্রতিশোধ?

আলোচনার উপসংহার টেনেছিল সুবনা। আসল কথা বিশ্বাস। নিশ্চিতভাবে জানলে তো আর তোমার বিশ্বাসের দরকার হচ্ছে না। যতদিন না উল্টোটা কেউ প্রমাণ করতে পারছে, ধর্মে তার বিশ্বাস থাকবে।

'প্রমাণ হয়েছে কিনা তুমি জানবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

সহজ-সরল জবাব ছিল সুবনার, 'টেলিভিশনে ঘোষণা করা হবে।'

'এ-সব আমি নিজে কিনেছি,' বলল সুবনা। 'আমার নিজের জমানো পয়সা দিয়ে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা।

'ক্যাসেটটা শুনবে না?' টু-ইন-ওয়ানে নিজেই ক্যাসেট ভরল সুবনা।

ইতালির গান, কিন্তু ইংরেজিতে গাওয়া। গানের কথাগুলো শুনতে শুনতে অন্য এক জগতে চলে গেল রানা।

'এক সময় থেমে যাবে সমস্ত কোলাহল, ঘুমিয়ে পড়বে ধরণী। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা মিটমিট করলে বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি। সে রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না। আর, হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ পেলে বুঝে নিয়ো আমি আসছি। আর যদি কোকিল ডাকে, জেনো আমি আর বেশি দূরে নেই। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে তোমার গায়ে লুটিয়ে পড়লে বুঝবে আমি এসেছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না!'

গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর বিষণ্ণ একটু হেসে সুবনা নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাও, তাই না, হাসান? কিন্তু আমি তোমাকে জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন ছাড়াছাড়ি হবে, তখন কিন্তু আমার কথা ভুলে যেয়ো না। গানের কথাগুলো শুনলে তো? সবচেয়ে বড় তারাটা মিট মিট করলে বুঝবে সত্যিই আমি তোমাকে জেগে থাকতে বলছি।'

দু'জন রাখাল তাদের গরুর পাল নিয়ে ঢালের ওপর উঠে এল, সাথে একটা কুকুর। কুকুরটাকে দু'টুকরো রুটি খেতে দিল সুবনা, অমনি তার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া। রাখাল দু'জনকে ওয়াইন খেতে দিল রানা।

সূর্য অস্ত যাবার একটু আগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল ওরা। ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সুবনা, ফেরার পথে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। তার মাথা রানার কাঁধে ঠেকে থাকল। খুব সাবধানে গাড়ি চালাল রানা, সুবনা যাতে ঝাঁকি না খায়।

দুষ্টু মেয়েটাকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে ও।

নয়

সুবনার আজ পিয়ানো শিখতে যাবার দিন।

ছেলেমেয়েদের গান-বাজনা শেখানো মিলানে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নামকরা একজন বাদকের সাথে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে সুবনাকে নিয়ে যাচ্ছে রানা। শেখার আগ্রহ, আর জীবনের প্রথম হলেও প্রতিভার আভাস দেখতে পেলে তবেই সুবনাকে তিনি নিয়মিত শেখাবেন। তখন একটা পিয়ানো কেনা হবে, আর ভদ্রলোক নিজেই ব্যবস্থা তিনদিন এসে শিখিয়ে যাবেন।

ইতিমধ্যে রানার মদ্যপান প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। রোজ সকালে নিয়মিত এক্সারসাইজ শুরু করেছে ও। কোথায় ছোটখাট একটা জিমনেশিয়ামও পাওয়া গেছে, দু'এক দিনের মধ্যে সেখানে নাম লেখাবে।

লিউইয়র্ক থেকে ভিটো আর লরা ফিরে এসেছে, কিন্তু লরা খুব সাবধানে আছে যাতে রানার সামনে তাকে পড়তে না হয়। ফেরার পরপরই রানার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা হয়ে গেছে তার। আজ চার দিন পর প্রসঙ্গটা আবার তুলল সে। ভিটো বলল, 'কিন্তু তোমার এই জেদের আমি কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না, লরা। এতদিন যা বলে এসেছ, এখন ঠিক তার উল্টো কথা বলছ।'

'কারণ ঘটেছে বলেই বলছি,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় সুরে বলল লরা। 'এই লোককে এ বাড়িতে আমি রাখব না। এই আমার শেষ কথা। যত তাড়াতাড়ি পার বিদায় কর ওকে।'

'কিন্তু...'

'তোমাকে তো বলেছি, লোকটার দিকে বড় বেশি ঝুঁকে পড়ছে সুবনা। আমি চাই না...'

'এর মধ্যে নোংরা কিছু দেখতে পেয়েছ তুমি?'

মাথা নাড়ল লরা। 'সেরকম কিছু না। চরিত্রহীন বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু ও তো শুধু একজন বডিগার্ড, তাই না? সুবনা যদি বেশি মাখামাখি করে, ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগবে। লাগবে কি, লাগছে। হাসান বলতে ও অজ্ঞান। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তোমার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ওই লোক। এ আমি হতে দিতে পারি না। তুমি আজই ওকে বিদায় কর।'

'পাগল হলে?'

'কেন, অসুবিধে কি?'

'তিন মাসের কথা বলে রাখা হয়েছে ওকে,' বলল ভিটো। 'হঠাৎ জবাব দিয়ে দিলে ইউনিয়ন যদি...'

'ও জোর করে থাকতে চাইবে বলে মনে হয় না,' বলল লরা।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'তাই বলে আজই?' মাথা নাড়ল ভিটো। 'তা হয় না, লরা।'

'ঠিক আছে, এই হপ্তার ভেতর,' বলল লরা। 'তার বেশি একদিনও ওকে আমি রাখব না।'

'বেচারা খুব আঘাত পাবে,' অস্ফুটে বলল ভিটো।

'ছেলেমানুষ, সামলে নেবে,' বলল লরা।

'আমি লুবনার কথা ভাবছি না,' বলল ভিটো।

ভিটো আর লরার মধ্যে কি কথা হয়েছে ওরা জানে না। রোববারটা কিভাবে কাটাবে, তাই নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। জুলিয়ানা জেদ ধরেছে, কাজেই রোববারে আবার রানাকে ওদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে যেতে হবে। শুনে লুবনাও আবদার ধরল, সে-ও যাবে।

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার মা-বাবা বাড়িতে ফিরেছেন, ছুটির দিনটা তোমার ওঁদের সঙ্গেই কাটানো উচিত।'

'কিন্তু জুলিয়ানা তো আমাকেও যেতে বলেছে,' বলল লুবনা। 'বাচ্চা দুটো আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

কিন্তু রাজি হল না রানা। সুযোগ তো আরও আসবে। ওর মা-বাবা ক'দিন পরই তো আবার বাইরে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের অ্যাপার্টমেন্ট সহজে খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা ম্যাপ বের করল লুবনা, সে-ই গাইড করে কোরসো বুয়েনস্ এয়ার্স এভিনিউয়ে নিয়ে এল রানাকে চওড়া একটা রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছ, তারপর প্রশস্ত লন। বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ অনেক দূরে। পার্কিং লেখা সাইনবোর্ড দেখে রাস্তার একধারে গাড়ি থামাল রানা। লুবনাকে নিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে এগোল। দরজায় সিকিউরিটি লক আর ইন্টারকম রয়েছে, ইন্টারকমে লুবনার উপস্থিতি ঘোষণা করতেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা।

'বেশি দেরি হবে না, হাসান, স্রেফ এক ঘন্টা।'

মৃদু হাসল রানা। 'একেবারে যা-তা বাজিয়ো।' জানে, শেখার কোন আগ্রহ নেই লুবনার। ওর বাবার চাপে পড়ে রাজি হতে হয়েছে ওকে। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নাকি ওদের পারিবারিক বন্ধু আল বারগো লোরানের করা।

'তা আর বলতে!' চাপা হাসি দেখা গেল লুবনার ঠোঁটে।

গাড়িতে ফিরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। ওপরতলা থেকে একটা জানালা খোলার অস্পষ্ট আওয়াজ এল কানে।

এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে মুখ তুলে তাকাল রানা। একটা হাত তুলে নাড়ল লুবনা, লনের ওপর দিয়ে এগিয়ে

আসছে ওর দিকে। এখনও সে চল্লিশ মিটার দূরে, রানার পিছনে মোড় ঘুরে একটা কালো গাড়ি এগিয়ে এল। রাস্তা ছেড়ে এক জোড়া গাছের মাঝখানে ঢুকে পড়ল গাড়িটা, লনের ওপর দিয়ে এগোল। চারজন লোককে দেখল রানা, সাথে সাথে বুঝে নিল কি ঘটতে যাচ্ছে। দ্রুত গাড়ি থেকে নামল ও, পিস্তলটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে লুবনা।

'দৌড়াও, লুবনা, দৌড়াও!' চিৎকার করল রানা।

ঘ্যাচ করে লুবনার সামনে থামল কালো গাড়ি, রানার দিকে তার আসার পথ আটকে দিয়েছে। পিছনের দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নামল দু'জন লোক। কিন্তু লুবনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাড়িয়ে দেয়া এক জোড়া হাতের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল সে, গাড়ির পিছন দিকটা ঘুরে ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটল তার বডিগার্ডের দিকে। লোক দু'জন ধাওয়া করল তাকে, দু'জনের হাতেই রিভলভার রয়েছে। দু'বার লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল রানা, ওদের মাঝখানে লুবনা রয়েছে। একজন লোক ধরে ফেলল লুবনাকে, এক হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে, ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটল। অপর লোকটা রানার দিকে ফিরে আছে, একটা গুলি করল সে। মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। তার বুকে গুলি করল রানা, দু'বার।

প্রথম লোকটা লুবনাকে গায়ের জোরে পিছনের সিটে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে লুবনা। গাড়ির ভেতর তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হল, ইতিমধ্যে অনেকটা কাছে চলে এসেছে রানা। লুবনাকে গাড়ির ভেতর ফেলে দিয়েই ঘুরল লোকটা, হাতের পিস্তলটার রানার দিকে তাক করা। একটু ওপর দিকে লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, ভয় যদি ছিটকে গিয়ে লুবনাকে আঘাত করে বুলেট। লোকটার নাকের নিচে লাগল বুলেট, মগজের ভেতর দিয়ে খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল। দরজায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লোকটা, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরমুহূর্তে গাড়ির সামনের সিট থেকে পরপর তিনটে গুলি হল, দড়াম করে ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ল রানা। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। চাকা ঘুরল। লন থেকে রাস্তায় উঠে পড়ল কালো গাড়ি। গাড়ির ভেতর থেকে ওর নাম ধরে চিৎকার করে উঠল লুবনা।

নড়তে পারছে না, বুলেটের ধাক্কা খেয়ে রানার নার্ভাস সিস্টেম থমকে গেছে। ব্যথা আর উদ্বেগ নিয়ে শুধু একটাই প্রার্থনা করল, যেন মরে না যায়। মনের সবটুকু শক্তি এক হল, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোয়ার বয়ে গেল সমগ্র অস্তিত্বে—বাঁচতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে। লুবনার ডাক ও শুনতে পেয়েছে। সাহায্য চেয়ে—কোন আবেদন নয়—লুবনা তাকে পড়ে যেতে দেখেছে—ওর কণ্ঠে ছিল ব্যাকুল হাহাকার।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বিছানার পাশে একজন নার্স বসে বই পড়ছে। প্রচুর কড়া ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে রানাকে, জেগে আছে কিনা বোঝা যায় না। ওর মাথার ওপর একটা মেটাল ফ্রেমে উল্টো করা দুটো বোতল ঝুলছে। নিয়মিত ছন্দে ফোঁটা ফোঁটা রঙহীন তরল পদার্থ পড়ছে ট্র্যান্সপারেন্ট টিউবে। টিউবের একটা ওর বাঁ নাকে ঢুকেছে, অপরটা ডান কব্জির ব্যাণ্ডেজের ভেতরে।

দরজা খুলে এক পা ভেতরে এল ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস অফিসার। নার্সের সঙ্গে কথা বলল সে। 'একজন ভিজিটার। ডাক্তার বললেন, এক মিনিটের বেশি নয়।'

ঘরে ঢুকল রেমারিক, ধীর পায়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকে তাকাল রানার দিকে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, হাসান?'

বোঝা যায় কি যায় না, মাথা একটু যেন নড়ল।

'গিপস কেটে গেছে। তুমি বাঁচবে।'

এবারও মাথা যেন একটু নড়ল।

'আমি মিলানে থাকব। পরে আসব, অনেক কথা হবে।' নার্সের দিকে ফিরল রেমারিক। 'ওর কাছে আপনি থাকবেন?'

'আমি বা আর কেউ, উনি একা থাকবেন না।'

নার্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রেমারিক।

করিডরে অপেক্ষা করছিল রিসো আর জুলিয়ানা।

'ও জেগে আছে, কিন্তু কথা বলতে আরও দু'একদিন সময় লাগবে। চল, ফেরা যাক। আমি আবার কাল আসব।'

ডাক্তার ওদেরকে জানিয়েছে, রানাকে প্রায় মরা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল হাসপাতালে। সাথে সাথে অপারেশন করা হয়, সেলাই করে বন্ধ করা হয় রক্তক্ষরণ। ওটা ছিল ইন্টারিম ইমার্জেন্সি সার্জারি। পোস্ট অপারেটিভ শক যদি কাটিয়ে উঠতে পারে রানা, ওর শক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে তারা, তারপর আবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হবে, তখনকার অপারেশনগুলো হবে জটিল আর বিপজ্জনক।

অর্থাৎ ওকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই এখন চলতেই থাকবে।

আরও দুটো দিন বার বার মৃত্যুর কিনারায় গিয়েও ফিরে এল রানা। ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করে রেমারিককে বলল, 'এ স্রেফ বেঁচে থাকার প্রচণ্ড আকুতি। এরকম জখম নিয়ে কোন মানুষ বাঁচতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

পরদিন কথা বলতে পারল রানা।

রেমারিককে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করল, 'সুবনা?'

'আলাপ-আলোচনা চলছে,' উত্তর দিল রেমারিক। 'এ-ধরনের ব্যাপারে সময় লাগে।'

'আমার অবস্থা?'

সাবধানে, ভেবেচিন্তে উত্তর দিল রেমারিক। এ ব্যাপারে ওরা দু'জনেই অভিজ্ঞ। 'গুলি খেয়েছ দুটো। তলপেট আর ডান ফুসফুসে। ভাগ্য ভাল যে বড়শি ক্যালিবারের বুলেট ছিল। ভারি কিছু হলে আর বাঁচতে হত না। ফুসফুসে অপারেশন ওরা সেরে ফেলেছে, ওটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সমস্যা তলপেটের জখমটা নিয়ে। ওখানে আবার অপারেশন করতে হবে, তবে ডাক্তাররা বলছে ভয়ের কিছুই নেই। এখানে এরা সবাই অভিজ্ঞ, গুলি খাওয়া অনেক রুগীর চিকিৎসা করেছে।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আমি যে দু'জনকে গুলি করলাম?'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'একজনের হার্ট ফুটো করেছ। দুটো গুলি, কিন্তু ফুটো ওই একটাই। আরেকজনের মগজ বেরিয়ে গেছে। চমৎকার শুটিং।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দেরি হয়ে গেছে আমার···অনেক দেরি করে ফেলেছি।'

'ওরা প্রফেশন্যাল ছিল, হাসান।'

'জানি। কিন্তু তেমন একটা বাধা পাবে বলে আশাও করেনি। প্রথমে ওরা ফাঁকা গুলি করে, ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল। আমি যদি আরেকটু তাড়াতাড়ি করতাম ওদের সব ক'টা মরত। ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা।'

ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রানা, ফেরার জন্যে উঠল রেমারিক। 'কোমোয় গিয়ে ভিটোর সাথে দেখা করব আমি। দেখব আমার যদি কিছু করার থাকে।' কালো মখমলে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স চোখে পড়ল তার। ঝুঁকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল।

'কোরান শরীফের ইংরেজি অনুবাদ,' বলল রানা। 'পরে তোমাকে বলব সব।'

কোমোয় গিয়ে হতাশই হল রেমারিক। সাথে রিসোকেও নিয়েছিল ও। ভিটো আন্তাত্তি আর তার স্ত্রী লরা আন্তাত্তি বাড়িতেই ছিল। কিন্তু দু'জনেই বোবা হয়ে গেছে। দেখে মনে হল গোটা ব্যাপারটা সামলাচ্ছে আলবারগো লোরান। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ভিটোদের বাড়িতেই রয়েছে। দু'একটা কথা হল লোরানের সাথে। তেমন কোন তথ্য লোকটা ওদেরকে দিতে চাইল না। ফিরে আসছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরিত হল লরা। আগে সব কথা জানত না সে, কিন্তু এখন সব ফাঁস হয়ে গেছে। স্রেফ তার মুখ রক্ষার জন্যে রাখা হয়েছিল হাসানকে, শুধু তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'বদ্ধ একটা মাতাল!' রেমারিকের সামনে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত চেঁচাতে থাকল লরা। 'আমার মেয়ের জন্যে একটা নেশাখোরকে রাস্তা থেকে ধরে আনা হয়েছিল!' স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'তুমি একটা অপদার্থ, একটা আহাম্মক! আমার মেয়ের যদি কিছু হয়...'

প্রতিবাদ করতে গেল রিসো, কিন্তু রেমারিক তাকে থামাল। রানার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। 'মেয়ে ফিরে এলেই শান্ত হবেন মহিলা,' মন্তব্য করল রেমারিক।

ঘটনাটা রানাকে জানায়নি রেমারিক। এক হপ্তা পর ডাক্তাররা আবার অপারেশন করল। রানা ওদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বাঁচার কোনই আশা নেই, কিন্তু রোগীর প্রচণ্ড জেদ সে মরবে না, প্রাণ-জীবন দিয়ে লড়ল তারা। অপারেশনের পর আটচল্লিশ ঘন্টা ভাল-মন্দ কিছুই বোঝা গেল না, তারপর হাসি ফুটল তাদের মুখে। বিপদ কেটে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসল রেমারিক। রানাকে আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে, রক্ত ফিরে আসছে মুখে। রেমারিকের চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ্য করে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও।

'মেয়েটা মারা গেছে, হাসান।'

মুখ ফিরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল রানা, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, চোখে ভাষাহীন বোবা দৃষ্টি।

একটু ইতস্তত করল রেমারিক, তারপর বলে চলল, 'ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়। ওদের টাকার দাবি দু'দিন আগে মেটানো হয়েছে। কথা ছিল সেই রাতেই লুবনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু সে ফেরেনি, পরদিন সকালে পুলিস একটা চুরি করা গাড়িতে তার লাশ দেখতে পায়।'

একটু থেমে আবার শুরু করল রেমারিক, 'রেড ব্রিগেডের একটা গ্যাংকে খুঁজে বের করার জন্যে শহরে ব্যাপক তল্লাশি চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কিডন্যাপররা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে, ঘন্টা কয়েকের জন্যে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যায় তারা। লুবনার হাত আর মুখ বাঁধা ছিল, এই অবস্থায় বমি করে সে—সম্ভবত পেট্রলের গন্ধে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কি ঘটতে পারে তুমি জান। পোস্ট মর্টেম হয়েছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে।'

ফিসফিস করে কথা বলছিল রেমারিক, সে থামতে ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

অনেকক্ষণ পর রানা জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

উঠে পড়ল রেমারিক। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে রাস্তা, লোকজন আর যানবাহনের ভিড়। তার পিছনে সপাং করে যেন চাবুক পড়ল।

'বল।'

ঘুরে দাঁড়াল রেমারিক, নিচু গলায় বলল, 'ওকে রেপ করা হয়েছে। অনেক বার। ওর কাঁধে আর হাতেও দাগ দেখা গেছে।'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। দূরে কোথাও চার্চে ঘন্টা বাজছে, অস্পষ্ট শোনা যায়। এগিয়ে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল রেমারিক, রানার দিকে ঝুঁকল। রানার মুখে এখনও কোন ভাব নেই। দৃষ্টি এখনও সিলিঙের দিকে, কিন্তু এখন আর ভাষাহীন নয়—ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে যেন দু'টুকরো হীরে।

ধকলটা সামলে উঠতে সময় লাগল, কিন্তু সেরে ওঠার গতি অটুট থাকল, ওটা-নামা করল না। এ-ধরনের রোগীকে ডাক্তারদের খুব পছন্দ, সব কথা মন দিয়ে শোনে আর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলে। দ্বিতীয় অপারেশনের এক হপ্তা পর বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে নামতে পারল রানা। আর ক'দিন পর হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল।

নিজের ওপর জোর খাটাল না। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তার শরীরকে সময় দিতে হবে। রোজ বাগানে হাঁটল ও, সাথে একজন নার্স থাকল। উদোম গা, ব্যাণ্ডেজগুলোর মাঝখানে পিঠ গরম করে তুলল রোদ। নার্স আর ডাক্তার, সবার সাথে ওর মধুর সম্পর্ক। দরকার না হলে কাউকে বিরক্ত করে না। আর মৃত্যুর কিনারা থেকে ওকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে এনেছে বলে তারাও সবাই ওকে নিয়ে গর্বিত।

একজন নার্সকে,কিছু টাকা দিল রানা, খুশি মনে অনেকগুলো খবরের কাগজ কিনে এনে দিল সে। লুবনা কিডন্যাপ হবার দিন থেকে যে ক'টা কাগজ বেরিয়েছে, সবগুলো। তারপর আরও অনেক মাস পিছনের কাগজও তাকে দিয়ে কেনাল রানা। নোটবুকটা আগেই কেনা হয়েছে। রোজই পড়ে রানা, আর দরকারি খবরগুলো নোটবুকে টুকে রাখে।

এক সকেবেলা ওকে দেখতে এলেন এক ভদ্রমহিলা। তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। হাতে একটা ঝুড়ি ভর্তি ফল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন লুবনার স্কুলের হেডমিসট্রেস, সিনোরা মিরিয়াম। আধ ঘন্টা থাকলেন তিনি, লুবনাকে নিয়ে কথা বললেন, চোখের পানি ফেললেন দু'ফোঁটা। রানা হঠাৎ খেয়াল করল, সিনোরাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে সে। যাবার আগে সিনোরা বললেন, যে যাই বলুক, আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি শুনেছেন, লোকে বলাবলি করছে, লুবনার বডিগার্ড স্রেফ একটা লোক দেখানো ব্যাপার ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এখন আপনি কি করবেন? কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, তার কোন প্ল্যান নেই। সিনোরা খুব অবাক হলেন। রানাকে নিরুদ্বিগ্ন আর হাসিখুশি দেখাল; এটা যেন তিনি আশা করেননি। সবশেষে রানার গালে চুমো খেয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রোজ একবার করে সাইকোথেরাপি রুমে যেতে হয় রানাকে। সুইমিং পুলের গরম পানিতে সাঁতার কাটে আধ ঘন্টা। অন্যান্য এক্সারসাইজও শুরু করল।

এক মাস পর ডাক্তাররা সবাই একবাক্যে বলল, রোগী এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে এটা তারা আশা করেনি। আর এক হপ্তা পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে সে। এই শেষ হপ্তাটা বেশির ভাগ সময় সাইকোথেরাপি ডিপার্টমেন্টে কাটাল রানা, ব্যবহার করল ইকুইপমেন্টের পুরো সেট।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও, পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও অনেক সময় লাগবে ওর। এখনও ও দুর্বল। তবে শরীরে কোথাও আড়ষ্ট ভাব নেই, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে যার ভূমিকার কাজ করতে পারে।

বিদায়ের দিন ডাক্তার আর নার্সরা দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। সবাই ওকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাল। ধন্যবাদ জানিয়ে ধাক্কা ক'টা উপহার রানা। দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, হাতে সুটকেস নিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছে।

'অদ্ভুত একটা মানুষ,' মন্তব্য করল মেট্রন।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল হেড ফিজিশিয়ান। 'হাসপাতাল সম্পর্কে ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা।'

নেপলস সেন্ট্রাল স্টেশন। মিলান থেকে একটা ট্রেন এসে থামল। বিলাসবহুল স্লীপিং কার থেকে নামার আগে সুন্দরী স্টুয়ার্ডেসকে টিপস দিল রানা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'প্রেজো ফিসো।'

সকালের বাজার সেরে ফিরে এসেছে ফুরেলা, ভ্যান থেকে মালপত্তর নামাচ্ছে, এই সময় পৌঁছুল ট্যাক্সি। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে। একগাল হেসে জানতে চাইল, 'কেমন আছেন?'

'ভাল। দেখি, সর, কয়েকটা ঝুড়ি আমাকেও বইতে দাও।'

কিচেন টেবিলে বসে আছে রেমারিক, কফি খাচ্ছে, ভেতরে ঢুকল ওরা।

'দোস্ত,' বলে টেবিলের ওপর তিনটে ঝুড়ি নামিয়ে রাখল রানা।

নড়ল না রেমারিক। রানাকে সতর্ক চোখে দেখল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করল। 'দোস্ত!'

আধ মিনিট পর পরস্পরকে ছাড়ল ওরা। রেমারিক কাঁদছে, কিন্তু চোখে পানি নেই। রানা হাসছে, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ নেই।

পট থেকে রানার জন্যে কফি ঢালল রেমারিক। 'আমি তো ভেবেছিলাম একটা ভূত ফিরে আসবে। নাহ্, ওরা তোমার যত্ন নিয়েছে!'

'ওরা সবাই খুব ভাল মেকানিক।' দু'জনেই হাসল, পুরানো দিনের পরিচিত সংলাপ।

আলোচনা শুরু হল ডিনারের পর টেরেসে সামনাসামনি বসে।

ও কি করতে চায় শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা। বিবেক, নীতি, আদর্শ—এসব প্রসঙ্গে গেল না। প্রশ্ন বিচার নিয়েও নয়, এ স্রেফ নির্জলা প্রতিশোধ। ওরা তার হৃদয়ের একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, প্রতিশোধ নেবে ও।

'চোখের বদলে চোখ?' শান্ত সুরে জানতে চাইল রেমারিক।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। ভারি গলায় বলল, 'তারচেয়েও বেশি, রেমারিক।'

'মেয়েটাকে সত্যি তুমি ভালবাসতে!' ঠিক প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তির মত শোনাল কথাটা।

উত্তর দেয়ার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করল রানা। 'ভালবেসেছিলাম কিনা, কতটুকু ভালবেসেছিলাম, এ-সব কথা থাক, রেমারিক। শুধু জান, লুবনা মরেনি,' নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল রানা। 'এখানে লুকিয়ে আছে। আমাকে একটা গান দিয়ে গেছে ও। আমি ঘুমাতে পারি না।'

রানার ব্যথা আর শোক উপলব্ধি করতে পারে রেমারিক। জেসমিন মারা যাবার পর তারও এই রকম হয়েছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার। 'কোরান শরীফের ইংরেজি অনুবাদ— ওটা...?'

'আমাকে দিয়েছিল ও। জন্মদিনের উপহার।'

রানাকে কখনও ধর্ম নিয়ে কথা বলতে শোনেনি রেমারিক। ও নাস্তিক কিনা, তাও জানে না। লুবনা হয়ত জানতে পেরেছিল, তাই এই উপহার।

'আমার সাহায্য দরকার, রেমারিক।'

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখল। রানাও উঠল। দু'জনে এসে রেলিঙের সামনে দাঁড়াল ওরা।

'পারে,' বলল রেমারিক। 'সাধ্যের বাইরে করব আমি। কিন্তু খুন নয়। ওটা বাদ দিয়েছি। তুমি তো জান, জেসমিনকে কথা দেয়া আছে। ওটা ছাড়া যা তুমি বল।'

'জানি। ওটা তোমাকে করতে বলবও না। খুনগুলো আমিই করব, এ আমার ব্যাপার। কিন্তু আমাকে সাহায্য করলে তোমার বিপদ হতে পারে।'

রেমারিক হাসল। 'তা হতে পারে। বিপদ আমার জীবনে নতুন কিছু নয়।' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল সে। 'কাজটা কার, জেনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। তখনই আমি ওদেরকে ভাল করে দেখেছিলাম। তারপর খবরের কাগজ ঘেঁটেছি। আমাকে যে গুলি করেছিল তার নাম এলি। ড্রাইভারের নাম অগাস্টিন। হিনো ফনটেলা-র লোক ওরা।' গম্ভীর হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে। বলেছে, ঘটনার সময় ওরা ত্রিশ-বারোজন সাক্ষী নিয়েছে।'

'তুমি ওদের নাম জানলে কিভাবে?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'পুলিস আমাকে কয়েক শো ফটো দেখিয়েছিল, একবার চোখ বুলিয়েই ওদের আমি চিনতে পারি।'

'পুলিসকে তুমি জানাওনি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানালে কি হত ওদের, বল?'

'তা ঠিক,' বলল রেমারিক। 'খুব বেশি হলে দু'চার বছরের জেল হত। কিন্তু জেলের ভেতর রাজার হালে থাকত ওরা। তারপর পেরোলে ছাড়া পেয়ে যেত।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আর তা হবে না।'

একটু ভাবল রেমারিক। বলল, 'তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। ওরা কেউ পাল্টা কিছু আশা করছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কেটে পড়তে পারবে তুমি। ওরা সম্ভবত কেউ গভীর জলের মাছও নয়।'

'তুমি ঠিক বোঝনি, রেমারিক,' শান্তভাবে বলল রানা।

অবাক দেখাল রেমারিককে। 'তাহলে কিভাবে?'

প্ল্যানটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

হতভম্ব হয়ে গেল রেমারিক।

'কাজেই বুঝতে পারছ তো, কেন তোমার সাহায্য দরকার আমার?'

'কিন্তু কিভাবে? কি বলছ তুমি জান?' ঘাবড়ে গেছে রেমারিক। 'ওদের সেটআপ সম্পর্কে ধারণা রাখ?'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভালোই রাখি। হয়ত সবটুকু নয়, কিন্তু কাঠামোটা কি জানি। মিলানে প্রধান বস্ দু'জন—ফনটেলা আর গামবেরি। এই কিডন্যাপ ফনটেলার কাজ। রোমে বসে আত্তুনি বেরলিংগার টাকার একটা ভাগ পেয়েছে। আর সবশেষে পালার্মোর পেটমোটা ওয়োরটা—ভন বাকালা। বাকালা সব কিছু থেকে ভাগ পায়।'

হঠাৎ কি হল, সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল রেমারিকের, উন্মাদের মত অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছে রেমারিক, সেই সঙ্গে, যতই অসম্ভব বলে মনে হোক, প্রস্তাবটা অনুমোদনও করছে সে।

হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেল রেমারিকের। এক সময় থামল সে। বলল, 'এতদিনে একটা কাজের কাজ হবে তাহলে। আমার হিংসা হচ্ছে, দোস্ত। এই একটা কাজেই তুমি অমর হয়ে যাবে।'

'অমর আমি হতে চাই না,' বলল রানা। 'বেঁচে ফিরব সে আশাও কম। আমি শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, রেমারিক। বদলে যা-ই হারাই না কেন, দুঃখ করব না।'

আবার হাসল রেমারিক, ছোট্ট করে। 'আত্তুনি বেরলিংগার, তাই না? বাহাধন, এবার?' বাস্তবে ফিরল সে, রানার দিকে তাকাল। 'এত সব তুমি জানলে কিভাবে?'

'কিছু কিছু আগে থেকেই জানতাম,' বলল রানা। পুরানো খবরের কাগজ থেকে কিছু জেনেছি। নিজেদের ক্ষমতা আর প্রভাবের ওপর ওদের এত বিশ্বাস যে অপরাধ করে সেগুলো আবার ফলাও করে প্রচার করে। এরই নাম মাফিয়া। আরেক সরকার নামে একটা বইও পড়েছি, একজন জার্নালিস্টের লেখা। লোকটা যে এখনও বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য।'

'বই ছাপা হয়ে গেছে, তাই মারেনি। বাইরের লোককে ওরা তখনই খুন করে যখন গোপন একটা তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয় দেখা দেয়। বই বেরিয়ে যাওয়া মানে যা ফাঁস হবার হয়ে গেছে, কাজেই লোকটা ওদের হাতে মরবে না।' রানার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিল সে। তারপর লাইটার জ্বালল। 'এবার বল, আমাকে কি করতে হবে।'

কুফির জন্যে ফ্রিজেনে ফিরে এল ওরা। টেবিলে বসে বিশদ আলোচনা শুরু করল। গোটা ব্যাপারটা সতর্কতার সাথে একটা ছকে বেঁধে নিয়েছে রানা। নোটবুকে একটা নকশাও এঁকেছে। দেখেশুনে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক, প্রভাবিত হয়েছে সে। পরিবহন, ঘাঁটি, ইকুইপমেন্ট কি কি দরকার সব লিখল রানা। চেয়ারে হেলান দিল ও, কাগজের কিনারা দিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

'দারুণ, রানা, চমৎকার,' বলল রেমারিক। 'কিন্তু সত্যি জান তো কিসের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছ তুমি?'

'তুমিই না হয় জানাও আমাকে।'

যা জানে সব গুছিয়ে বলল রেমারিক। মানুষ যতটা বিশ্বাস করে বা যতটা বিশ্বাস করতে চায়, মাফিয়া তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পুলিসকে ওরা কেয়ার করে না, অনেক সময় তাদের ওরা নিয়ন্ত্রণ করে। আইন, কোর্ট, বিচার—এসব ওরা কিনে ফেলে। রাজনীতিকদের—গ্রামের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট মিনিস্টার—সবাইকে ওরা ঘুষ দেয়। কোন কোন এলাকায়, বিশেষ করে দক্ষিণে আর সিসিলিতে, আক্ষরিক অর্থে ওরাই আইন, ওদের সুবিধে মত শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হয়। ভেতর আর বাইর থেকে জেলখানাগুলো ওরাই চালায়। মাঝেমধ্যে দু'চার বছরে এক-আধবার, মাফিয়াদের কোন কোন কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। সমাজের সব স্তরে আছে ওরা, ওদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার সাহস কারও নেই।

কর্তৃপক্ষের অস্ত্র বলতে, পুলিস, কোর্ট, জেলখানা। আগেই বলেছি, এগুলোর ভেতর মাফিয়ার লোক ঢুকে আছে। তবু, ভাল পুলিস, সৎ বিচারকও দু'চারজন আছে বটে। কিন্তু তারা সংগঠিত নয়, কেউ তাদেরকে সাহায্য করার নেই। ত্রিশ দশকে শুধু মুসোলিনি ওদেরকে এক হাত দেখাতে পেরেছিল, তার কারণ সে ব্যবহার করেছিল ফ্যাসিস্ট মেশিন। মাফিয়ার সাথে প্রচুর নিরীহ লোককেও ভুগতে হয়েছিল তখন। মুসোলিনির পর আবার ওরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রতিটি

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শহরের প্রতিটি থানায় ওদের ইনফরমার আছে, ঘুষ খাওয়া পুলিস আছে, শহরটা যত ছোটই হোক না কেন। প্রতিটি গ্রামের অবস্থাও তাই। গুণ্ডা-পাণ্ডাদের নিয়ে তৈরি বিশাল একটা সেনাবাহিনীও রয়েছে ওদের।

'কাজটা সহজ হবে না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে, এসবই আমার জানা আছে। কিছু কিছু দিকে সুবিধে পাব আমি। যেমন, মুসোলিনির মত, আমি এমন কৌশল ব্যবহার করতে পারব, পুলিসের পক্ষে যা সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিই—আতঙ্ক। এটাকে ওরা একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু নিজেরা এই আতঙ্কের শিকার হতে অভ্যস্ত নয়।'

যুক্তিগুলো উপলব্ধি করল রেমারিক। জানে, রানা ওদের মুখ খোলাতে পারবে।

'আরেকটা সুবিধে,' বলে চলল রানা, 'পুলিসের মত আমার কাজ প্রমাণ, সাক্ষী ইত্যাদি জোগাড় করা হবে না। ওদেরকে আমি কোর্টে হাজির করতে যাচ্ছি না।'

মাথা দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'অস্ত্র?'

'খবর নাও গগল কোথায় আছে,' বলল রানা। নোটবুক খুলে অস্ত্রের তালিকাটা পড়ল ও।

'মাইরি, রানা, তুমি সত্যি যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে! এত কিছু কি দিতে পারবে গগল?'

'আমি বললে সাগর সেঁচে মাণিক এনে দেবে,' রেমারিককে আশ্বস্ত করল রানা। 'একটা ফোন নাম্বার দেব, ডায়াল করলেই জানতে পারবে কোথায় আছে ও।'

'এসব তোমার কবে দরকার?'

'মাস তিনেক পরে,' বলল রানা। 'এই তিন মাসে শরীরটাকে পুরোপুরি ঠিক করে নেব আমি। গগলকে আমার কথা বলবে, বলবে ওগুলো আমি মার্সেলেস থেকে রিসিভ করব। তারপর কিভাবে ইটালিতে নিয়ে আসব, ভেবে রেখেছি।'

স্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রসঙ্গ আবার ফিরে এল। রানা বলল, 'নিরিবিলি একটা জায়গা দরকার। কোন সাজেশন দিতে পার?'

মাত্র একমুহূর্ত চিন্তা করল রেমারিক। 'মাল্টায় যাও না কেন? জেসমিনের বাপের বাড়ি, গোজোয়? দ্বীপটা তোমার খুব ভাল লেগেছিল, মনে আছে? সবাই ওরা চেনে তোমাকে, আপনজনের মত আদর পাবে, কিন্তু কেউ তোমাকে একটা প্রশ্নও করবে না। আমি জানি। কি বছর আমিও হপ্তা দুয়েক কাটিয়ে আসি ওখানে। বল তো ফোন করি ওদেরকে।'

প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় ভালই হবে। কিন্তু ওদের কোন অসুবিধে করব না তো?'

ঠোঁট টিপে হাসল রেমারিক। 'জেসমিন তোমার সম্পর্কে এমন সব

সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, তোমাকে পেলে ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পাবে। একবার শুধু গিয়েই দেখ না। আমার শ্বশুরের সাথে ক্ষেতে কাজ করতে পার, শরীরটাকে যদি লোহা বানাতে চাও।'

আলোচনার এক পর্যায়ে রানার ছদ্মবেশ প্রসঙ্গ উঠল। দু'জনেরই ধারণা, যুদ্ধ শুরু হবার পর কিছুদিনের মধ্যেই ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। হয় হবে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বর্তমান পরিচয়েই বহাল থাকবে। রানা জানাল, যেজন্যে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই বিপদ এখনও কাটেনি, কাজেই দেশে বা কাজে ফেরার ওর কোন তাড়া নেই। হাতে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

টাকা পয়সার কথাও উঠল। রেমারিক বলল, অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা সে দেবে। ইটালি থেকে যা যা কিনতে হবে তাও সে কিনে রাখবে। ব্রাসেলসে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে।

হাসল রানা। বলল, 'অস্ত্রের জন্যে টাকা লাগবে না। টাকার কথা বললে খেপে যাবে গগল। এটা আমাকে শোধ করতে হবে ওর কোন উপকার করে।' তারপর রানা নিজেকে বলল, 'ওর যদি কাজের মানুষদের আমি মারা যাই!'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রেমারিক। 'তখন আমি জেসমিনের কাছে ক্ষমা চাইব। বলব, দুঃখিত, কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলাম না।'

রাত শেষ হতে চলেছে, কিন্তু ওদের আলোচনা থামল না। ঠিক হল, দু'দিন পরই ফেরিতে চড়ে পালার্মোয় যাবে রানা। ওর বাকালার আস্তানাটা দেখে আসা দরকার ওর। ওখান থেকে ট্রেনে করে রেগিয়ো, তারপর আবার ফেরিতে চড়ে মাল্টা।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নোটবুক খুলে পাতা উল্টালো রেমারিক, দেখে নিচ্ছে কিছু বাদ পড়েছে কিনা। লেখা শেষ করে বলল, 'এখন তাহলে আসল কাজ তোমার শরীরটাকে আগের ফর্মে ফিরিয়ে আনা।'

'হ্যাঁ।' মুচকি একটু হাসল রানা। 'পাঞ্জাটা মৃত্যুর সাথে লড়তে হবে কিনা।'

'চল, শোবে চল।'

'আমি একটু বারান্দায় বসব,' বলল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ও। 'তুমি যাও।'

ভোরের আলো ফুটছে। বারান্দায় একা একটা চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সবচেয়ে বড় তারাটা মিটমিট করছে দেখে চমকে উঠল ও। নিচের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ এসে ঢুকল নাকে। বসন্তকাল, দূরে কোথাও একটা কোকিল ডেকে উঠল। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে লুটিয়ে পড়ল গায়ে।

সেই গানটা বেজে উঠল অন্তরে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'এক সময় থেমে যাবে সমস্ত কোলাহল, ঘুমিয়ে পড়বে ধরণী। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা মিটমিট করলে বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পড়ো না। আর, হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ পেলে বুঝে নিয়ো আমি আসছি। আর যদি কোকিল ডাকে, তবে আমি আর বেশি দূরে নেই। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে তোমার গায়ে লুটিয়ে পড়লে বুঝবে আমি এসেছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো বন্ধু, ঘুমিয়ে পড়ো না।'

উঠে দাঁড়িয়ে রেলিঙের সামনে চলে এল রানা। রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরল দু'হাত দিয়ে, সারা শরীর কাঁপছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে বিড়বিড় করে বলল ও, 'জেগে আছি, আমি জেগে আছি।'

অগ্নিপুরুষ-২

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৬

এক

পায়ের কাছে স্যুটকেস, ফেরি বোটের টপ ডেকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। নামের সাথে চেহারার কোন মিল নেই, বোটটা দেখতে বরং অনেকটা কাছিমের মত—মাল্টা আর গোজোর মাঝখানে সাগর মাত্র দু'মাইল, তবু এই পানি পথেই লোকজন আর যানবাহন নিয়ে চলাচল করে ভলফিন।

খুদে দ্বীপ কোমিনোকে পাশ কাটিয়ে এল বোট, পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ওয়াচটাওয়ার। পানি এখানে স্বচ্ছ নীল, তলার বালি পরিষ্কার দেখা যায়—ব্লু লেগুন। বেশ ক'বছর আগে, অথচ রানার মনে হল এই তো সেদিন—রেমারিক আর জেসমিনের সঙ্গে এখানে সাঁতার কেটেছে ও।

সামনে, গোজোর দিকে তাকাল রানা। সাগর থেকে হঠাৎ প্রায় খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সবুজ দ্বীপটা। পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় মুক্তোর মত সাজানো গ্রাম। পাহাড়ের গা থেকে মাটি কেটে বিশাল আকারের ধাপ তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি ধাপ এক একটা খেত, নিচের খেতটা সাগরের কিনারা ছুঁয়েছে।

প্রথমবার গোজোয় এসে দ্বীপটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রানা। গোজোর সমাজে 'ছোট-বড় ভেদ নেই, সবাই সমান। ভূমিহীন কৃষক বা একেবারে গরীব জেলে লোকটাও জানে তার অধিকার আর স্বাধীনতা গোজোর সবচেয়ে ধনী লোকটার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সারাদিন খেটে যা সে রোজগার করে তা দিয়ে সংসারের ভরণ-পোষণ ছাড়াও হাতে কিছু থাকে, ইচ্ছে করলে অনেকের মত সে-ও রুচিতা'স-এ বসে সন্ধে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত আকণ্ঠ মদ খেতে পারে। অন্যদের চেয়ে নিজেকে কারও বড় মনে করার প্রবণতা থাকলে গোজোকে তার এড়িয়ে চলা উচিত। গোজোর লোকেরা হাসিখুশি আর ফুর্তিবাজ, তোমাকে ওদের পছন্দ হলেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে।

ফেরি জেটিতে ভিড়তেই গেঁয়ো লোকগুলো শোরগোল তুলে নামতে শুরু করল।

পাহাড়ের খানিকটা ওপরে উঠে দ্বীপের একমাত্র বার রুচিতা'স-এর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মান্ধাতা আমলের বিল্ডিং, সাগরের দিকে মুখ করা একটা ঝুল-বারান্দা আছে। রেমারিক বলে দিয়েছে, জেসমিনের বাবাকে ফোন করতে হবে এখান থেকে। বারের ভেতরটা ঠাণ্ডা, সিলিং থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেয়ালে আঁকা পাহাড় আর নদীর ছবি। দরজার কাছে স্যুটকেস রেখে কাউন্টারের দিকে

PROTECTED

SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon